হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন

আল ছহীফাহ্ আল সাজ্জাদীয়াহ্

অনুবাদ ▮ মুহাম্মদ মাঈনউদ্দিন

হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন

আল
ছহীফাহ্
আল
সাজ্জাদীয়াহ্

অনুবাদ

মুহাম্মদ মাঈনউদ্দিন

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক ২০০৮

প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৫৫২৩১০৫৮৪
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা ১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ তাহমিদা খাতুন মিশু
কম্পোজ ■ বিস্‌মিল্লাহ্‌ কম্পিউটার্স ৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা ০১৭১১ ৯৫৮১২৩
মুদ্রণ ■ আমানত অফসেট প্রেস, ননীগোপাল লেন ঢাকা ১১০০

মূল্য ঃ একশ' চল্লিশ টাকা

ISBN 984-833-060-7

হযরত খাজা শাহ আবু নেছারে মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চিশতী আল হক (রাঃ)
রওজা শরিফ পীর কাশিমপুর, কুমিল্লা।
হযরত খাজা শাহ আবু সাঈদ মুহাম্মদ শামসুজ্জামান চিশতী আল হক (রাঃ)
রওজা শরিফ পীর কাশিমপুর, কুমিল্লা।
হযরত খাজা শাহ মুহাম্মদ কামরুজ্জামান চিশতী আল হক (রাঃ)
গদ্দীনশিন পীর সাহেব, পীর কাশিমপুর দরবার শরিফ, কুমিল্লা।
মহান আল্লাহর এই খাস্ তিন আউলিয়া যাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ইসলাম ও রাসুল পাঁক (সাঃ)-এর সুন্নত্ পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত রয়েছে, তাঁদের পবিত্র স্মৃতি ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎসর্গ করা হল।

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

সূচিপত্র

(১) একটি মুনাজাত, যা দ্বারা তিনি (হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন) তার মিনতি শুরু করেছেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করে শুরু করেছেন।

(২) আল্লাহর প্রশংসা করার পর তাঁর রাসূল ও তাঁর বংশধরদেরকে বেহেশতে প্রতিদান দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩) আরশ বহনকারী এবং নিকটস্থ ফেরেস্তাদের উপর মুনাজাত।

হযরত মুহাম্মদের (তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধরদের স্মরণে একটি মুনাজাত।

(৪) একটি মুনাজাত, যাতে নবীর অনুসারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের অনুগ্রহ করার আহ্বান করা হয়।

(৫) তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি মুনাজাত।

(৬) সকাল এবং সন্ধ্যায় তাঁর একটি মুনাজাত।

(৭) কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চিন্তায় অথবা কোনো দুর্ঘটনা অথবা দুর্দশার সময়ে তার একটি মুনাজাত।

(৮) মন্দ, নৈতিকতাহীন এবং দূষণীয় কাজ হতে হেফাজত করার জন্য মিনতি করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৯) ক্ষমা চেয়ে আগ্রহান্বিতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর একটি মুনাজাত।

(১০) আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

(১১) জীবনের সুখী সমাপ্তির জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(১২) আল্লাহ্‌র কাছে দোষ স্বীকার করে এবং অনুশোচনা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(১৩) প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

(১৪) যখন তিনি অত্যাচারীদের কর্তৃক নির্যাতিত হন তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

(১৫) অসুস্থতা, দুর্দশা এবং দুর্যোগের সময় তার একটি মুনাজাত।

(১৬) গুনাহ্ হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিনম্র অনুরোধ করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(১৭) তাঁর একটি মুনাজাত, যাদ্বারা ইমাম, শয়তানের অনিষ্ট এবং ধোকা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

(১৮) কোনো ভয়ানক কিছু দূর করার জন্য অথবা অবিলম্বে তাঁর দোয়া কবুল করার জন্য প্রশংসা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(১৯) অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টির জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২০) নৈতিক এবং উত্তম আচরণের গুনে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২১) যখন কোনো কিছু তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল অথবা একটি ভুল ধারণা তাঁকে বিমর্ষ করেছিল তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

(২২) কষ্ট এবং প্রতিবন্ধকতার সময় তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৩) নিরাপত্তা কামনা এবং তা কবুল হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৪) তাঁর মাতা-পিতার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৫) তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৬) তাঁর প্রতিবেশী এবং সাথীদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৭) সীমান্ত রক্ষীদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৮) সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র কাছে সাহায্যের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(২৯) পারিপার্শ্বিকতায় দৃঢ় থাকার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩০) ঋণ পরিশোধে সাহায্যের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩১) পাপের জন্য অনুশোচনা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩২) রাত্র জেগে এবাদত করার পর নিজ গুনাহ্ স্বীকার করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৩) গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহে স্বর্গীয় উপদেশ পাবার জন্য বারংবার মিনতি পূর্বক তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৪) দুর্দশাগ্রস্ততায় এবং কাউকে পাপের কারণে দূর্দশাগ্রস্ত দেখে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৫) যখন দুনিয়াবি অঙ্গিকার বিবেচনা করা হয় তখন পারলৌকিক অঙ্গীকার গ্রহণ করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৬) মেঘ ও বিজলি দেখায় এবং বজ্রপাতের শব্দ শুনায় তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৭) নিজের অভাবের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৮) কোনো সৃষ্টির প্রতি মন্দ ব্যবহার করার জন্য দু:খ প্রকাশ করে অথবা তাদের হক আদায় করতে অক্ষম হওয়ায় এবং (দোযখের) আগুন হতে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

(৩৯) তাঁর একটি মুনাজাত যাতে তিনি দয়া এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করেন।

(৪০) যখন তিনি কারো মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন অথবা যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হয় তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪১) তাঁকে হেফাজত করার আহ্বান করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪২) কোরআন খতম করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৩) নতুন চাঁদ দেখে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৪) রোযার মাস রমযানের শুরুতে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৫) রমযান মাসের বিদায় লগ্নে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৬) ঈদুল ফিতরের দিন জুমা এবং ওয়াক্ত নামাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে ক্বিবলামুখি হয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৭) আরাফার দিবসে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৮) কোরবানির উৎসবে এবং জুমার দিনে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৪৯) শত্রুদের বিশ্বাস ঘাতকতা এবং হিংস্রতা প্রতিহত করার আবেদন করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৫০) ধার্মিকতার ভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৫১) বিনয় ও নম্র অবস্থায় তাঁর একটি মুনাজাত।

(৫২) আল্লাহ্‌র কাছে জরুরী বিষয়ের আবেদন করে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৫৩) অবনত দিলে সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

(৫৪) উদ্বিগ্নতা দূর করার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

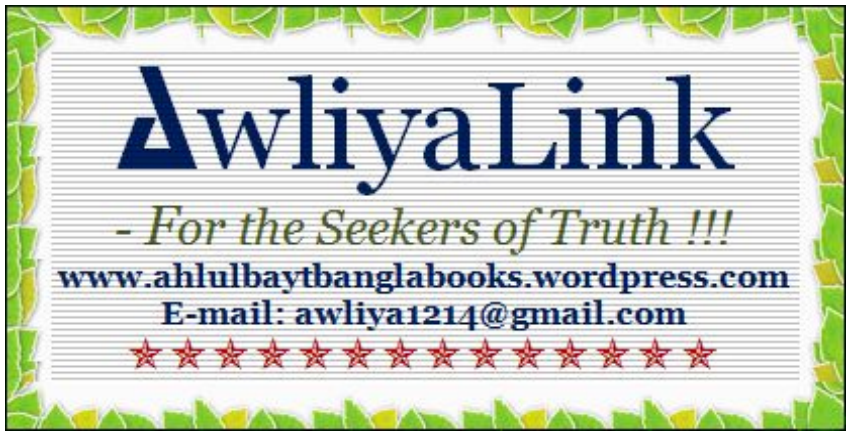

শহীদ ইমাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদ মুহাম্মদ বাকির আল সদর কর্তৃক ভূমিকা

পরম দয়ালু এবং অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালকের জন্য। আর দুরুদ ও সালাম খাতামুন নাবিয়্যিন আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর বংশধরগণ ও পূণ্যবান সাহাবাগণের প্রতি।

আল-ছহীফাহ্ আল-সাজ্জাদীয়াহ্ কিতাবখানি হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন 'আলী বিন হোসাইন বিন আলি আবি তালিব'-এর কতক মুনাজাতের সমাবেশ। নবীর বংশধর ইমামগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম যাঁর কাছে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ পবিত্রতার ধারা বজায় রেখেছেন।

নবীর বংশধর ইমামগণের মধ্যে ইমাম জয়নাল আবেদীন ছিলেন চতুর্থতম। তাঁর দাদা ছিলেন আমিরুল মু'মিনিন আলি বিন আবি তালিব, যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবীর বংশধর ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌র নবীর উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। কর্তৃত্বের দিক বিবেচনায় বলা যায়, নবীর সাথে তাঁর মর্তবা এমন যেমন নাকি মূসা (আ.)-এর সাথে হারুন (আ.)-এর সম্পর্ক।

চতুর্থ ইমামের দাদীমা ছিলেন সাইয়্যিদাতুন নিসাই আমুলে জান্নাত হযরত ফাতিমা তাজ জোহরা, (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবীর কন্যা। তাঁকে আল্লাহ্‌র নবী পৃথিবীর অন্যান্য নারীদের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন, যেহেতু নবী নিজে তা বর্ণনা করেছেন।

তাঁর চাচা ছিলেন হযরত ইমাম হাসান (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) যিনি দুষ্ট মাবিয়া ও ইয়াজিদের ষড়যন্ত্রমূলক বিষ প্রয়োগে শহীদ হন।

তাঁর বাবা ছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন, (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) যিনি ঐ দু'জনের মধ্যে একজন যাঁরা বেহেশতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং যুবকদের সর্দার। তিনি ছিলেন নবীর একজন নাতি এবং তার চোখের ফুল, যাঁকে নবী বলেছিলেন, "হোসাইন আমার হতে এবং আমি হোসাইন হতে।"

হযরত ইমাম হোসাইন (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন যাঁরা ইসলাম এবং মুসলমানদের রক্ষা করতে গিয়ে আশূরার দিন (মুহাররম মাসের ১০ তারিখ) কারবালায় শহীদ হয়েছিলেন। ছহীহ্ বোখারী এবং ছহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা এরকম, হযরত ইমাম হোসাইন ঐ বারোজন ইমামের অন্যতম যাঁরা নবীর পর ইমামতের নেতৃত্ব পালন করেছেন। বর্ণিত আছে যে নবী বলেছেন, "আমার পর খলিফা হবে বারোজন এবং তাদের সবাই হবে কুরাইশ গোত্র থেকে।"

ইমাম জয়নাল আবেদীন (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হিজরি ৩৮ সাল অথবা কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৫৭ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বেড়ে ওঠার কয়েক বছর পর্যন্ত সে হযরত ইমাম আলি (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর ডানায় লালিত পালিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মহানবীর দুই নাতি, তার বাবা হযরত ইমাম হোসাইন (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এবং তাঁর চাচা হযরত ইমাম হাসান (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর অভিভাবকত্ব এবং শিক্ষা দানের ছত্রছায়ায় আসেন। তিনি নবীর জ্ঞানের এবং তাঁর বংশজাত পবিত্রতার দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ধর্ম বিজ্ঞানে এবং নীতি বিজ্ঞানে হযরত ইমাম জয়নাল আবেদিনের (তার উপর শান্তি বর্ষিত) হোক ব্যাপক দখল ছিল বলে বিবেচনা করা হত এবং হুকুম ও নিয়ম কানুন ব্যক্ত করায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন যেহেতু তিনি সেগুলো যথাযথভাবে জ্ঞানের দীপ্তিতে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ে আল্লাহ্র প্রতি তাঁর উদাহরণতূল্য এখলাস এবং ভক্তির জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক সকল মুসলমান তাঁকে বিশ্বাস করত এবং তাঁর জ্ঞান, সততা, সাধুতা ও আইন বিজ্ঞানে তাঁর অপূর্ব দক্ষতাকে সম্মান করত। সকল বিষয়ে তাঁকে তাদের নেতা হিসেবে এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর কর্তৃত্ব বিবেচনা করে।

তাঁর সম্বন্ধে আল-জিহ্রী বলেন "বনি হাসিম থেকে একজন ব্যক্তিত্বকেও দেখিনি যে আলি-বিন আল হোসাইনের সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়ে উপরে ছিলেন।" (আরবের স্বতন্ত্র গোত্রগুলোর অন্তর্ভূক্ত ছিল বনি হাসিম) তবুও তাঁর সম্বন্ধে তিনি অন্য স্থানে বলেছিলেন, "সমস্ত কুরাইশদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমি আর কাউকেই দেখিনি।" (কুরাইশ ছিল আরবের মধ্যে অধিক স্বতন্ত্র গোত্রগুলোর অন্যতম এবং বৃহৎ গোত্রগুলোর অন্যতম।)

সায়্যিদ বিন মুসাইব বলেন "আমি কখনও আলি বিন আল-হোসাইনের মতো একজন লোক দেখিনি।" হযরত ইমাম মালিক বলেন, "তাঁর অবিরত এবাদত এবং নামাজে একাগ্রতার জন্য তাঁকে জয়নাল আবেদীন (এবাদতকারীদের মধ্যে সম্মানিত) বলা হত।"

সূফইয়ান বিন আইনাহ্ বলেন, "আমি বনি হাসিমে হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কাউকে দেখিনি হযরত ইমাম শাফি ইমাম আলি বিন আল-হোসাইনকে মদিনার শ্রেষ্ঠ এবাদতকারী হিসেবে বিবেচনা করতেন। অন্যান্য অনেক শত্রুভাবাপন্ন কার্যাবলী সত্ত্বেও, তাঁর সময়কার বনি উমাইয়ার শাসকদের উক্ত পরিচয়ে ভূষিত করতে হয়েছিল আলি বিন আল-হোসাইনকে।

উদাহরণস্বরূপ, আব্দুল-মালিক বিন মারওয়ান তাঁকে বলেছিল, "ধর্মীয় দুনিয়ার সীমানায়, এখলাস এবং আল্লাহ্ ভক্তিতে তুমি ঐ স্তরে উন্নীত হয়েছ, যেখানে তোমার পূর্ববর্তীগণের ব্যতিরেকে তোমার পূর্বে কেউ পৌঁছতে পারবে না।" পরবর্তীতে, উমর বিন আব্দুল আজিজ বলেন, "এই জীবনের চেরাগ, ইসলামের সৌন্দর্য হলেন হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন।"

এই ইমামের জন্য গড়পড়তাভাবে মুসলমানদের একটি স্থায়ী গভীর আসক্তি ছিল এবং তাদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক প্রগাঢ় আত্মিক আনুগত্য ও নিষ্ঠার আধিপত্য ঘটিয়েছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে তাঁর অনুসারিগণ তাঁর সম্মান ও প্রশংসা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যে সম্মান তিনি মুসলমানদের কর্তৃক পেয়েছিলেন, যা আল-ফারাজডেকের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। এতে সে পবিত্র নগরী মক্কায় বাৎসরিক হজ্জ পালনের সময় হিশাম বিন আব্দুল-মালিক যেখানে গিয়েছিলেন, সে কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) পাওয়ার জন্য গিয়েছিল, তার প্রচেষ্টা এতই ছিল যে সে এর কাছে যেতে পারল না।

যে সমস্ত লোক তাঁকে চিনত তারা তাঁর জন্য একটি বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করল যাতে তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে পারেন লোকদের ভিড় কমার জন্য, তখন যেন তিনি কালো পাথরের কাছে যেতে পারেন। তখন হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন হজ্জের কার্যাদী সম্পন্ন করার মানসে সেখানে উপস্থিত হন। যখন জনতা তাঁকে খেয়াল করল, তাঁর জন্য রাস্তা করে সবাই পেছনে সরে দাঁড়াল, ভক্তিতে মাথা হেঁট করে এবং সম্মান-জ্ঞাপন পূর্বক যাতে তিনি কালো পাথরের দিকে যেতে পারেন। তারপর সেখানে ছিল গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির মিছিল। তখন কবি সকল দেশের, রাষ্ট্রের এবং গোত্রের লোকদের জয়নাল আবেদীনকে দেখানো প্রশংসা এবং সম্মানের কথাই বলেন।

হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের প্রতি উম্মাহ্র বিশ্বাস এবং ভক্তি এটা নির্দেশ করে না যে তিনি এবাদতে অথবা রুহানী আমলে তাঁর স্বচ্ছন্দতা কম ছিল।

বস্তুতঃ তাঁকে পূণ্যবান আধ্যাতিক গুরু এবং শ্রেষ্ঠ আধ্যাতিক কর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হত ঐ সমস্ত লোকদের দ্বারা যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও আধ্যাতিক সমস্ত ব্যপারে বিশেষ অধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সমাদৃত এবং খাঁটি পূর্ব পুরুষদের উপযুক্ত ব্যক্তি।

এটা বর্ণিত আছে যে, ঐ সময়কার মুসলমানেরা হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের শরণাপন্ন হয়েছিল, যখন তারা রোমান সম্রাটের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। রোমান সম্রাট রাজ্যে তার কর্তৃত্ব দেখার ইচ্ছা করেছিল এবং আব্দুল মালিকের শাসনামলে রোমান মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করে মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছিল, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়। আব্দুল মালিক এই সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পন্থা না পেলে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাকে এতই বিপর্যস্ত ও মলিন হতে হয়েছিল যে তাকে এ কথা বলতে হয়েছে, "আমি নিজেকে ইসলামের অধীন জন্মগ্রহণকারী সবচেয়ে নিরাশ ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পাই।" এজন্য, তার আশপাশের লোকেরা তাকে এ কথা বলেছে যে, একজন ব্যক্তি আছে যে কিনা এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন। আব্দুল মালিক বলেন— তিনি কে। তারা বলল, "নবীর বংশধরদের মধ্যে যিনি বাকি রয়েছে।।" হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের নাম শুনে সে বলেন, "আসলেই তোমরা সঠিক এবং সত্য কথাই বলেছ।"

তখন হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীনের সাহায্যের হাত অগ্রসর হয়েছিল এবং সিরিয়ার দামেস্কে তার ছেলেকে গোপন নির্দেশ জানতে তাড়িত করেছিলেন। এ থেকে ইসলামী মুদ্রা চালু করার জন্য নতুন এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

তার বাবা শহিদ হওয়ার পর হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন আধ্যাতিক গুরু দায়িত্বের পোশাক পরিধান করেন। হিজরী প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি এই কাজটি গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এ সময়টায় ইসলামী স্বাধীনতার তরঙ্গ উঠেছিল। যখন কিনা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি, মুসলিম সেনানী এবং আদর্শিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের তরঙ্গ উঠেছিল। এটা কায়জার এবং অন্যান্য অপশক্তির সিংহাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর দূর দূরান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। তখন মুসলমানরা অর্ধ শতাব্দীকাল অবধি কোনো রকম চ্যালেঞ্জ ব্যতিরেকেই সভ্য দুনিয়ার অধিকাংশ অংশের উপর আধ্যাত্মিক ও শাসনের সম্রাট এবং অভিভাবক হয়েছিল।

তবুও, ঐ সময় ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির বাইরে আরো দুটি বড় ধরনের বিপদের মুখোমুখি হয়। সে জন্য, সময়ের বিবেচনায় এ বিষয়গুলোর উপর চোখ রাখার এবং এ বিপদগুলো কাটিয়ে উঠার প্রয়োজন ছিল।

প্রথম বিপদটা ছিল এই যে, মুসলমানরা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের সামনে ছিল বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, নিয়ম-নীতির প্রবাহ, যা আল্লাহর ধর্মের সাথে মিলিত হয়ে একাকার হচ্ছিল (অর্থাৎ হক এবং বাতিলের সংমিশ্রন ঘটেছিল)। তখন বৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় এবং আদর্শগত দিক থেকে এ ব্যাপারে চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তারা (মুসলমানগণ) আইন প্রণয়নে তাদের কাজকে ঐ দিকে পরিচালনা করবে যা পবিত্র কিতাব (আল কোরআন) এবং (নবীর সুন্নাহ) ঐতিহ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

যে সমস্ত লোকদের সাথে তাদের আলোচনা হয় তাদের মধ্যে আলোকময় এক সংবাদ এবং আত্মিক অধ্যাবসায়ের গতি প্রবাহ করে, যেখানে মুসলমানদের জাগ্রত করতে একটি আদর্শিক প্রচেষ্টার দরকার ছিল এবং তাদের চোখকে ইসলামের উদ্দেশ্যের দিকে মেলে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। যাতে করে এটা একটা টর্চ বহনকারী এবং কোরআন ও ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক হতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এরকম প্রশিক্ষণ থেকে লাভবান হয়ে যে সমস্ত লোকের সাথে আদান-প্রদান উঠা-বসা হয় তাদের সাথে ইসলামী ব্যক্তিত্বের চর্চা করতে পারে।

নবীর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত গবেষণামূলক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষার সম্প্রচার, হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন এরকম একটি কর্ম প্রচেষ্টার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। যা হবে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা শিক্ষা দিয়ে ও পবিত্র কোরআন এবং ইসলামী রীতি ব্যাখ্যা ও প্রচার করার মাধ্যমে। এবং যা হবে ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে এবং তাদের পারিবারিক জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে। মনিষীদের মধ্যে ব্যবহার-শাস্ত্র, কিয়াস ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন জাগরণের উত্তরণ হচ্ছিল। অনেক অভিজ্ঞ মুসলিম আইনজ্ঞ এবং পন্ডিত এই সমস্ত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় এক নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে ব্যবহারশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে আরও উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন ছিল।

এই প্রচেষ্টাসমূহে, হযরত ইমাম জয়নাল আবেদিন অনেক পণ্ডিত এবং পবিত্র কোরআন ও ইসলামী রীতির ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমনটি সায়্যিদ বিন আল-মুসায়িব বলেছেন তাঁর খ্যাতি ছিল,

"পন্ডিতগণ ঐ পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করেননি যতক্ষণ না আলি বিন আল-হোসাইন (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ত্যাগ না করেন। যখন সে চলে যেত, আমরা তাঁর সাথে চলে যেতাম। আমরা ছিলাম হাজারে হাজার, যারা তাঁর সাথে যাত্রা করতাম।"

ঐ সময়ে ইসলামের দ্বিতীয় বিপদটার উৎপত্তি হল ধন-দৌলত এবং ব্যাপক উন্নতির মধ্য থেকে। যা ইসলামের ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তির কারণে ইসলামী সমাজে বিদ্যমান ছিল।

এ ব্যাপারে এই ঝুঁকি ছিল যে, এই উন্নতি সাধন ঐ সমস্ত লোকদেরকে প্রকট করে তুলবে যারা সম্পদ, ক্ষমতা এবং দুনিয়াবী আনন্দ-উপকরণ দিয়ে ইসলামের আধ্যাত্মিক অবকাঠামোকে অমর্যাদা এবং দূষিত করে। এবং আল্লাহ্‌তে এবং পরকালে বিশ্বাসের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম আলি বিন আল হোসাইন এই বিপদ অনুধাবন করেন এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এর মধ্যে তার অন্যতম প্রধান পদ্ধতি ছিল আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা। **আল-ছহীফাহ্ আল-সাজ্জাদীয়াহ্** নামীয় কিতাবখানি তার ঐ সমস্ত কাজের অন্তর্ভূক্ত যা তাঁর আন্তরিক মহা প্রচেষ্টার ফল।

এই মহান ইমাম যথাযথ গুণ ও নৈপুণ্য দেখিয়ে এই চমৎকার কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঐ সামর্থ্যের সাহায্যে যা তিনি তার পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। যা তিনি অলঙ্কার এবং মার্জিত ঢংয়ে আরবি ভাষায় করেছেন। তার স্বর্গীয় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মানব ও বেহেশ্‌ত মানুষ এবং তাদের প্রভু ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক এবং ঈমানের গুণাগুণের উপর গুরুত্ব দিতে হযরত ইমাম জয়নাল আবেদীন চমৎকার ও সূক্ষ্ম অর্থ বোধগম্য করে তুলতে সামর্থ্য ছিলেন। এবং নৈতিক মূল্যবোধ এবং কর্তব্য সম্বন্ধে যথাযথ অর্থ বোধগম্যে তিনি ছিলেন সক্ষম যা আধ্যাত্মিক সমাজের জন্য প্রয়োজন।

আমার অভিমত হচ্ছে যে এই মহান ইমাম তাঁর বহুবিদ নেয়ামত ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার তাঁর অতি উৎসাহ বা ঝোঁকের দ্বারা সত্যিকার একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রথিত করতে এবং সমাজে একটি নৈতিক দৃঢ়তা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা ঐ সময়ে ইসলামকে শক্তিশালী করে এবং শয়তানের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা যেখানে নিপতিত হয়েছিল সেখান থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে প্রাচীর হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা উম্মাহ্‌র উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল, সময়ের দুনিয়াবী মোহের বিপরীতে যাদের জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। যখন আনন্দময় এক জীবনের টানা-হেঁচড়া সামনে

উপস্থিত এবং যা ছিল একটি বড় প্রলুব্ধকর জিনিস এবং ঐ সময় মুসলমানদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক শিকড় ও বিশ্বাসী থাকার কর্তব্য পালনে আধ্যাত্মিক পথে, যা থাকতে হত ধনী এবং প্রাচুর্যতার মাঝে যেহেতু তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্দশা ও দরিদ্র হালতে।

ইমামের জীবন বৃত্তান্তে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি শুক্রবারে জুমার খুৎবাতে লোকদের আহ্বান করত যেন তারা দুনিয়ার জীবন কর্তৃক তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয় এবং তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করাত। যথাযথ অনুনয়-বিনয়ের সাথে তাঁর দোয়া-মোনাজাত সবার মনোযোগ আকর্ষণ করত। যেখানে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাত, উদার প্রশংসা করত এবং এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি লোকদের একাগ্রতা, আনুগত্য বাড়াত, যার কোনো শরিক নেই।

তারপর যা বলার তা হল **আল-ছহীফাহ্ আল-সাজ্জাদীয়াহ্** উপস্থাপন করে সময়ের নিগূঢ় সামাজিক কর্ম এবং এটা ইমামের সময়কার সমাজে বিদ্যমান আধ্যাত্মিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় তীব্র প্রতিবিম্ব। কিন্তু এ ছাড়াও এটা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে দোয়া-মুনাজাতের নিগূঢ় সমাবেশ। যা একটি চমৎকার সঙ্কলন যা মানুষের প্রতি হাদিয়া স্বরূপ। যুগের পর যুগ বাকি থাকবে। দুনিয়াবী কাজকর্মের ক্ষেত্রে একটি নৈতিক উৎসাহের কাজ এবং পথ-প্রদর্শনের জন্য একটি টর্চ। মোহাম্মদী আলমী ঐতিহ্যের জন্য মানুষ পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট থাকবে এবং এর প্রয়োজন বৃদ্ধি পাবে, যখনই শয়তান মানুষের নিকট আসবে দুনিয়াবী প্রলোভন দিতে এবং এর দ্বারা তার মায়া জালে বন্দী করতে।

যখন আমাদের হযরত ইমাম আলি বিন আল- হোসাইন জয়নাল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন থেকে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তখন থেকে যখন তিনি তার কথা বলতে শিখেছেন। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তখন থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করেন এবং পরকালের জীবনে প্রবেশ করেন।

আল-নাজাফ আল-আশরাফ

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১

بسم الله الرحمن الرحيم

একটি মুনাজাত যা দ্বারা তিনি (হযরত ইমাম জয়নাল আবেদিন) তাঁর মিনতি শুরু করেছেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করে শুরু করেছেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আদি। যার পূর্বে কেউ ছিল না। এবং তিনি আদ্যন্ত, যার পরে আর কেউ থাকবে না।

ঐ সমস্ত চোখ তাঁকে পুরোপুরি চাক্ষুষ দেখতে পারে না, যারা তাকে দেখেছেন। তিনি ঐ সমস্ত লোকের কল্পনার অতীত, যারা তাঁর প্রশংসা করে।

তাঁর কুদরতের দ্বারা তিনি প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর এরাদা অনুযায়ী তাদের কাঠামো গঠন করেছেন।

তারপর তিনি তাদেরকে তাঁর নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করান এবং তাঁর পছন্দনীয় রাস্তায় তাদেরকে পতিস্থাপন করেছেন।

তাদের কোনো সামর্থ্য নেই ওখানে অপেক্ষা করার যেখানে আল্লাহ্‌ তাদেরকে জলদি করিয়ে দেন এবং তাদের ওখানে জলদি করার সামর্থ্য নেই যেখান আল্লাহ্‌ অপেক্ষা করিয়ে দেন।

তিনি প্রত্যেক রুহ-এর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবিকা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তিনি সবার জন্য রিযিক বণ্টন করে রেখেছেন। তিনি যা বৃদ্ধি করেছেন কেউ তা হ্রাস করতে পারে না এবং তিনি যা হ্রাস করেছেন কেউ তা বৃদ্ধি করতে পারে না। তিনি প্রত্যেকের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ করেছেন এবং প্রত্যেকে দুনিয়াতে এসে যে দিনগুলো অতিবাহিত করবে তাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এবং প্রত্যেকে তার জীবনের বছরগুলোর মধ্যে ঐ দিনগুলোতে উপনীত হবে। আর যখন কেউ একজন তারা জীবনের অনুমোদিত সময় পূর্ণ করে শেষ সীমায় পৌছায়, মহান প্রতিপালক তখন তাকে তার আমন্ত্রিত বস্তু হিসেবে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি তাঁর বিচার অনুযায়ী যেমন ইচ্ছে তাকে প্রচুর পুরস্কার দান করেন অথবা তাকে ভয়ানক শাস্তি দেন। পাপীদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ শাস্তি দেন এবং নেককারদের তিনি অফুরন্ত প্রতিদান দান করেন। তাঁর নামগুলো পবিত্র এবং আবৃত্তশীল বস্তুসমূহ তাঁর নেয়ামত। তিনি যা করেন তার জন্য জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু অন্যরা জিজ্ঞাসিত হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির (প্রশংসা গাওয়ার অধিকার রাখেন)

প্রশংসার জন্য মোহ্তাজ নন। তারা (অকৃতজ্ঞভাবে) তাঁর নেয়ামত ভোগ করে থাকে যা সবসময় তিনি প্রবহমান রেখেছেন। তারা হয়ত তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ না থেকেই তার নেয়ামতের উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

এবং তাঁরা যদি এমন করে থাকে তাহলে তারা মানবতার সীমানার বাইরে চলে গেছে এবং পশুদের নিকটবর্তী পৌছেছে। তাদেরকে ঐ কথা বিবেচনা করতে যা আল্লাহ্ তা'য়ালা তার চমৎকার কিতাবে বয়ান করেছেন, "তারা জানোয়ার অথবা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের বৈ আর কি?"

আল্লাহ্ তাঁর কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁর নিজের সম্বন্ধে আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন এজন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তাঁর স্বর্গীয় জ্ঞানের দ্বার আমাদের জন্য খুলেছেন। তিনি আমাদেরকে তার একত্ববাদের পবিত্র বিশ্বাসের উপর আমাদের পরিচালনা করেছেন এবং আমাদেরকে এর বিরোধিতা করা থেকে হেফাজত করেছেন, এমনকি তিনি তাঁর আদেশ পালনে সন্দেহ থেকেও আমাদের বিরত রেখেছেন।

আমরা তাঁর প্রশংসা করছি যদ্বারা আমরা তাঁর ঐ সকল সৃষ্টির মধ্যে গণ্য হতে পারি যারা তাঁর প্রশংসা করে। যা দ্বারা কবুলিয়াত এবং ক্ষমা খোঁজ করে। তাঁর প্রশংসা করছি এ জন্য যাতে তিনি আমাদের মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মধ্যবর্তী সময়কালে আলোকিত করে অন্ধকার বিদূরিত করেন এবং আমাদের পুনরুত্থান সহজ করে দেন। যা দ্বারা সাক্ষী উপস্থিত করার সময় আমরা আমাদের অবস্থান উন্নীত করতে পারি, ঐ দিন যখন প্রত্যেক রুহ্কে তাদের কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের বেলায় কোনো ভুল হবে না। ঐ দিন যখন কোনো বন্ধুই তার বন্ধুকে সাহায্য করবে না, আর কেউ তার বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না। প্রতিপালকের প্রশংসা যা আমাদের থেকে উদ্গত হয়ে বেহেশতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, যা লিখিত কিতাবে (কোরআনে) বিদ্যমান। এমন এক সাক্ষীস্বরূপ যার সাহায্যে আল্লাহ্র কাছে পৌছা যায়। আল্লাহ্র প্রশংসা এজন্য যে যা দ্বারা আমাদের চোখ পরিতৃপ্তি লাভ করবে যখন অন্যদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইবে। আর যা দ্বারা আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে যখন অন্যদের মুখমণ্ডল কালো হবে। তাঁর প্রশংসা এজন্য যাতে আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত আগুন থেকে মুক্তি লাভ করে তাঁর অনুকূল পরিবেশে যেতে পারি! যা দ্বারা আমরা করুণা লাভের জন্য ফেরেশতাদেরকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি এবং যা দ্বারা আমরা তাঁর দূতের (নবীজীর) সাথে মিলিত হয়ে স্থায়ী বাসস্থানে বাস করতে পারি, যা আর কেড়ে নেয়া হবে না এবং তার সাথে সম্মানীয় এক স্থানে, যা আর পরিবর্তন হবে না।

আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য সৃষ্টির সৌন্দর্য পছন্দ করেছেন। আমাদের জন্য পুষ্টিকর খাঁটি উপাদান তৈরী করেছেন এবং আমাদেরকে সকল

সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর ক্ষমতার কারণে যাতে তারা আমাদের অনুগত হয় এবং তাঁর কর্তৃত্বের জন্য তারা আমাদের খেদমতে নিযুক্ত।

আল্লাহ্‌র জন্যই প্রশংসা যিনি ভিক্ষার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, শুধু তাঁর দরজা ব্যতিরেকে।

এখন, কারও পক্ষে তাঁর যথাযথ প্রশংসা করা কিভাবে সম্ভব?

আমরা কিভাবে তাঁকে যথাযথভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? আমরা তা করতে পারব না।

প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সম্প্রসারণের অঙ্গসমূহ এবং সংকোচনের অঙ্গসমূহ আমাদেরকে দান করেছেন। আমাদেরকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দান করেছেন। নড়াচড়া করার জন্য আমাদের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থাপন করেছেন। আমাদেরকে স্বাস্থ্য-সম্মত উপকরণ দ্বারা আহার করান। তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তিনি আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন এবং আমাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তাঁর দয়ার দ্বারা। তিনি আমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করার জন্য বারণ করেছেন যাতে তিনি আমাদের আনুগত্য পরখ করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে বলেছেন যাতে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পরখ করতে পারেন।

কিন্তু আমরা তাঁর নির্দেশিত রাস্তা থেকে বিচ্যুত এবং এরকম কাজ যা আমাদের প্রতি তাঁকে ক্রোধান্বিত করে। কিন্তু তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য অধীর হন না, আর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ব্যস্তও হন না। উপরন্তু, তিনি তাঁর দয়ার দ্বারা আমাদের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁর অনুগ্রহশীল ক্ষমার দ্বারা তাঁর আনুগত্যে আমাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেন।

আর প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে অনুতাপের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন। যা আমরা তাঁর অনুগ্রহ বৈ কখনও অর্জন করতে পারতাম না। যদি আমরা তার আনুকূল্য ধর্তব্য জ্ঞান না করতাম, বিশেষ করে, এটি আমাদের প্রতি তাঁর আনুকূল্য তারপরও প্রশংসার দাবি রাখে এবং আমাদের প্রতি তার প্রভুত্ব অতুলনীয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে অনুতাপের সুযোগ দেন নি যারা আমাদের পূর্বে এসেছিল (পূর্ববর্তী উম্মতগণ)

চেয়ে দেখ, তিনি আমাদের উপর থেকে বোঝা অপসারণ করেছেন, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের সামর্থ্যের বাইরে তিনি আমাদের জন্য কোনো দায়িত্ব বর্তিয়ে দেন নি এবং তিনি সহজ ব্যতিরেকে আমাদেরকে কোনো আদেশ করেন নি। এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে কাউকেই কোনো কাঠিন্য দিয়ে পিছনে রাখেননি অথবা অবাধ্য হওয়ার সুযোগ রাখেন নি।

তাই আমাদের মধ্যে থেকে তারা ধ্বংস হোক যারা তার আদেশকে অগ্রাহ্য করবে। ওরা সুখী হবে যারা তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখে।

সমস্ত বন্দনার সাথে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। যা দ্বারা ফেরেশতাদের কর্তৃক আল্লাহ প্রশংসিত হন। ঐ সকল সৃষ্টি দ্বারা যারা তাঁর কাছে সম্মানিত এবং তাদের দ্বারা যারা তাঁর দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন এক প্রশংসা যার মধ্যে সকল প্রশংসা বিদ্যমান যেমন নাকি সমস্ত সৃষ্টির মহত্ত্ব বর্ণনা করা মানে প্রভুর মহত্ত্ব বর্ণনা করা।

তারপর আল্লাহর প্রশংসা করছি আমাদের উপর এবং তাঁর সমস্ত বান্দাদের উপর দেয়া নেয়ামতের জন্য যারা আছে এবং অতীতে ছিল। আর মাখলুকের সংখ্যাটা যা তাঁর জ্ঞানে মজুদ রয়েছে।

আর প্রতিটি নেয়ামতের জন্য ঐ সংখ্যা বরাবর প্রশংসা এবং বহুগুণ বেশি প্রশংসা করছি। অনবরত এবং সীমাহীনভাবে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর প্রশংসার কোনো সীমা নেই, এবং সংখ্যার কোনো হিসাব নেই। প্রশংসার ব্যাখ্যায় কোনো শেষ নেই এবং সময়ের কোনো সীমা নেই।

আমরা ঐ দয়ার জন্য প্রশংসা করছি যা আমাদের আমলের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং আমাদের জন্য তাঁর ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। যা হল তাঁকে পরিতৃপ্ত করার এক কারণ; তাঁর ক্ষমার এক যথার্থ উপায়; তাঁর বেহেশতে পৌঁছার এক রাস্তা; তাঁর শাসন থেকে আত্মরক্ষার উপায়; তাঁর রাগ হতে বাঁচার নিরাপত্তা; তাঁর খেদমত করার একটি সহযোগী; তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে একটি উপায়; এবং আমাদের পারিশ্রমিক পাওয়ার সহায়ক এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকা।

ঐ দয়ালু আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যা দ্বারা আমরা তাঁর ঐ সমস্ত প্রিয় কল্যাণ প্রাপ্তদের মধ্যে হতে পারি এবং ঐ সমস্ত শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা তাঁর শত্রুর তলোয়ারের নীচে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন।

ভালকরে দেখে নাও যে, সেই আমাদের প্রভু। যিনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত।

২

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার পর, তাঁর রাসূল ও বংশধরদেরকে বেহেশতে প্রতিদান দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের জন্য হযরত মুহাম্মদকে (আল্লাহ্ তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষিত করুন) প্রেরণ করেছেন। আর তিনি আমাদের, ঐ শক্তি বলে আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের থেকে নির্বাচন করেছেন। যে শক্তি বলে তিনি কোনো কিছু করতেই অপারগ হন না, তা যত বড়ই হোক। এবং ঐ শক্তি থেকে কোনো কিছু পালাতে পারে না, তা যত ছোটই হোক।

তাই তিনি সমগ্র জাতির পর আমাদের সর্বশেষ হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের সাক্ষী করেছেন যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে।

তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা তিনি আমাদের বহুগুণে বর্ধিত করেছেন তাদের থেকে যারা সংখ্যার পরিমাণে কম ছিল।

হে আল্লাহ! সেজন্য মিনতি করছি, আপনি হযরত মুহাম্মদ এবং (তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষিত করুন)। যিনি ছিলেন আপনার প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী, আপনার সৃষ্টির মধ্যে নির্বাচিত। আপনার বান্দাদের মধ্য হতে পছন্দনীয়। যিনি ছিলেন অনুগ্রহশীল, সৎগুণের মহান ইমাম, উন্নতির চাবি। যেহেতু তিনি নিজেকে আপনার কাজে উৎসর্গ করেছিলেন,

আপনার দিকে মানুষকে আহ্বান করতে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেছেন।

আপনার সন্তুষ্টির তালাশে নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

আপনার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

আপনাকে অস্বীকার করার কারণে নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে চলে গেছেন।

আপনার জন্যই অচেনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা ছিল কাছে।

আপনার বার্তা ঘোষণা করতে গিয়ে কষ্টভোগ করেছেন, দুঃসাহসিকভাবে নিজেকে বিপন্ন করে অন্যদেরকে আপনার দ্বীনের দিকে আহ্বান করেছেন এবং আপনার আহ্বান প্রচার করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

তিনি পায়ে হেঁটে নিজ বাসভূমি থেকে অনেক দূরে এক নতুন শহরে হিজরত করেছিলেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর আবেগ জড়িয়ে ছিল। আর এসব তিনি করেছেন যাতে আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তিনি আপনার শত্রুদের কথা বিবেচনা করে যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সম্পাদিত হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি কাফিরদের বিপরীতে তার সহযোগী খুঁজছিলেন এবং আপনার বন্ধুদের জন্য তিনি যা পরিকল্পনা করেছিলেন তাও অর্জিত হয়েছিল।

তারপর, তিনি তাঁর দূর্বলতা সত্ত্বেও, আপনার সহযোগিতা নিয়ে বিজয়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আপনার সহায়তায় তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাদের ভূমিতে তিনি তাদের সাথে লড়াইয়ে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থানের মধ্যে বেষ্টন করেছিল আপনার আদেশ ও হুকুম আসার পূর্ব পর্যন্ত, যদিও শক্তিবলে বহুগুণে এগিয়ে ছিলেন।

সেজন্য দোয়া করছি, হে প্রভু! তাঁকে আপনি বেহেশতের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করুন। যেহেতু তিনি আপনার জন্যই নিজেকে বিপন্ন করেছেন। তাই তাঁর মর্যাদা কারো সমান হবে না। তাঁর মর্যাদার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না এবং আপনার কোনো ফেরেস্তা অথবা দূত সেখানে পৌঁছতে পারে না। আপনার দিক থেকে তিনি অনন্য।

আর ব্যাপক মাত্রায় ফলপ্রসূ মধ্যস্থতাকারীর প্রতিজ্ঞা আপনি পূর্ণ করুন যা আপনি তাঁর মহান সাহাবা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ফুলসমূহের সাথে করেছিলেন। হে প্রভু, আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন!

হে দুনিয়ার স্রষ্টা!

হে মন্দকে ব্যাপক ভালতে পরিবর্তন করনেওয়ালা, আপনি আমাদেরকে আরও সাহায্য করুন এবং তা সবার জন্য আম করে দিন, ব্যাপকভাবে।

৩

بسم الله الرحمن الرحيم

আরশ বহণকারী এবং নিকটস্থ ফেরেস্তাদের উপর মুনাজাত।

হে প্রভু, আরশ বহনকারীগণ কখনই আপনার নামের জিকির করতে ক্লান্ত হয় না! আপনার পবিত্রতা স্মরণ করতে কখনই দ্বিধা করে না। তোমার এবাদত করায় কখনই তারা পরিশ্রান্ত হয় না। তোমার প্রতি আগ্রাহান্বিত হুকুম পালন (অনুগত) করতে কখনই তারা বিচ্যুত হয় না এবং কখনই তোমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে অপারগ হয় না।

আর হযরত *ইস্রাফিল*

যে শিংগা ফুৎকারকারী এবং সর্[illegible]র সতর্ক। এবং তিনি অপেক্ষা করছেন মৃতুদেরকে সতর্ক করার হুকুম ও [illegible]তর জন্য। যারা ধূলা-বালি নিয়ে কবরে শায়িত।

আর হযরত

আপনার কাছে সম্মানিত এবং আপনার খেদমতের উঁচু অবস্থান ধরে আছেন।

আর হযরত

আপনার ছহীফার বিশ্বস্ত, সে আপনার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনুগতদের মধ্যে একজন। সে আপনার প্রতি দায়িত্বপরায়ণ এবং আপনার নিকটস্থ।

আর সে,

ফেরেস্তাদের উপর পর্দার অন্তরালে আপনার আদেশ মেনে থাকে।

আর সে, আপনার প্রতিবিধানের হুকুম বয়ে বেড়ায়।

সেজন্য, তাঁদের উপরে আশীর্বাদ হোক। তাদের ছাড়াও ঐ সকল ফেরেস্তাদের উপরও যারা মহাকাশে বিচরণ করে এবং আপনার সংবাদে বিশ্বাসী। তাদের উপর অবসন্নতা প্রদর্শনে যাদের কোনো দোষ নেই, পরিশ্রমের ক্ষেত্রে যাদের কোনো অবসাদ বা আলস্য নেই।

আপনার নামের জিকির থেকে বিরত থাকার তাদের কোনো ইচ্ছে নেই, অথবা আপনার মহিমা বর্ণনা করা থেকে ভুলে থাকারও ইচ্ছে নেই।

তাদের চোখগুলোকে নিচের দিকে নিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে তারা আপনার প্রতি সরাসরি দৃষ্টি ফেলতে না পারে।

তাদের থুতনিতে ভীতিপ্রদ রূপ প্রতিভাত হয়।

তাদের পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে আপনার সাথে যা দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছে।

তারা যারা আপনার অনুগ্রহ পেতে আগ্রহী। তারা যারা নিজেদেরকে আপনার মহত্ত্ব এবং মর্যাদার গৌরব বা বন্দনা করায় নিয়োজিত রেখেছে।

তারা যারা অবাধ্যদের জন্য রক্ষিত জাহান্নামের আগুন দেখে বলে, "আমরা আপনার মহিমা বর্ণনা করি! আমরা আপনার এবাদত করতে পারতাম না, যদি না আপনি (এবাদততুল্য হয়েও) এবাদত না গ্রহণ করতেন।"

সেজন্য, অনুগ্রহ তাদের জন্য এবং ফেরেস্তাদের মধ্যে রুহানিয়ানদের জন্য।

অনুগ্রহ করুন যারা আপনার কাছে থাকার যোগ্য, যারা অদৃশ্য সংবাদকে আপনার রসূলদের নিকট পৌঁছায় এবং আপনার খবরে বিশ্বাসী হয়— তাদের উপর।

ঐ অসংখ্য ফেরেস্তাদের উপর অনুগ্রহ করুন যাদেরকে আপনি নিজের জন্য নিয়োজিত করেছেন, আপনার পবিত্রতা স্মরণ করিয়ে যাদেরকে আপনি আহার ও পান করা থেকে মুক্ত করেছেন। আর তাদেরকে আপনি সমৃদ্ধি দিয়েছেন বেহেশতের দালানের মাধ্যমে।

তাদেরকে আপনি করুনা বর্ষণ করুন যারা অধীর আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছে। যখন আপনার হুকুম হয় তারা আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য নিয়োজিত হয়।

করুণা বর্ষণ করুন বৃষ্টি মজুদ রাখায় নিয়োজিত ফেরেস্তাকে এবং যারা মেঘ চালনা করে।

করুণা বর্ষণ করুন তাদের যাদের রাগান্বিত ধ্বনি শুনা যায় বজ্রের আওয়াজে যখন ভয়ানক বিদ্যুৎ চমকায়।

করুণা বর্ষণ করুন তুষার এবং শিলার সঙ্গীদের উপর এবং তাদের উপর যারা বৃষ্টির ফোঁটার সাথে অবতরণ করে।

তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যারা বাতাস বণ্টনে নিয়োজিত এবং তাদের উপর যারা পাহাড়ের উপর অবস্থান করে, কখনও তাদের স্থান খালি রেখে আসে না।

তাদের উপর যাদেরকে আপনি বৃষ্টির পরিমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং মুষলধারে বৃষ্টির দ্বারা যা নেমে আসে তার ওজন।

তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা মন্দ জলবায়ু আগমনের সংবাদদাতা (পৃথিবীবাসীদের জন্য), এবং আসন্ন সমৃদ্ধির সংবাদদাতা।

করুণা বর্ষণ করুন সম্মানিত, পূণ্যবান দূত এবং অভিভাবক শ্রেণীর ফেরেস্তাদের উপর।

করুণা বর্ষণ করুন মৃত্যুর ফেরেস্তা এবং তার সহকারীদের উপর।

করুণা বর্ষণ করুন মুনকার-নাকীরের উপর যারা কবরে মৃতের পরীক্ষক এবং তাদের উপর যারা বায়তুল মা'মুরের চারদিকে চক্কর দেয়।

করুণা বর্ষণ করুন মালিক, রিজওয়ান এবং বেহেশতের অন্যান্য প্রহরীদের উপর এবং তাদের উপর যারা আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা অমান্য করে না, বরঞ্চ তা যথাযথভাবে পালন করে যা তাদের আদেশ করা হয়। আর তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যারা বলে (নেককারদের রুহ্‌কে), "আপনার ধৈর্য্যের জন্য আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। দেখুন পরকালের আবাসস্থল কত সুন্দর।"

সেই অভিভাবক ফেরেস্তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যারা "পাপীকে ধরতে এবং বাঁধতে এবং তারপরে তাকে জাহান্নামে ফেলে দিতে" তাড়াতাড়ি পাপীর নিকটবর্তী হতে বলে এবং তাকে (পাপীকে) কোনো বিরতি দেয় না।

করুণা বর্ষণ করুন তার উপরে আমরা যার কথা বলতে অপারগ। যার মর্তবা আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে পারি নি অথবা এটাও জানিনা যে তাকে কোথায় নিযুক্ত করেছেন।

করুণা বর্ষণ করুন বাতাস, মাটি এবং পানির ফেরেস্তাদের উপর এবং ঐ সংখ্যক ফেরেস্তাদের উপর যাদেরকে আপনার মাখলুকদের উপর নিযুক্ত করেছেন।

সেজন্য, ঐ দিনে তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন যেদিন প্রত্যেক *আত্মা* একজন সাইক এবং একজন সাদিক নিয়ে আসবে। আর তাদেরকে করুণার দ্বারা সাহায্য করবে যা তাদেরকে মর্যাদার উপর মর্যাদা এবং পবিত্রতার উপর পবিত্রতা দান করবে।

হে প্রভু, যখন আপনি ফেরেস্তাদের এবং আপনার দূতদের উপর করুণা বর্ষণ করেছেন এবং আমাদের করুণা প্রদান করেছেন, আপনি তাদের উপর ঐ অনুগ্রহ করুন যা আমরা প্রকাশ করতে অক্ষম। বিশেষত আপনি অনুগ্রহশীল এবং অতি দানশীল।

হযরত মুহাম্মদের (তাঁর উপর ও তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধরদের স্মরণে একটি মুনাজাত।

হে প্রভু আপনি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের চমৎকারভাবে স্বতন্ত্র করেছেন। আপনার ক্ষমতার দ্বারা তাদেরকে বিশ্বস্ত করেছেন এবং অধিকার

দিয়ে (বিশেষ) সাহায্য করেছেন। আপনি তাদেরকে নবীর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আপনি তাদের দ্বীনের কর্তৃত্বের এবং সফলতার সীল মোহর দিয়েছেন। আপনি তাদের সকল প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা পুরোপুরি এখন বর্তমান। আপনি মানুষের মনকে তাদের জন্য আকাঙ্খিত করেছেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যারা ছিলেন খাঁটি মানব। এবং আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতের সবকিছু করার অধিকার রাখেন। ব্যাপকভাবে, সবকিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

৪

بسم الله الرحمن الرحيم

একটি মুনাজাত যাতে নবীর অনুসারী এবং তাদের সাহায্যকারীদের অনুগ্রহ করার আহ্বান করা হয়।

হে প্রভু!

নবীর অনুসারীদের এবং পৃথিবীর মধ্যে তাঁদের অনুসারীদেরকে অনুগ্রহ করুন, যারা অদৃশ্যের উপর এবং ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। এবং সময়ের বিবর্তনে তাদের শত্রুদের যারা আপনার দূতের কাছে সত্য বিশ্বাসের সাথে একান্নবর্তী হয়েছিলেন যাতে আপনি একজন সংবাদদাতা পাঠিয়ে তাদের উন্নীত করেছিলেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পর্যন্ত প্রতিটি পথ-প্রদর্শক, নেককার ইমামগণ এবং দ্বীনদারদের নেতা— সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ক্ষমা এবং কবুলিয়াতের মাধ্যমে তাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হোন।

হে প্রভু!

হযরত মুহাম্মদের তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক সঙ্গীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তাঁর উপর এবং তাঁর প্রতিটি বংশধরের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

তাদেরকে অনুগ্রহ করুন যারা তার ভাল সঙ্গী ছিলেন।

তাঁদেরকে অনুগ্রহ করুন যারা তাঁর লক্ষ্যকে সাফল্যমন্ডিত করতে সহযোগিতার জন্য তাঁর জন্য বীর বিক্রমে লড়াই করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। তাঁর ডাকে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হতেন। তাঁর সংবাদের যুক্তি অবতারণার সাথে সাথেই তাঁর উত্তর দিতেন। তাঁর কথা রাখতে গিয়ে তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। তাঁর জন্য তারা তাদের পিতা এবং সন্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং এভাবে তাঁকে সহায়তা করেছেন।

তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যাদের তাঁর জন্য ভালবাসা ছিল, এবং চুক্তি সম্পাদন করেন যে তাঁর প্রতি তাদের সহমর্মিতা কখনও শেষ হবার নয়।

তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যারা তাদের লোকজন কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল যখন তারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যারা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা সম্পর্কহীন হয়েছিলেন, যখন তারা তার আত্মীয় সম্পর্কের ছায়ার নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেজন্য আমার মিনতি, হে প্রভু আপনি ঐ ব্যাপারে দৃষ্টি এড়িয়েন না আপনার জন্য তারা যা কিছু দিয়েছিলেন।

আপনার সৃষ্টি মাখলুককে আপনার বিশ্বাসে একত্রিত করার জন্য এবং আপনার রসূলের কর্মী হয়ে কাজ করার জন্য, আপনার কবুলিয়াতের সাথে তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আপনার জন্য তারা তাদের বংশের বাড়ি-ঘর পরিত্যাগ করার জন্য, স্বচ্ছলতা থেকে দারিদ্রে নিপতিত হওয়ার জন্য এবং আপনার দ্বীনের মর্যাদা বাড়াতে তারা অধিকাংশ বৈপরীত্যের জ্বালা ভোগ করার জন্য আপনার কাছে মিনতি করছি তাদেরকে প্রতিদান দিন।

হে প্রভু, তাদের জন্য আপনার সেরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন যারা তাদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন— তারা যারা বলেছেন, "হে প্রভু আমাদের এবং আমাদের ভাইদের এরকম ক্ষমা করুন যে রকমভাবে আমাদেরকে ঈমানের উপর মজবুত রেখেছেন।"

এবং তাদের জন্য আপনার সেরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তাদের রীতি-নীতি গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পদচিহ্নের উপর পথ মাড়িয়েছেন, যারা পিছনে ঘুরে আসে নি এবং তাদের রাস্তা অনুসরণ করতে অনিশ্চয়তার মধ্যে সন্দিহানও হয় নি। এবং তাদের আলোকের দ্বারা পথ প্রদর্শিত হয়েছেন। তাদের পথ প্রদর্শক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের ঈমান শিক্ষার বিষয়টি অবলোকন করে, তাদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ না হয়ে যে তারা তাদের কি শিক্ষা দেয় আপনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন তাদেরকে সাহায্য করেন এবং শক্তিশালী করেন।

হে প্রভু, আজকের এই দিন থেকে শুরু করে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সাহাবাদের অনুসারীগণের তাদের স্ত্রীদের, সন্তানদের এবং তাদের মত যারা আপনাকে মান্য করে তাদেরকে আপনার অনুগ্রহ দ্বারা বাধিত করুন যাতে তারা আপনাকে অমান্য করা থেকে বিরত থাকে।

তাদের জন্য আপনার বেহেশতের বাগানসমূহ প্রশস্থ করে দিন।

তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন।

তাদেরকে ঐ সকল নেক বিষয়ে সহযোগিতা করুন যাতে তারা আপনার সাহায্য কামনা করে।

তাদেরকে রাত্র এবং দিনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে রক্ষা করুন, ঐ ঘটনা ছাড়া যা তাদের জন্য বালাই নিয়ে আসে।

আপনি তাদের সেভাবে আবিষ্ট করুন যাতে তারা ব্যাপকভাবে আপনার কাছে প্রত্যাশা করে।

আপনার রহমত দ্বারা তাদেরকে আবিষ্ট করুন।

আপনি তাদেরকে নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আপনার প্রতি ভয় উদ্রেকের জন্য, আপনার সৃষ্টির হাতে যা কিছু রয়েছে তা দোষারোপ করা থেকে অন্যদেরকে দূরে রাখুন।

দুনিয়াবী সমৃদ্ধির প্রত্যাশা হতে তাদেরকে সংযত রাখুন।

আখিরাতের জন্য কাজ করার জন্য তাদের মনে ভালবাসা উদ্রেক করে দিন।

মৃত্যুর পরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে দিন।

মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন।

তাদের বদ আমলের দরুণ বিচারের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে চিরস্থায়ীভাবে তাদেরকে রক্ষা করুন।

তাদেরকে ঐ নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তন করান যেখানের বাসিন্দারা খারাবা থেকে হেফাজত থাকে।

৫

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁর নিজের জন্য এবং তার অনুসারীদের জন্য একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার মহিমার কোনো বিলীন নেই। হযরত মুহাম্মদকে (তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক) অনুগ্রহ করুন।

আপনার জাত তালাশ করা থেকে আমাদেরকে সংযত রাখুন।

হে প্রভু, আপনার রাজত্বের কোনো শেষ নেই। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদেরকে অনুগ্রহ করুন।

আপনার শাস্তি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন।

হে প্রভু, আপনার দয়ার কোনো সীমা রেখা নেই। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরগণকে আপনি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে আপনার দয়ার অংশবিশেষ দান করুন।

হে প্রভু, আপনার দর্শন কারো জন্য সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদেরকে অনুগ্রহ করুন। আর আমাদেরকে আপনার প্রতিবেশী করুন।

হে প্রভু, আপনার মর্যাদার কাছে অন্যদের মর্যাদা বিলীন। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের অনুগ্রহ করুন এবং আপনার নজরে আমাদেরকে সম্মানিত

করুন। হে প্রভু, আপনি গায়েবের খবর জানেন। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আপনার কাছে আমাদেরকে লজ্জিত করবেন না। হে প্রভু, আপনার অসীম ক্ষমতার দ্বারা আমাদেরকে আপনার নেয়ামতে স্বাধীন করে দিন। যারা আপনার সাথে শিরক করে তাদের একাকিত্ব হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন, আপনার অসীম ক্ষমতার দ্বারা। আমরা আপনার সাথে কাউকে শরিক করব না এবং আপনার রহ্মতে কাউকে ভয় করব না। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদেরকে অনুগ্রহ করুন। আমাদেরকে সহায়তা করুন; আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (শাস্তির) গ্রহণ করবেন না। আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠান, তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েন না। আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েদেন, আমাদের ব্যতিরেকে অন্যদের উপর সাহায্যের হাত বাড়িয়েন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার রাগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আপনার অনুগ্রহের দ্বারা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আমাদেরকে আপনার দিকে চালনা করুন। আমাদেরকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখবেন না। বিশেষত, যাদের জন্য আপনার হেফাজত নিরাপদ, যাদের জন্য আপনার নির্দেশনা প্রযোজ্য, যাদের জন্য আপনার ঘনিষ্ঠতা আশির্বাদ স্বরূপ। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। এবং সময়ের মন্দ ফাঁদ হতে ও শয়তানের চক্রান্ত হতে এবং শাসকের তিক্ততা হতে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

হে প্রভু, স্বাধীন মানুষেরা আপনার ক্ষমতার সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে উদগ্রীব। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে স্বাধীনতা দান করুন।

আর বিশেষ করে, স্বেচ্ছাচারিতা দিয়েন না। আমাদেরকে আপনার অসীম ক্ষমতার সাহায্যে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করুন যা আপনি তাদের উপর করেছেন। সেজন্য, আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন।

হে প্রভু, আপনার দয়ার আলোকে লোকেরা নিরাপদ। সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। হে প্রভু, আপনি যাকে সাহায্য করেছেন কোনো অনিষ্টকারীই তার অনিষ্ট করতে পারেনি। যাকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। যাকে আপনি পথ প্রদর্শন করেছেন কোনো বিপদগামী তাকে বিপদে চালিত করতে পারেনি। সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার মহিমার দ্বারা, আমাদেরকে সৃষ্টির চাওয়া থেকে রক্ষা করুন। আপনার অসীম ক্ষমতার দ্বারা, আপনি ব্যতিরেকে অন্যদের থেকে আমাদের স্বাধীন করুন। আপনার পথনির্দেশ দ্বারা আমাদেরকে সত্য পথে পরিচালনা করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর আপনি অনুগ্রহ করুন। আপনার মহিমা স্মরণে আমাদের অন্তরে নিরাপত্তা দিন। আপনার সাহায্যের কৃতজ্ঞতায় আমাদের শরীরকে কলুষমুক্ত করুন এবং আপনার নেয়ামতের প্রশংসা দ্বারা আমাদের জবানকে লিপ্ত রাখুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। অন্যদেরকে আপনার দিকে, আপনার বলয়ে আহ্বান করার জন্য আমাদেরকে আপনার দায়ী বানান। লোকদেরকে আপনার পথে আহ্বান করতে বিশেষ করে আপনার পছন্দনীয় দিকে। হে, পরম করুনাময়।

৬

بسم الله الرحمن الرحيم

সকাল এবং সন্ধ্যায় তাঁর একটি মুনাজাত।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর কুদরতের দ্বারা রাত্র ও দিন পয়দা করেছেন। তাঁর শক্তি বলে তিনি তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন এবং রাত্র দিনের জন্য সীমা এবং সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

তিনি একের ভিতর অন্যটি প্রবেশ করিয়ে দেন, এবং প্রতিটিকে তাঁর সৃষ্টির লালন পালনে উপযোগী করে দিয়েছেন।

সেজন্য তিনি তাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাদের কাজের ক্লান্তি যা তাদের যন্ত্রণার কারণ হয়, তা দূর করতে বিশ্রাম নিতে পারে।

তাদের আরাম এবং ঘুমের জন্য তিনি তাদের জন্য একটি পর্দা (রাত্র) তৈরির করেছেন, যাতে তারা তরতাজা এবং শক্তিশালী হতে পারে। আর সেভাবে আনন্দ এবং যৌন বাসনা মিটাতে পারে।

তিনি তাদের জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন, যা আলোকে পরিপূর্ণ। যাতে তারা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করে।

যাতে তাঁর দেয়া আহার খুঁজতে পারে এবং আল্লাহ্‌র জমিনে বিচরণ করে। ঐ জিনিসের তালাশে যা এ জীবনে শান্তি এবং আগামী জীবনে অনুগ্রহ আনে।

এভাবে তিনি মানুষের অবস্থার উন্নতি দান করে, তাদের কাজ পরখ করেন এবং এবাদতের সময় তাদের আচরণ অবলোকন করেন। এবাদতের স্থানে এবং তার হুকুম পালন করার স্থানে যাতে তিনি ঐ সমস্তদের শাস্তি দিতে পারেন যারা কুকৃতকর্ম করে এবং ঐ সমস্তদের বিপুল প্রতিদান দিতে পারেন যারা যথাযথ এবাদত করে।

হে প্রভু, সেজন্য সকল প্রশংসা আপনার জন্য, কারণ আপনি আমাদের জন্য দিবস সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে দিনের আলো যোগান দিয়েছেন। আহারাদি সংগ্রহের জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করান এবং জলবায়ুর নৃশংসতা হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

পুরোপুরিভাবে আমরা এবং সকল জিনিস শুধু আপনার অধিকারে।

আকাশসমূহ এবং ভূমি আপনারই।

চলমান এবং স্থির জিনিস, এবং আকাশে যা কিছু বিচরণ করে এবং ভূমিতে যা কিছু লুক্কায়িত আছে সবকিছু আপনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আপনার কুদরতে আমরা এসেছি। আপনার রাজত্ব এবং আপনার কর্তৃত্ব আমাদের চারপাশে বিরাজমান এবং এসব কিছু আপনার মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমরা আপনার হুকুম অনুযায়ী কাজ করি এবং তা পরিবর্তনও হয় আপনার পরিকল্পনা মাফিক। আপনি যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতিরেকে কিছুই আমাদের অধিকৃত হয় না। আপনি অনুগ্রহ করে যা কিছু আমাদেরকে দিয়েছেন তা ব্যতিরেকে কিছুই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

তা একটি নবাগত এবং তরতাজা দিন এবং আমরা যা কিছু করি তা তার একটি উপস্থিত সাক্ষী। যদি আমরা ভাল আমল করি, তাহলে বিদায় কালীন তা আমাদের প্রশংসা করবে। যদি আমরা মন্দ আমল করি, তাহলে বিদায়ের সময় তা আমাদের লা'নত করবে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর করুনা প্রদর্শন করুন। তার বংশধরদের সাথে আমাদেরকে তাঁর সহযোগিতা করার সুযোগ দিন। আমাদের ছোট অথবা বড় পাপের দরুণ আমাদেরকে তাদের বিচ্ছেদের খারাবি থেকে দূরে রাখুন। তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের গুণ বৃদ্ধি করুন। তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ থেকে পবিত্র রাখুন। দুই ধরনের সময়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু (কবর) প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, পুরস্কার, ভাল জিনিসের দয়া এবং নেয়ামত দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

হে প্রভু, কাতেবীন ফেরেস্তাদের জন্য আমাদের কাজসমূহ ধারণ করা সহজ করে দিন এবং আমাদের আমলনামা নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

আমাদের বদ আমলে তাদের সামনে আমাদেরকে অনঅনুগ্রহশীল করিয়েন না।

হে প্রভু, দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনার এবাদত করার তৌফিক দিন। আপনার ফেরেস্তাদের ছাড়া শুধু আপনাকে ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগ দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর দয়াশীল হোন।

অগ্র-পশ্চাৎ এবং ডানে-বামে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আপনাকে অমান্য করা থেকে বিরত রেখে, সকল দিকের খারাবি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। সেভাবে, আপনার এবং আপনার ভালবাসার দিকে পরিচালনা করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং নেককার হওয়ার জন্য আমাদেরকে এই দিন, এই রাত্র এবং সকল দিনসমূহে হেফাজত করুন। এবং মন্দ কাজ হতে দূরে রাখুন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য, আপনার হুকুম পালনের জন্য, আপনার দ্বীনের পরিবর্তন না করার জন্য নেক কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্য এবং মন্দকাজে অনুৎসাহিত করার জন্য।

ইসলামকে রক্ষা করতে, বাতিলকে অনুমোদন না দিতে এবং এটাকে অবজ্ঞা করতে, সত্যকে আঁকড়ে ধরতে এবং এটাকে সম্মান করতে আমাদেরকে পথ নির্দেশিকা দিন। এবং দূর্বলদের সাহায্য, বিপদগামীকে পথ নির্দেশ করতে এবং বাতিলকে বিনষ্ট করতে আমাদের পথ নির্দেশ দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহম করুন।

এই দিনটিকে আমাদের দেখা সেরা দিন করুন, এবং আমাদের সেরা সঙ্গী বানিয়ে দিন এবং আমাদের জীবনের সেরা সময় করে দিন।

যে সকল সৃষ্টি রাত্র আর দিন অতিবাহিত করেছে তাদের মধ্যে আমাদেরকে সবচেয়ে সুখী করুন এবং আপনি যা কিছু দিয়েছেন তার প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ করুন।

আমাদেরকে আপনার আইন মানার সবচেয়ে দৃঢ় বান্দা এবং আপনি যা বারণ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকার সবচাইতে সতর্ক বান্দা বানিয়ে দিন। হে প্রভু, আমি আপনার সাক্ষ্য কামনা করছি এবং সাক্ষী হিসেবে আপনিই যথেষ্ট।

আমি আপনার আকাশসমূহের, আপনার জমিনের, আপনার ফেরেস্তাদের, আপনি যাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন তাদের এবং এই দিনের, এই আমার ঘণ্টার, আমার এই রাত্রের এবং আমার স্থানের সাক্ষী আহ্বান করছি। আল্লাহ্ আমি আপনার সত্ত্বার ঘোষণা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই। আপনার আহ্কাম, আপনার বান্দাগণের প্রতি আপনার দয়া, সমস্ত জীবের স্রষ্টা এবং আপনার সৃষ্টির প্রতি আপনি যে মেহেরবান— এগুলোর যেমন প্রশংসা করছি, তেমনি আপনার সৃষ্টির প্রশংসা করছি।

আমি ঘোষণা করছি হযরত মুহাম্মদ আপনার বান্দা এবং রাসূল এবং সমগ্র মানবজাতি হতে নির্বাচিত।

আপনি তাঁকে আপনার কথা মানুষের কাছে পৌছাতে বলেছেন এবং সে তাই করেছে। আপনি তার উম্মতদেরকে নির্দেশনা দিতে বলেছেন এবং তিনি তা পালন করেছে।

হে প্রভু, সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, আমাদের মত অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে বেশি করে। তাকে আপনি আরও বেশি দান করুন যা আপনি অন্য কোনো বান্দাকে দান করেননি। আপনার অন্য কোনো নবী অথবা তাঁর অনুসারীদেরকে যা কিছু দান করেছেন, আমাদের চাহিদা মোতাবেক আপনি তাকে আরও ভাল এবং উন্নত ধরণের প্রতিদান দিন। বিশেষতঃ আপনি ত সেই পাক জাত যিনি চমৎকার নেয়ামত দেনেওয়ালা এবং বড় বড় গুনাহ মাফ করনেওয়ালা। আপনি সেই পাক জাত যিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালূ। সেজন্য অনুরোধ করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যিনি একাধারে নির্ভেজাল, পবিত্র, গুণী এবং সম্মানিত।

৭

بسم الله الرحمن الرحيم

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চিন্তায় অথবা কোনো দুর্ঘটনা অথবা দুর্দশার সময়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনিত সেই সত্ত্বা যার সাহায্যে সমস্যার গিরাগুলো খুলে যায়। হে প্রভু, আপনার দ্বারা কাঠিন্যের বোঝাগুলো দূর হয়ে যায়। হে প্রভু, আমরা আপনার কাছে কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি এবং দুর্দশার সময় স্বস্তি চাই। আপনার কুদরত দ্বারা সবকিছু সহজ হয়ে যায়। আপনার সাহায্যে সকল ঘটনা ফলপ্রসূ হয়ে যায়। যার দ্বারা কর্তৃত্বের চুক্তি স্থাপন হয়েছে এবং যার ফল দ্বারা কঠিন বিষয়গুলো দূর হয়েছে। তারা আপনার দলিল মান্য করে, যদিও আপনি তাদের সাথে কথা বলেননি। তারা আপনার ইচ্ছার জন্য নিজেদেরকে সংযত রেখেছে। যদিও আপনি এর কোনো অনুভূতি প্রকাশ করেননি। আপনি ত সেই জাত যাকে আমরা বিপদের সময় ডাকি। আপনার সত্ত্বা দুর্দশাকে দূর করে। কোনো কিছুই বিদূরিত হয় না, শুধু আপনি যা চান তাই বিদূরিত হয়। কোনো কিছুই দূরে সরানো যায় না, শুধু আপনি যা দূরে সরিয়ে না দেন। বিশেষতঃ হে প্রভু, আমার উপরে দুর্ভাগ্য পতিত হয়েছে। এটা এমন এক বোঝা যা অসহনীয়। যা আমাকে নির্মমভাবে গ্রাস করেছে। আপনার ক্ষমতার দ্বারা আপনি এটা আমার উপর এনেছেন।

আপনার কর্তৃত্বের দ্বারা এটাকে আপনি আমার দিকে চালনা করেছেন। আপনি যা এনেছেন তা কেউই ফেলতে পারে না; আপনি যা সরিয়ে দিয়েছেন তা কেউই কাছে টানতে পারে না। আপনি যা কঠিন করে দিয়েছেন তা কেউই সহজ করতে পারে না; আপনি যাকে সাহায্য না করেন কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না। সেজন্য আবেদন করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর মেহেরবাণী করুন এবং অনুগ্রহ পূর্বক আমার জন্য রাস্তা খুলে দিন।

হে প্রভু, মুক্তির ফটক খুলে দিন; আপনার ক্ষমতার দ্বারা আমার থেকে অসহনীয় দুর্ভাবনা দূর করে দিন। আমি যা আবেদন করেছি তাতে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে ঐ সমস্ত জিনিস দিয়ে পরিতৃপ্ত করুন। যা আমি আপনার কাছে চেয়েছি।

আমার উপর করুনা প্রদর্শন করুন। দুঃখ থেকে আমাকে আনন্দদায়ক মুক্তি দিন। আপনার অনুগ্রহে আমার আবেদন কবুল করে দুর্দশা থেকে দ্রুত মুক্তি দিন। আমাকে দুশ্চিন্তা গ্রস্থ করিয়েন না, যাতে আপনার কর্তব্য পালনে এবং আপনার আইন মানতে আমার সমস্যা হয়।

বিশেষত আমার উপর যা পতিত হয়েছে তার জন্য দুর্দশাগ্রস্থ। আমার উপরে যা পতিত হয়েছে তা বহন করে আমি পুরোপুরি দুর্দশাগ্রস্ত।

আপনার ঐ ক্ষমতা আছে যা দ্বারা আপনি আমার উপর থেকে বোঝা সরাতে পারেন, যাতে আমি জড়িত এবং এটা নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, যা আমার উপর পতিত হয়েছে।

সেজন্য দোয়া করছি; আমাকে এ সাহায্য করুন যদিও আমি আপনার কাছে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত নই, হে চমৎকার আরশের মালিক!

৮

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্দ, নৈতিকতাহীন এবং দূষণীয় কাজ হতে হেফাজত করার জন্য মিনতি করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আমি লোভের উত্তেজনা হতে রক্ষার জন্য মিনতি করছি, মিনতি করছি আমাকে রক্ষা করার জন্য ঃ

রাগের প্রচন্ডতা হতে,
হিংসার কর্তৃত্ব হতে,
ধৈর্য্যহীনতা হতে,
তৃপ্তিহীনতা হতে,
নৈতিকতাহীন হতে,
আবেগের তাড়না হতে,
অতিরিক্ত ভাবাবেগ হতে,
নফ্সের নফসানিয়াত হতে,
সত্যের বিরোধিতা হতে,
অমনোযোগীতার তন্দ্রাচ্ছন্নভাব হতে,
দুর্দশনায় পতিত হওয়া হতে,

হক্বের চেয়ে বাতিলকে পছন্দ করা হতে,
গুণাহে নিয়োজিত, অংশগ্রহণ করা হতে,
দোষের খসড়া হতে,
কাজের বদ হিসাব হতে,
ধনের অহংকার করা হতে,
দরিদ্রদের অবজ্ঞা করা হতে,

আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীনদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হতে, যারা আমাদের প্রতি দয়ালু তাদের কৃতজ্ঞতা জানানো হতে, অত্যাচারীদের সাহায্য করা হতে, দুর্গতদের পরিত্যাগ করা হতে, আমাদেরকে রক্ষা করুন ঐ থেকে যার যোগ্য আমরা নই এবং কোনো জ্ঞান ছাড়া শিক্ষার ব্যাপার হিসেবে কথা বলছি।

দীর্ঘ প্রত্যাশা করা, আমাদের ভাল আমলে গর্বিত হওয়া এবং আমাদের দিলে অন্যের খারাবি প্রবেশ করা হতে হেফাজতের জন্য আপনার কাছে আবেদন করছি।

হে প্রভু, ভিতরকার মন্দ (মন্দ চিন্তা) থেকে ছোট ছোট গুণাহ সম্বন্ধে সজাগ না হওয়া থেকে, আমাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে, ঘটনা চক্রে আসা জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে এবং একজন সুলতান কর্তৃক দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া থেকে হেফাজতের জন্য আপনার কাছে ধর্ণা দিচ্ছি।

অপচয়ের অভ্যাস অর্জন করা হতে এবং জীবিকার চাহিদা হতে নিরাপত্তার জন্য আপনার কাছে ধর্ণা দিচ্ছি।

আমরা আপনার হেফাজত আহ্বান করছি শত্রুদের তিরস্কার, ভিক্ষা করা, কষ্টে জীবনযাপন করা হতে এবং প্রস্তুতি ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করা হতে।

আমরা মাত্রাতিরিক্ত দুঃখ, ব্যাপক দূর্যোগ, মারাত্মক দুর্ভাগ্য, অনিরাপদ আশ্রয়, প্রতিদান না পাওয়া এবং শাসনের দৌরাত্ম হতে আপনার নিরাপত্তা তালাশ করছি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আপনার মেহেরবানির দ্বারা এ সমস্ত থেকে আমাকে এবং পুরুষ মহিলা সকল সত্য বিশ্বাসীদেরকে হেফাজত করুন। হে, পরম মেহেরবান!

৯

بسم الله الرحمن الرحيم

ক্ষমা চেয়ে আগ্রহান্বিতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে অনুতাপের দিকে চালনা করুন যা আপনি ভালবাসেন।

আমাদেরকে গুণাহ্ সংঘটন করা হতে দূরে রাখুন, যা আপনি ঘৃণা করুন।

হে প্রভু, যখন আমরা দুটি খারাবির সম্মুখিন হই যার একটি হল ঈমান হতে বিচ্যুত হওয়া এবং অন্যটি হল দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হওয়া, তখন ঐ খারাবিগুলোকে আমাদের সামনে নত করে দিন। যেটি আমাদের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাবে এবং আমাদেরকে ওগুলো হতে রক্ষা করুন যা হবে দীর্ঘ সময়ের জন্য। আর যখন আমরা দুটি কাজ করার জন্য স্থির করি, যার একটি আপনাকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যটি আপনার রাগকে ডেকে আনে। তাই আমাদেরকে ঐ দিকে ধাবিত করুন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে। এবং আমাদের শক্তিকে খর্ব করে দিন যাতে আমরা ঐ কাজ করতে না পারি যা আপনাকে আমাদের প্রতি রাগিয়ে দেয়।

হে প্রভু, আমাদের মন যা চায় তা করতে আমাদের দিয়েন না। আপনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে মন মন্দ কাজকে পছন্দ করবে। আপনি যদি মেহেরবানি না করেন, তাহলে মন তা করতে বলবে যা মন্দ।

হে প্রভু, আপনি আমাদেরকে পূর্ণ দূর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অদৃঢ়ভাবে কাঠামো দিয়েছেন এবং মধ্যবর্তী জলীয় অংশ নিষ্কাশনক্ষম করে আমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন। সুতরাং আপনার দেয়া ক্ষমতা ব্যতিরেকে আমাদের কোনো ক্ষমতা নাই এবং আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের কোনো শক্তি নেই।

সেজন্য, আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করুন, আপনার পথ নির্দেশ দ্বারা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন। আপনার ভালবাসার বিপরীত এমন কাজ করায় আমাদের মনের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিন এবং আপনাকে অমান্য করে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ আপনি করতে দিয়েন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের দিলের ফিসফিসানি, ধমনির গতি, চোখের চাহনি এবং জিহ্বার উচ্চারণ (কথা) ঐ ভাল কাজে উপনিত করুন যার শেষ হল প্রতিদান পাওয়া। যা দ্বারা আমরা আপনার প্রতিদানের উপযুক্ত হতে পারি এবং আমাদের কোনো গুণাহ্ থাকবে না। যা দ্বারা আমরা আপনার শাসনের উপযুক্ত না হই।

১০

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার মর্জি হলে আপনি আমাদের গুণাহ্ মাফ করবেন। আপনার অনুগ্রহ (আমাদের জন্য) বিস্তার করে দিন। যদি আপনি চান, আপনি আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন এবং এভাবে আপনি বিচার করে থাকেন। সেজন্য, আপনার ক্ষমা আমাদের জন্য সহজ করার জন্য আপনি অনুগ্রহশীল সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আপনার ক্ষমার দ্বারা আপনি আমাদেরকে আপনার শাস্তি, থেকে রক্ষা করুন, বিশেষত আপনার বিচারের সামনে দাঁড়াবার আমাদের কোনো শক্তিই নেই। আপনার ক্ষমার দ্বারা বাঁচানোর জন্য আমাদের অন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। হে বেনিয়াজ সত্তা! দেখুন, আমরা আপনার বান্দারা আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি। বিশেষত আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন (আপনার সাহায্য)।

সেজন্য, আপনার অসীম অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের চাহিদাগুলো পুরো করে দিন। প্রত্যাখ্যানের দ্বারা আমাদের আশা কেটে দিয়েন না। যদি আপনি তাকে দুর্ভাগ্যজনক প্রতিদান দেন যে আপনার কাছে সুখ ভিক্ষা করে এবং তাকে নিরাশ করেন যে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করে। তাই, এ সময় আপনাকে ছেড়ে আমরা কার কাছে যাব? আপনার দরজা ছেড়ে আমরা কার দরজায় যাব?

হে পবিত্র সত্তা, আমরা দূর্বল এবং সাহায্যহীন। আপনি মজলুমের ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আতঙ্কিত এবং আপনি তাদেরকে আতঙ্ক থেকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনি তার প্রতি দয়া দেখান যে অনুগত হয়ে আপনার মর্জি প্রত্যাশা করে। এটা (যা দেখানো) আপনার মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। আপনি তাকে প্রতিকার বাতলে দিন যে আপনার কাছে প্রতিকার চায়। সেজন্য, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের মুনাজাত শ্রবণ করুন। আমাদের ভুলের প্রতিকার করুন, যখন আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

হে প্রভু, বিশেষ করে আমরা যখন আপনাকে অমান্য করে তাকে অনুসরণ করেছিলাম শয়তান আমাদের উপহাস করেছে।

সেজন্য বলছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তাকে আমাদের উপহাস করতে দিয়েন না, আপনার জন্য তাকে পরিত্যাগ করার পর এবং আপনার উছিলায় তার থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর।

১১

بسم الله الرحمن الرحيم

জীবনের সুখী সমাপ্তির জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনাকে যারা স্মরণ করে, আপনার স্মরণ তাদের জন্য সম্মানের। হে প্রভু, আপনার কৃতজ্ঞতা জানানোর কারণে, তাদেরকে উন্নতি দান করেন যারা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। হে প্রভু, আপনাকে মান্য করার কারণে, তাদেরকে প্রতিকার করে দেন যারা আপনাকে মান্য করে। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের দিল অন্য জিনিসের চিন্তা-ভাবনা থেকে ফিরিয়ে আনুন, যাতে আমরা আপনার স্মরণে নিমজ্জিত হতে পারি।

আমাদের জিহ্বাকে অন্য জিনিসের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে বাঁচিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। অন্যান্য কাজ রেখে যাতে আমরা আপনার এবাদতে মনোনিবেশ এবং শামিল হতে পারি, সেই তৌফিক দিন। আপনি যদি আমাদেরকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আমাদের অবসরকে শান্তিদায়ক করুন, যাতে কোনো মন্দ ফলাফল আমাদের উপর বর্তাবে না এবং কোনো দুঃখ আমাদেরকে গ্রাস করবে না। ঐ পর্যন্ত, যখন যারা আমাদের কাজসমূহ লিপিবদ্ধ করে তারা আমাদের হতে আপনার কাছে ফেরৎ যায়, গুনাহ্মুক্ত একটি ফিরিস্তি নিয়ে। এবং ঐ পর্যন্ত যখন যারা আমাদের নেক আমল নথিভূক্ত করেন তারা নেক আমলের উপর খুশি হতে আনন্দ চিত্তে আমাদের থেকে চলে যায়।

যখন আমাদের আয়ুর দিন শেষ হয়ে যাবে, আমাদের জীবনের সময় শেষ হয়ে যাবে এবং আপনার ঐ অলংঘনীয় এবং প্রতিপালনীয় কথা আমাদের উপর বর্তাবে, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের ফিরিস্তিতে কাতেবিন ফেরেস্তারা যা লিপিবদ্ধ করবে তার উপসংহারে এক গ্রহণীয় তওবা কবুল করুন, যার পরে আমরা ঐ সমস্ত পাপ সম্বন্ধে আপনার দ্বারা লাঞ্ছিত হব না যা আমরা করেছি এবং ঐ সমস্ত অপরাধ যা আমরা অর্জন করেছি। যেদিন আপনার মাখলুকের আমলনামা পরীক্ষা করা হবে সেদিন আমাদের উপর যে পর্দা রেখেছেন তা সরিয়ে দিয়েন না।

বিশেষত, আপনিতো তার উপর করুণাশীল যে আপনার বন্দেগী করে এবং তার ডাকের সাড়া দেন যে আপনাকে ডাকে।

১২

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্র কাছে দোষ স্বীকার করে এবং অনুশোচনা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, তিনটি অভ্যাস এমন আছে যেগুলো আপনার কাছে প্রার্থনা করায় বাঁধা দেয় এবং একটি অভ্যাস আপনার কাছে প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করে।

তা করতে বিলম্ব ঘটে যা তুমি আমাকে আদেশ করেছ যে লোক দেখানো নামাজ থেকে দূরে থাকতে। আপনি এ জিনিসটি করতে নিষেধ করেছেন এবং আমি তা করতে তৎপর। এভাবে এটা আমাকে বাঁধা দেয় এবং আপনার সাহায্য নিশ্চিত করতে পারে না। যার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি না।

যা আমাকে আপনার কাছে প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করে তা হলো ঐ ব্যক্তির প্রতি আপনার দয়া যে আপনার দয়া-সাহায্যের জন্য আপনার দিকে মুখ ফিরায় এবং যে আপনার কাছে আশা নিয়ে আসে। আর আপনার সকল অনুগ্রহ আমার উপর (যা আমার প্রাপ্য প্রতিদান নয়)।

সেজন্য, হে প্রভু, এই যে আমাকে দেখুন আপনার মহিমার দরজায় দাঁড়িয়ে, যে আকুতিভরে কম্পমান নিজের লজ্জার জন্য। আপনার কাছে কাকুতি-মিনতি করি। আমি দরিদ্র এবং ভিখারি আপনার কাছে হাজির, আমি কখনও আপনার সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত নই। আপনার কাছে গুণাহ্ করার থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন। আর আমার সমস্ত গুনাহ্ (আমার সব সময়কার) আপনার অসীমতার বাইরে নয়।

হে প্রভু, সেজন্য বলছি, আপনার কাছে পৌছতে বাঁধা এরকম যে সকল গুণাহ্ আমি করেছি তা কি আমার জন্য কোনো কিছু বয়ে আনবে?

আপনার রাগ থেকে বাঁচার জন্য আমার আকুতি কি ভুল?

অথবা, আমার এই পরিস্থিতিতে আপনি কি আমার জন্য আপনার গোসসা রেখেছেন?

নামাজের সময় আপনার নারাজি কি আমার উপর ঝুলবে?

হে পবিত্র সত্তা, আমি আপনার দয়াকে অস্বীকার করছি না, যখন নিশ্চিতভাবে আপনার কাছে অনুতাপের দরজা আমার জন্য খুলেছেন।

অবশ্যই, আমি একজন গুণাহ্গার বান্দার কথা বলছি (আমি নিজেই)। যে কিনা তার নিজের আত্মার উপর অবিচার করেছে। যে তার প্রভুর এবাদতের গুরুত্ব বোঝে না। যার গুণাহ্ ব্যাপক এবং জালের মত বিস্তৃত এবং ঐ পর্যন্ত তার দিন অতিক্রম ও শেষ হয়েছে যখন সে উপলব্ধি করেছে যে তার কাজের সুযোগ অতিক্রম হয়ে গেছে। তার জীবনের সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে এবং সে অনুধাবন করতে পেরেছে যে আপনার কাছ হতে পালাবার তার কোনো সুযোগ নেই এবং কোনো কিছু প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।

তখন সে পরিবর্তন হয়ে এবং একাগ্রতার সাথে, আপনার কাছে অনুশোচনা করে নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করে।

তাই, সে আপনার সামনে খাঁটি, স্বচ্ছ দিল নিয়ে দাঁড়ায় এবং আপনার কাছে নিচু স্বরে আবেদন করে।

বিশেষত, সে বাঁকা হওয়া পর্যন্ত আপনার সামনে মাথা নোয়ায়।

বিশেষত,. ভয়ের কারণে তার পাগুলো কাঁপতে শুরু করে এবং চোখের পানি তার গালে প্রবাহিত হয়।

সে একথা বলে আপনাকে ডাকে হে পরম দয়ালু। হে পরম করুণাময় (যাদের প্রতি অবিরতভাবে তার দয়া প্রকাশ হতে থাকে তাদের উপর)। হে পরম অনুগ্রহশীল, আপনি মাফ করে অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। হে প্রভু, আপনার ক্ষমা আপনার সংযমের চেয়ে বেশি অঢেল। হে প্রভু, আপানর গোসসার চেয়ে আপনার কবুলিয়তের প্রাচুর্য বেশি। হে প্রভু, আপনি মাখলুকের দোষকে এড়িয়ে তাদের

সাহায্য করে থাকেন। হে প্রভু, আপনি বান্দাদের দোয়া কবুল করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। হে প্রভু, আপনি তাদেরকে অনুতাপের দ্বারা গুণাহ্সমূহকে পরিবর্তন করে দিন। হে প্রভু, আপনি বান্দাদের ছোট নেক আমলের উপর খুশি হয়ে যান। হে প্রভু, আপনি তাদের গুরুত্বহীন কাজগুলোকে প্রাচুর্যতার সাথে বিবেচনা করুন। হে প্রভু, আপনি নামাজে তাদেরকে উত্তর দিয়ে থাকেন। হে প্রভু, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার নিজ কুদরতে তাদের জন্য বেগাইরি হিসেবের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি পাপী নই যারা তওবা করেছে আর আপনি তাদের তওবা কবুল করেননি। আমি তাদের মধ্যে সব চেয়ে দোষী নই যারা তওবা করেছে আর আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্বিচার করিনি যারা আপনার কাছে অনুতাপ করেছে আর আপনি তাদেরকে সহানুভূতি করেননি।

আমার এই পরিস্থিতিতে, আমি আপনার কাছে অনুশোচনা করছি। ঐ লজ্জাজনক কাজের অনুতাপ যা কেউ একজন করতে অস্বীকার করে। সে তার নিজের বিরুদ্ধে যা করেছে সে ভয়ে ভীত হয়ে।

সে যা করেছে তার জন্য একাগ্রভাবে দুঃখিত হয়ে।

একথা জেনে যে তার (আল্লাহ্র) জন্য এটা বড় কোনো কাজ নয় যে পাপ মাফ করে দিবেন।

তার জন্য তেমন কঠিন নয়।

অতিরিক্ত মাত্রায় ভুল সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন রূপে বর্তায় না।

আপনার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে অহংকার ত্যাগ করে, গুণাহ্ করা থেকে বিরত থাকে এবং সব সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আমি নিজেকে আপনার সামনে অহংকারমুক্ত করছি, গুণাহ্ করা থেকে বিরত থাকার জন্য আপনার নিরাপত্তা কামনা করছি, আমি যা করতে অসমর্থ্য হয়েছি তার জন্য আপনার ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমি যা করতে অক্ষম তার জন্য আপনার সাহায্য চাচ্ছি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে ক্ষমা করুন, যা আপনার কাছে আমার চাহিদা।

আমাকে রক্ষা করুন, যা আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করি।

যে জিনিসে (শাস্তি) পাপীগণ ভয় পায় তা থেকে আমাকে আশ্রয় দিন। বিশেষ করে, আপনি পরম ক্ষমাশীল। আপনার কাছে ক্ষমা প্রত্যাশা করছি। দোষ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপনি অনন্য। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যার কাছে আমার চাহিদা পূর্ণ করার জন্য ভিক্ষা চাইতে পারি। আপনি ব্যতিরেকে

আমার পাপ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনি ছাড়া আর কেউ আছে চিন্তা করা আপনা হতে অনেক দূর এবং আমি এ বিষয়ে ভয় করি না যে আপনি ব্যতিরেকে আমার আত্মার আর কিছু হবে।

বিশেষত, আপনার চাহিদা হল তাকওয়াহ্ (ভয়-ভীতি)। আপনার সত্তাই পাপ মাফ করার অধিকার রাখেন।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন

আমার চাহিদা পূর্ণ করুন। আমার প্রত্যাশা অনুমোদন করুন। আমার পাপ মাফ করুন এবং আমার আত্মার ভয়াবহতা দমন করুন।

বিশেষত, সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিরাজমান এবং এটা আপনার জন্য সহজ। হে সমগ্র বিশ্বের মালিক! আমার মুনাজাতকে কবুল করুন।

১৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনি এমনি এমনিই আমাদের চাহিদা পূরা করে দেন (প্রতিদান ব্যতিরেকে)।

আপনার থেকে সফলতা নির্ভর করে নামাজের উপর, যিনি কোনো মূল্যের বিনিময়ে তার সহায়তা বিক্রি করেন না। যার নেয়ামতে প্রতিদানের উপর নির্ভর করে না। যার কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় এবং যাকে কেউই স্বাধীনতা দেওয়ার অধিকার রাখে না। যার দিকে লোকেরা ফিরে আসে এবং কেউ তাকে নিজের দিকে ফিরাতে পারে না। যার ভান্ডার কোনো চাহিদার দ্বারাই খালি করা সম্ভব নয় এবং যার রাজত্ব কোনো ভাবেই বিলিন হবার নয়। যার কাছ থেকে অভাবীর অভাব পূরণের চাহিদা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। যিনি কখনও প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনায় ক্লান্ত হন না।

আপনি আপনার মাখলুককে স্বাধীনতা দানের দ্বারা গর্ব অনুভব করেন এবং আপনার সত্তাই তাদেরকে স্বাধীনতা দানের অধিকার রাখেন।

আপনি তাদেরকে অভাবী বলে সম্বোধন করেছেন এবং তারা আপনার কাছে অভাবগ্রস্ত।

[redacted]তারপর, যে কোনো সময় আপনার মারফত তার চাহিদাকে পূরা করে এবং [redacted]ত্যাশা করে যে তার চাহিদা পূরা হতে পারে আপনার দ্বারা, নিশ্চিতভাবেই সে [redacted]যুক্ত স্থানই চাচ্ছে।

[redacted] (নিশ্চিতভাবেই সে) তার চাহিদার বস্তুকে সঠিক পথেই চেয়ে যাচ্ছে।

যে কেউ আপনার কোনো সৃষ্টির কাছে আবেদন জানায় অথবা তাকে (সৃষ্টিকে) তার আবেদন পূরা করতে পারে এমন বিবেচনা করে, আপনাকে বাদ দিয়ে। মূলত, সে তাকে (নিজেকে) দুর্দশায় নিমজ্জিত করে।

(নিশ্চিতভাবেই সে) আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহের স্বাতন্ত্র্য চায়।

আর হে প্রভু, আপনার কাছে আমার একটা চাহিদা আছে।

আমার চেষ্টার কমতি হয়েছে।

আমার চাহিদাগুলো অগ্রাহ্য হবার নয়।

আমার দিল আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে যাতে আমি তার কাছে প্রয়োজন পূরা করবার জন্য চেষ্টা করি যে নিজে আপনার কাছে স্বাধীন নয় এবং যাতে প্রয়োজনসমূহ তার সামনে পেশ করি।

এটা আমার একটি ভুল।

পাপীর একটি ভুল।

তারপর আমি আপনার সতর্কতার সাহায্যে জাগ্রত হলাম এবং জেগে উঠলাম আপনার অনুগ্রহে, আমার নিপতিত হওয়া (পাপে) এবং পুনঃফিরে যাওয়া (গুণায়) হতে। আপনার সাহায্যে, আমি আমার ভুল সংশোধন করেছি এবং বলেছি, 'আমার প্রভু পবিত্র!'

একজন অভাবী সৃষ্টি কিভাবে আরেক জনের কাছে চাইতে পারে যে নিজেই অভাবী।

একজন দুর্দশাগ্রস্ত কিভাবে আরেক জনের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে যে নিজেই দুর্দশাগ্রস্ত।

তাই একাগ্র প্রত্যাশার সাথে আমি আপনার কাছে প্রত্যাশা করছি এবং আপনার সঠিক বিশ্বাসের সাথে আমার আশা স্থাপন করছি।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার চরম চাহিদা আপনার সম্পদের তুলনায় নেহায়েৎই তুচ্ছ, আমার সর্বাধিক চাহিদা আপনার প্রাচূর্যের তুলনায় গুরুত্বহীন। আপনার সীমাহীন প্রাচূর্য কারও চাহিদায় শেষ হবার নয়। আপনার ক্ষমতা ব্যাপকভাবে সবার হাতকে উন্নতি করে।

হে প্রভু, এজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে মালামাল করুন।

আপনার শাসনের দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেন না।

আমার বিবেচনায়, আমিই প্রথম ব্যক্তি নই যে আপনার কাছে আবেদন করেছে। তবুও আপনি আমার আবেদনকে গ্রহণ করেছেন যেখানে আমি প্রত্যাখ্যানের শঙ্কা করেছিলাম।

আপনার প্রতি যারা আবেদন করেছে তাদের মধ্যে আমি প্রথম আবেদনকারী নই তবুও আমাকে আপনি সাহায্য করেছেন যখন আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার প্রার্থনা কবুল করুন। আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আমার মুনাজাত শুনুন। আমার কথা শুনুন। আপনার কাছ থেকে আমার আশাকে কেটে দিয়েন না। আপনার কাছ থেকে আমাকে পৃথক করেন না। আমাকে আপনি এরকম করেন না এবং অন্যদেরকে আপনার পাশে রাখা দরকার।

আমার আবেদন পূরা করুন, আমার চাহিদা মিটিয়ে দিন, আমি প্রার্থনা শেষ করার পূর্বে আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। আমার প্রার্থনার স্থান ত্যাগ করার পূর্বে। আমার জন্য যা কঠিন। সহজ এবং আমাকে সাহায্য করুন, সব বিষয়ে আপনার চমৎকার প্রাধান্য বিরাজমান।

অবিরত বাড়ন্ত, সময়সীমার বাঁধহীন এবং সীমাহীন অনুগ্রহের সাথে হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

এটাকে আমার জন্য সাহায্যকারী করে দিন এবং আমার আবেদন অনুমোদন করার বাহানা করে দিন।

মূলত, আপনার সত্তা সর্বময় এবং অনুগহশীল।

আর হে প্রভু, আমার আবেদন হচ্ছে "আপনার অনুগ্রহ আমাকে শান্তি দিয়েছে। আপনার গুণ আমাকে পথ নির্দেশ করেছে।"

তাই আপনার ন্যায়পরায়ণতার উপর আপনাকে অনুরোধ করছি যে, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। এবং আমাকে দূরে সরিয়ে হতাশাগ্রস্ত করিয়েন না।

১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

যখন তিনি অত্যাচারীদের কর্তৃক নির্যাতিত হন তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার কাছে অভিযোগের বিষয় অজানা নয়। হে প্রভু, তাদের অভিযোগের সাক্ষীর জন্য আপনার কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হে প্রভু আপনার সাহায্য নির্যাতিতদের জন্য, হে প্রভু আপনার সাহায্য নির্যাতনকারীদের থেকে অনেক দূরে থাকে। বিশেষত, আপনি জানেন হে আমার প্রভু আমার উপর কি বর্তায়েছে, বেশির চেয়ে বেশি করে। যা করা থেকে আপনি তাকে নিবৃত্ত করেননি। আপনি যেভাবে তাকে নিষেধ করেছেন সেভাবে সে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার এই ব্যবহার শুধু অহংকারের কারণে, যা শুধু আপনার শোভা পায়। তার প্রতি আপনার নেয়ামতের কথা বিবেচনা না করে। আপনার ক্ষমতার দ্বারা, আমার উপর হতে তার তীক্ষ্ণতা সরিয়ে নিন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে যা

ঘিরে ফেলেছে তাকে সেখানে নিয়োজিত করে দিন। সেজন্য, হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার শত্রু এবং নির্যাতনকারীদের আমার উপর বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন। যে দিকে সে শত্রুভাবাপন্ন সেদিকে তাকে শক্তিহীন করে দিন। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার শত্রুর নির্যাতনকে আপনি সহ্য কোরেন না। তার উপর সাফল্য পেতে আমাকে সাহায্য করুন। তার কাজের মত কাজ হতে আমাকে রক্ষা করুন (যেন আমি এ কাজ না করি)। তার মত পরিস্থিতিতে আমাকে রেখেন না। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তাৎক্ষণিক সহায়তার সাথে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন, যা আমার প্রতি তার নির্যাতনকে শেষ করে দেবে। তার প্রতি আমার ক্রোধ মিশ্রিত ঘৃণাকে পরিতোষ করে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তার কাছে আমি যে নির্যাতন সহ্য করেছি তার ক্ষমার দ্বারা আমাকে করুনা করুন। আপনার দয়াশীলতার গুণের দ্বারা, আমার প্রতি তার ভুলগুলোকে শুধরে দিন। আপনার গোসসার মোকাবিলায় প্রতিটি পাপই ছোট। আপনার দানশীলতার সাথে প্রতিটি দূর্যোগ হালকা।

হে প্রভু, আমার জন্য এটা আপনি বৈসদৃশ করেছেন যে আমি নির্যাতিত হব। সেজন্য, অন্যদেরকে নির্যাতন করা থেকে আমাকে নিবৃত রাখুন। হে প্রভু, আপনার কাছে ব্যতীত অন্য কারো কাছে অভিযোগ করতে আপনি আমাকে অনুমতি দেননি। আপনি ব্যতীত অন্য কোনো শাসকের সাহায্য নিতে আপনি অনুমতি দেন নি। আমার জন্য এটা একেবারেই অশোভনীয়।

সেজন্য, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার উত্তরের সাথে আমার প্রার্থনাকে মিলিয়ে দিন। পর্যায়ক্রমে আমার অভিযোগ বিবেচনা করুন।

হে প্রভু, আপনার বিচার দ্বারা আমাকে পরীক্ষা কোরেন না। আপনার শাসনের বিলম্বের দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ কোরেন না যাতে সে আমার উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং আমার অধিকার ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। আপনি তাকে ঐ শাস্তির পরিচয় পাইয়ে দিন যা দ্বারা আপনি অত্যাচারীদেরকে হুমকী দিয়েছেন। নির্যাতিতের মুক্তির জন্য আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে তা জানিয়ে দিন।

হে প্রভু, মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি যা আমার বিরুদ্ধে দিয়েছেন তা গ্রহণ করার জন্য (পক্ষে) আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে ঐ জিনিস আবার দিন যা আপনি আমার কাছ থেকে নিয়েছেন এবং আমাকে ঐ পথে পরিচালনা করুন যে সব চেয়ে সোজা এবং আমাকে তাতে নিয়োজিত করুন যা সবচেয়ে নিরাপদ।

হে প্রভু, আপনার বিচারে যদি এটা অপেক্ষাকৃত শোভণীয় হয় যে যদি আপনি শাস্তিতে বিলম্ব করেন এবং তাকে বিচার দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অভিশাপ দিন যে আমাকে নির্যাতন করেছে, যখন শত্রুরা একত্রে জমা হবে। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং প্রেরণা এবং সহনীয় ধৈর্য্য দিয়ে সাহায্য করুন।

আমাকে শয়তানী কর্মকান্ড এবং লোভী লোকদের অবিরামতা (নির্যাতন) থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমার জন্য যে প্রতিদান জমা রেখেছেন এবং তাদের প্রতিঘাত এবং পীড়নের বিপরীতে আমার শত্রুর জন্য যা জমা রেখেছেন তার একটি ছাপ আমার হৃদয়ে দিয়ে দিন। এটা আমার জন্য তৃপ্তিকর করে দিন যা আপনি অঙ্গীকার করেছেন এবং বিশ্বাস করে দিন যা আপনি পছন্দ করেছেন।

হে সমগ্র বিশ্বের মালিক, আপনি মুনাজাতকে কবুল করুন! বিশেষত, আপনার সত্তা চমৎকার নিদর্শনের অধিকারী। সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিরাজমা

১৫

بسم الله الرحمن الرحيم

অসুস্থতা, দুর্দশা এবং দুর্যোগের সময় তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আমাকে শারীরিক স্বাস্থ্য দেওয়ার জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য যার দ্বারা আমি চলা ফেরা করি। এরকম রূপের জন্য সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, যা আমার দেহে ঘটেছে।

হে প্রভু, আমি জানি না যে দুইটি অবস্থার কোন অবস্থায় আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর উপযুক্ত অবস্থা এবং দুইটি সময়ে আপনাকে প্রশংসা করার পছন্দনীয় সময় কোনটি। স্বাস্থ্যের উভয় অবস্থা যেখানে আমাকে আপনি রিজিক দান করেছেন যা দ্বারা আপনার কবুলিয়ত এবং সাহায্য অর্জন করতে আপনি আমাকে সুখী করেছেন। যেখানে আপনার এরকম সেবার জন্য আপনি আমাকে শক্তিশালী করেছেন, যেমন আপনি আমাকে কাজ সম্পাদন করতে আপনার অনুগ্রহ দিয়েছেন।

অথবা অসুস্থতার সময়, আমি পিছনে (জীবনের) যেসমস্ত গুণাহ্ বয়ে বেড়াচ্ছিলাম তা হালকা করার জন্য আপনি আমাকে শুদ্ধতা দান করেছেন এবং আপনার অনুগ্রহ আমার জন্য নির্ধারিত করেছেন। এভাবে আপনি কি আমাকে ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিশুদ্ধতা দান করেছেন যা আমি করেছি? এভাবে আপনি কি আমাকে তওবা করার জন্য নিয়োজিত করেছেন, আমার হুকুম অমান্য করার অভ্যাস পরিত্যাগ করানোর জন্য?

এ সমস্ত সবকিছু আপনার মরণোত্তর সাহায্য!

আর যথাসময়ে, আমার সামান্য কাজের কি বা আমলনামায় নথিভূক্ত হয়েছে, যা কোনো অন্তর কখনও চিন্তা করেনি, কোনো জবান তা প্রকাশ করেনি, এবং কোনো অঙ্গই এ নেয়ামত পাবার জন্য মেহনত করেনি। কিন্তু শুধু আমার প্রতি আপনার দয়া এবং অনুগ্রহশীল সাহায্যের জন্য।

হে প্রভু, সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার জন্য আপনি যা বরাদ্দ করেছেন তা শোভনীয় করে দিন। আমার উপর যা বর্তায়ে দিয়েছেন তা আমার জন্য হালকা করে দিন। ঐ পাপের পঙ্কিলতা হতে আমাকে খাঁটি করে দিন, যা আমি পূর্বে সংঘটিত করেছি। আমার হতে মন্দ ফলাফলগুলো দূর করে দিন, যেগুলো আমি অর্জন করেছি। আমার জন্য সুস্বাস্থ্যের মিষ্টতা বরাদ্দ করে দিন। আমাকে প্রশান্তির স্বাদ আস্বাদন করতে দিন।

আপনার ক্ষমার সাথে সাথে আমার রোগ নিরাময় করে দিন। আমার বিপথে চালিত অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিন। আপনার কুদরতের দ্বারা আমাকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়ে আরাম দিন এবং এই রোগ থেকে নিরাময় করুন।

বিশেষত আপনার সত্তা সদাশয় দয়ালু, পরম অনুগ্রহশীল, চমৎকার বদান্য এবং মহান ও মহত্ত্বের অধিকারী!

১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

গুনাহ্ হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিনম্র অনুরোধ করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনিত সেই সত্তা যার দয়ার দ্বারা পাপীগণ পাপ মাফের জন্য প্রার্থনা করে।

আপনিত সেই সত্তা যার অনুগ্রহের স্মরণে দুর্দশাগ্রস্ত মুক্তি পায়।

আপনিত সেই সত্তা যার ভয়ে অপরাধী অবিরামভাবে কাঁদে।

হে প্রত্যেক বিমর্ষ লোকের সান্তনাদানকারী।

হে প্রত্যেক ভাঙ্গা হৃদয়ের নির্যাতন ভোগকারীর আনন্দ।

হে পরিত্যক্ত এবং একা ব্যক্তির প্রতিবিধানকারী।

হে অভাব এবং নির্বাসিত ব্যক্তির সাহায্যকারী, যিনি তার দয়া এবং ক্ষমার সাহায্যে সব কিছুকে ঘিরে আছেন!

আপনিই প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আপনার অনুগ্রহের অংশ নির্ধারণ করেছেন।

আপনার ক্ষমা আপনার শাসনের চেয়ে উপরে।

আপনার দয়া শাসনের পূর্বেই তৎপর।

আপনার বদান্যতা আপনার প্রত্যাখ্যানের চেয়ে বেশি সহজলভ্য। আপনার ক্ষমতা এবং প্রাচুর্যতা সমস্ত মাখলুককে আলিঙ্গন করে।

আপনি সেই সত্তা যিনি তার কাছে কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করেন না যাকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন। আপনি অমান্যকারীদের শাস্তি দেয়ায় কোনো রকম অতিরঞ্জন করেন না (তার প্রাপ্য শাস্তিই দিয়ে থাকেন)।

আর হে প্রভু, আমি আপনার বান্দা যাকে আপনি প্রার্থনা করতে বলেছেন এবং যিনি উত্তর দিয়েছেন ঃ এখানে আমি আপনার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি! আপনারে আমি এখানে! হে প্রভু, দেখুন আমি আপনার সত্তার সামনে অবনত!

আমি এমন এক ব্যক্তি যার পিঠ দোষের দ্বারা বোঝাই হয়ে আছে। আমি এমন এক ব্যক্তি যার জীবন পাপের দ্বারা ক্ষয় হয়ে গেছে। আমি এমন এক ব্যক্তি যে অজ্ঞতার দরুণ আপনাকে অমান্য করেছিল যদিও আপনি আমার এটা প্রত্যাশা করেননি।

হে প্রভু, আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে করুনা করবেন যে আপনার কাছে প্রার্থনা করে যাতে আমি আপনার কাছে মিনতি করতে পারি?

অথবা আপনি কি এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন যে আপনার কাছে ক্রন্দন করে যাতে আমি কাঁদতে তৎপর হতে পারি?

হে প্রভু, অথবা আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে করুনা করবেন যে মিনতির ঢংয়ে আপনার সামনে মাথা ময়লায় মাথা নত করে? অথবা আপনি কি এমন ব্যক্তিকে উন্নতি দান করবেন যে আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার কাছে দারিদ্রতার অভিযোগ করে?

হে প্রভু, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না আপনি ব্যতীত যার কোনো দেনেওয়ালা নেই। আপনি এমন এক ব্যক্তিকে অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত কোরেন না আপনি ব্যতিরেকে যে আর কাউকে সাহায্য পাওয়ার জন্য কাছে টানতে চায় না। হে প্রভু, সেজন্য, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার কাজ থেকে দূরে সরে যাবেন না যেখানে আমি আপনার দিকে এসেছি। আমাকে নিরাশ কোরেন না যেখানে আমি আপনার দিকে ঝুঁকেছি। নারাজির দ্বারা আমার চেহারাকে মলিন করেন না যেখানে আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আপনি এমন সত্তা যিনি দয়ার সাহায্য নিজেই দিয়েছেন। সেজন্য, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমার উপর করুণা করুন। আপনি আপনার নাম করণ করেছেন ক্ষমাশীল। সেজন্য, আমাকে ক্ষমা করুন।

বিশেষত, হে প্রভু, আপনি দেখছেন আপনাকে ভয় করার কারণে আমার অশ্রুধারা, আপনার ভয়াবহতার জন্য আমার দিলের ধুঁক-ধুঁকানি, এবং আপনার আতঙ্কে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁপুনি, যাতে আপনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। লজ্জায় এ সমস্ত ফল আমি আমার পাপ কাজসমূহ হতে অনুভব করছি। এ কারণে আমার স্বর এতই অবধ্বণিত হয়েছে যে আপনার কাছে কাঁদতে পারছি না এবং আমার জিহ্বা এতই বিকলাঙ্গ হয়েছে যে আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারছি না। সেজন্য, হে প্রভু, সকল প্রশংসা আপনার জন্য।

আপনি আমার অনেক দোষ অবলোকন করেছেন কিন্তু আমাকে অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত করেননি। আপনি আমার অনেক পাপ গোপন করে দিয়েছেন যা আমি করেছি এবং আমার কুখ্যাতি করেননি। আপনি অনেক ভুলকে ঢেকে দিয়েছেন যেগুলো আমি করেছিলাম এবং ঐ সমস্ত দুর্নীতির ফসল আমার গলায় বেঁধে দেননি। আপনি আমার ঐ সকল প্রতিবেশিদের পাপকে ঢাকেননি যারা আমার দোষগুলো তালাশ করছিল এবং ঐ সকল লোকদের যারা আপনার অনুগ্রহের হিংসা করত, আমি যার অধিকারী। এ সমস্ত সাহায্য আমাকে জঘন্যতম ফলাফল থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেনি যাতে আপনি কোনো হুমকী দেন নি। সেজন্য, হে প্রভু, নিজের লাভের দিকে আমার চেয়ে বেশি অজ্ঞ আর কে এবং ভাল জিনিসের অংশীদারিত্বে আমার চেয়ে বেশি অসতর্ক আর কে? আত্ম-সংস্কারে আমার চেয়ে বেশি বিমুখ আর কে, যখন আমার বরাদ্দকৃত রিযিক ঐ সমস্ত পাপ কাজে ব্যয় করেছি যেগুলো আপনি করতে নিষেধ করেছেন?

আর ভুল কাজে আমার চেয়ে অধিক কে নিয়োজিত আছে এবং পাপের কাজে আমার চেয়ে কে অধিক অগ্রসর, যখন আমি আপনার আহ্বান এবং শয়তানের আহ্বানের মাঝে থাকি আমি শয়তানের আহ্বানকেই অনুসরণ করি এমনকি যদিও আমি অন্ধ নই এবং তার (শয়তানের) বিষয়ে পুরো জ্ঞান আমার আছে, তার ক্ষেত্রে আমার স্মৃতির কোনো ভুল ব্যতিরেকেই এবং একই সাথে জানি যে আপনার আহ্বান জান্নাতের দিকে চালিত করে এবং তার আহ্বান জাহান্নামের দিকে চালিত করে?

আপনি পবিত্র!

এটা কত আশ্চর্যজনক যে আমি আমার আত্মার বিরুদ্ধে সাক্ষী বয়ে বেড়াই এবং এটা আমার একটি গোপন কাজ হিসেবে গণ্য করি।

আরও আশ্চর্যজনক হল আপনার ক্ষমা আমাকে ত্যাগ করে জাহান্নামে ফেলে দিচ্ছে।

আর এটা এ জন্যে নয় যে, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহের অধিকারী হয়েছি, কিন্তু তাহলো আপনার করুণাময় বিলম্ব এবং ভালবাসাময় দয়ার

কারণে— যাতে আমি আপনার গোসসা থেকে রেহাই পেতে পারি, আপনাকে অমান্য করার কারণে এবং জঘন্যতম পাপের জন্যই তা (আল্লাহ্‌র গোসসা) প্রকাশ পায়। এবং এ কারণে যে আপনার শাস্তির চেয়ে আপনার ক্ষমাই অধিক প্রযোজ্য।

হে আমার আল্লাহ্‌! উপরন্তু আমি পাপ করতে মুক্তহস্ত, লেন-দেন দুর্নীতিগ্রস্ত, দূর্বলতার জন্য কাজ করতে অপারগ, দোষের কাজ করতে তৎপর এবং আপনার কাজ করার ক্ষেত্রে খুবই দূর্বল, আপনার সতর্কতা এবং হুমকীর কারণে আমার দোষ আপনার কাছে প্রকাশ করতে অথবা আমার ভুলগুলো স্মরণ করতে আমি খুব কমই চেষ্টা করি।

আর বিশেষত আপনার দয়ার প্রত্যাশার পথে যেখানে পাপীদের উন্নতি বিদ্যমান রয়েছে এবং আপনার ক্ষমার প্রত্যাশা করে যেখানে অপরাধীদের মুক্তি রয়েছে, আমি এর দ্বারা আমার আত্মাকে ভর্ৎসনা করি।

হে প্রভু, দেখুন আমার এই গলা পাপের দ্বারা ভারাক্রান্ত।

সেজন্য মিনতি করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আপনার কুদরতে এটা হালকা করে দিন।

হে প্রভু, আমার চোখের পাতার লোমগুলো পড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি কাঁদতে হত (আপনার কাছে), আমার স্বর স্তব্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি বিলাপ করতে হত, আমার পা ফুলে যাওয়া পর্যন্ত যদি আপনার সেবায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত, আমার মেরুদন্ড উদ্ধত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি আপনার সামনে অবনত হয়ে থাকতে হত, আমার চক্ষুগোলকগুলো তাদের কোটর থেকে বের হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত যদি আমার মাথা জমিনে অবনত করে রাখতে হত, আমার জীবনভর যদি মাটির ময়লা খেতে হত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যদি ছাইয়ের পানি পান করতে হত এবং আমার কণ্ঠ অকেজো হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি আপনার জিকির করতে হত এবং তারপর কখনও আমার দৃষ্টি আকাশের পানে উঠাতে না পারতাম, আপনার সামনে লজ্জার কারণে, আমি তখন আমার সকল পাপের মধ্যে একটি পাপও অবশিষ্ট থাকুক এ ইচ্ছা করতাম না!

আর আমি যখন আপনার ক্ষমা চাইতাম যদি আপনি ক্ষমা করতেন এবং আমাকে গোনাহ্‌ মাফ করতেন যখন আমি মাফ চাইতাম। বিশেষত এটা আমার মেধার গুণে নয়, অথবা আপনার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য নয়। আপনাকে অমান্য করার প্রথম বস্তুতেই ছিল জাহান্নামের আগুন। তাই আপনি যদি আমাকে শাসন করেন, এটা আপনার অবিচার নয়।

আমার প্রভু, যেহেতু আপনি আমার পাপ ঢেকে দিয়েছেন, আপনি আমাকে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত কোরেন না। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি ধৈর্য্য ধারণ

করেছেন, আমাকে শাস্তি দিতে তৎপর হননি, আপনার অনুগ্রহপূর্বক আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আপনার অনুগ্রহসমূহ উঠিয়ে নেননি, আমা হতে আপনার সাহায্যকে পৃথক করেননি। সেজন্য, আমার মুনাজাতের দীর্ঘতা, আমার ভিক্ষার ইচ্ছা এবং আমার অবস্থার উপর করুণা প্রদর্শন করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

পাপ হতে আমাকে হেফাজত করুন।

আমার মধ্যে গুণের সমাবেশ করিয়ে দিন।

আমার জন্য বিরাট নেয়ামত বরাদ্দ করুন।

অনুতাপের দ্বারা আমাকে বিশুদ্ধ করুন।

সরলতার সাথে আমাকে সাহায্য করুন।

শান্তিপূর্ণভাবে আমাকে সংশোধন করুন।

আমাকে মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিন। আমাকে আপনার ক্ষমাতে মুক্ত মানুষ এবং আপনার দয়ায় উদ্ধার পাওয়া (পাপ হতে) মানুষ করে দিন। আপনার গোসসা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিন। সেভাবে, পরবর্তীতে আমি যা ধারণা করতে পারছি তার সাথে এ দুনিয়ায় আমাকে সুসংবাদ দিয়ে দিন। আমি যেন অনুধাবন করতে পারি আমাকে এর একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিন।

বিশেষত, আপনার শক্তিতে এটা কঠিন নয় এবং আপনার ক্ষমতার কাছে কঠিন নয়।

বিশেষত, সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিরাজমান।

১৭

তাঁর একটি মুনাজাত যা দ্বারা হযরত ইমাম শয়তানের অনিষ্ট এবং ধোকা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

হে প্রভু, বিশেষভাবে আমরা অভিশপ্ত শয়তানের কুচক্রি কানকথা থেকে আপনার হেফাজত প্রার্থনা করি, যে আপনার কাছ থেকে দূরে পতিত হয়েছে। আমরা আপনার আশ্রয় চাচ্ছি তার মিথ্যা থেকে, তার অঙ্গীকার হতে, তার ধোঁকা হতে, তার পরিশ্রম হতে, আপনার সেবা থেকে আমাদেরকে আবর্জনা স্তুপে ফেলতে এবং সে যা ভাল হিসেবে দেখায় তা দেখিয়ে ভাল হতে ফিরিয়ে অথবা ভাল পেতে কঠোর পরিশ্রমতাকে সে দেখিয়ে আমাদেরকে তা থেকে পৃথক করে আপনাকে অমান্য করিয়ে তার দিলের যে আশা তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে প্রভু, আপনার উদ্দেশ্যে আমাদের এবাদত বন্দেগীর দ্বারা তাকে আমাদের রগ চ্যুত করুন। আপনার প্রতি আমাদের একাগ্রতার দ্বারা আপনি তাকে দূরে সরিয়ে দিন। আমাদের এবং তার মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিন যা সে ছিঁড়তে পারবে না এবং একটা দেয়াল করে দিন যা সে ভাংতে পারবে না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার কিছু শত্রুর সাথে সাথে শয়তানকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আপনার অপূর্ব নজরদারিতে তার কাছ হতে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

তার ধোঁকার বিপরীতে আমাদের সাহায্য করুন।

আমাদের কাছে তার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করুন।

আমাদের কাছ হতে তার সকল চালবাজি দূর করে দিন।

হে প্রভু, মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। শয়তানের অপরাধের বিপরীতে আমাদেরকে পথ নির্দেশের দ্বারা অনুগ্রহ করুন। তার শয়তানির প্রতিবন্ধকতা করতে আমাদের সাহায্য করুন। তার অভিশপ্ত পথের বিপরীতে আমাদেরকে পূণ্যের পথে পরিচালিত করুন।

হে প্রভু, হযরত আমাদের দিলে তাকে প্রবেশ করতে দিয়েন না। আমাদের কাছে তাঁর কোনো আবাস বানিয়েন না।

হে প্রভু, সে যা দ্বারা আমাদের প্রলুব্ধ করে তার ভুল জানিয়ে দিন। যখন আপনি আমাদেরকে এটার তথ্য দিয়েছেন, আমাদের এ থেকে হেফাজত করে সন্তুষ্ট করুন। আমাদের দেখিয়ে দিন যা দ্বারা আমরা তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারি। আমরা তার বিরুদ্ধে কি প্রস্তুতি নেব তা জানিয়ে দিন। তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অজ্ঞতার ঘুম থেকে আমাদেরকে জাগিয়ে দিন। তার বিরুদ্ধে আমাদের জন্য উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিন।

হে প্রভু, তার কাজ প্রত্যখ্যানের দ্বারা আমাদের দিল সিক্ত করে দিন। তার চক্রান্ত ভেঙ্গে ফেলতে আমাদের উপর অনুগ্রহশীল হোন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদের কাছ থেকে তাঁর ক্ষমতা ফিরিয়ে নিন। আমাদের কাছ থেকে তার আশায় ছেদ দিয়ে দিন। আমাদেরকে বিপথগামী করায় তাকে অক্ষম করে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে বাবা, মা, সন্তান সন্ততি, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শিশুগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী, যারা সত্য বিশ্বাসী, হোক তারা পুরুষ অথবা মহিলা শক্তভাবে তাদেরকে শয়তান হতে হেফাজত করুন। তাদেরকে শক্তভাবে রক্ষা করুন প্রতিটি কোণ হতে।

আত্মরক্ষার বর্ম দ্বারা তাদেরকে তার কাছ থেকে রক্ষা করুন।

তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে আপনি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিন।

হে প্রভু, এ প্রার্থনার অংশীদার করুন সবাইকে যারা আপনার সত্তার সাক্ষ্য বহন করে, একাগ্রভাবে আপনার একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আপনার জন্যই শয়তানকে পরিত্যাগ করে, আপনার প্রতি একাগ্রতার সাথে এবং স্বর্গীয় জ্ঞান জানতে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করে।

হে প্রভু, আপনি তা আলগা করে দেন যা সে বেঁধে ফেলেছে।

যা সে বন্ধ করে দিয়েছে আপনি তা খুলে দেন।

সে যা করেছে তা দমন করে দেন।

তার উদ্দেশ্যকে পরাজিত করে দেন।

হে প্রভু, তার বাহিনীকে অপদস্ত করুন।

তার বিশ্বাসঘাতকতাকে মলিন করে দিন।

তার দূর্গ ধূলিস্যাৎ করে দেন।

তাকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করুন।

হে প্রভু, আমাদেরকে তার শত্রুদের শ্রেণীভুক্ত করুন। আমাদেরকে তার বন্ধু শ্রেণীর বাইরে রাখুন। অর্থাৎ, সে যখন প্রলুব্ধ করে তখন আমরা যেন তাকে না মান্য করি এবং সে যখন আহ্বান করবে তার আহ্বানে যেন সাড়া না দেই। আমরা তাদেরকে আদেশ করব যারা আমাদের আদেশ মেনে তাকে ত্যাগ করে এবং আমরা তাদেরকে উপদেশ দেব যারা আমাদের উপদেশ মেনে তাকে অনুসরণ না করে।

হে প্রভু, শেষ নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যারা খাঁটি এবং পবিত্র।

আমাদেরকে, আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে, ভাইদেরকে এবং সকল সত্য বিশ্বাসীদেরকে, হোক তারা পুরুষ অথবা মহিলা, শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। যা থেকে আমরা আপনার কাছে হেফাজত চাই। আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস থেকে হেফাজত করুন যা আমরা আপনার কাছে আবেদন করি। আমরা আপনার কাছে যে প্রার্থনা করি তা কবুল করুন। আমাদেরকে তা দিন যা আমরা অজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করতে চেয়েছিলাম।

আমরা যা ভুলে গেছি তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

আমাদেরকে ঐ শ্রেণীর পরিচয় করিয়ে দিন যারা মন্দের প্রতিবন্ধক এবং বিশ্বাসীদের পর্যায়ভুক্ত।

হে সারা বিশ্বের মালিক, আপনি কবুল করুন!

১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

কোনো ভয়ানক কিছু দূর করার জন্য অথবা অবিলম্বে তার দোয়া কবুল করার জন্য প্রশংসা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার বিধানের ভালোর জন্য এবং আমার কাছ থেকে দূর্যোগ অপসারণ করার জন্য সকল প্রশংসা আপনার।

সেজন্য, আপনি যে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আপনার সেই দয়ার অংশচ্যুত কোরেন না, পাছে আমি যা পছন্দ করি তা অর্জন করতে আমি সচেষ্ট হব (যা মঙ্গলজনক নয়) এবং আমি ভাগ্যপ্রসন্ন জিনিস থেকে দূরে সরে যাব যা আমি অপছন্দ করি।

আর একটি চিরস্থায়ী দুর্যোগ এবং মরণোত্তর উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুসারিত হয়ে যদি রাত্র বা দিনে এই নিরাপত্তা উপভোগ করি, তখন আপনি যাতে বিলম্ব করেছেন আমার দিকে অগ্রসর করে দিন এবং যা আমার দিকে অগ্রসর করেছেন তা নিয়ে যান।

যা ধ্বংস হয়ে যায়, তা খুব বড় নয়। যা চিরস্থায়ী শেষ হয়ে যায় তা ছোট নয়।

আর হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টির জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করুন। পৃথিবীকে সব দিক দিয়ে সজীব করে তুলতে চলমান মেঘ হতে আমাদের প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে আমাদের উপর আপনার অনুগ্রহ বিস্তার করে দিন।

আর ফল পাকিয়ে আপনার বান্দাদেরকে সাহায্য করুন এবং মুকুলের আগমন ঘটিয়ে আপনার শহরগুলোকে পুনর্জীবিত করুন।

আর আপনার কাছ থেকে চির মঙ্গলজনক বৃষ্টির মেঘমালা দিয়ে আপনার সম্পাদিত দূতদেরকে (ফেরেস্তা) পাঠান। যা দ্বারা খুব দ্রুত অনেক দূর পর্যন্ত বৃষ্টির ধমকা নেমে আসে।

যা মরে গেছে তা দ্বারা তা পুনর্জীবিত করতে।

যা হারিয়ে গেছে তা দ্বারা তা পুনঃজমা করতে।

শস্য উৎপাদন উপযোগী করতে।

এর দ্বারা রিযিকের ব্যবস্থা করুন। বোধহীন বিদ্যুৎ চমকের সাথে অবিরত বৃষ্টির ধমকার দ্বারা গর্ভবতী মেঘমালা খুব দ্রুত, এবং ব্যাপকভাবে প্রেরণ করুন। যেগুলো স্তরের উপর স্তর স্তূপিকৃত এবং অনেক দূর এবং ব্যাপক স্থান জুড়ে থাকবে।

হে প্রভু, মাটিতে চাষাবাদ করার জন্য, উত্তম এবং লাভজনক হওয়ার জন্য প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন। যা দ্বারা ঘাস জন্মাতে এবং উদাম মাটির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

হে প্রভু, আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করুন। যা দ্বারা আপনি পাহাড় থেকে তীব্র স্রোত সৃষ্টি করতে পারেন,

কূপগুলো পূর্ণ করতে।

নদীগুলো প্রবাহিত করার জন্য।

চারা জন্মানোর জন্য।

সকল দেশে দ্রব্যাদির দাম কমানোর জন্য।

আর জীব-জন্তু এবং অন্যান্য সৃষ্টিদেরকে সতেজ করার জন্য।

এ দ্বারা আমাদেরকে নির্ভেজাল খাদ্য যোগান দিন। অনাবাদি জমিকে আমাদের জন্য চাষাবাদের উপযোগী করে দিন।

স্তনগুলো দুধে পূর্ণ করে দিন।

আমাদের শক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

হে প্রভু, এ বৃষ্টি আমাদের জন্য অমঙ্গলজনক কোরেন না।

এর শীতলতা দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস কোরেন না। একে আমাদের উপর পাথরের বর্ষণের মত বর্ষণ কোরেন না, অথবা এর পানিকে আমাদের জন্য তিক্ত কোরেন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদের জন্য বেহেশতের এবং পৃথিবীর অনুগ্রহ বরাদ্দ করুন।

বিশেষত, সবকিছুই আপনার ক্ষমতার ভিতর।

২০

بسم الله الرحمن الرحيم

নৈতিক এবং উত্তম আচরণের গুনে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার ঈমানকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অগ্রসর করে দিন। আমাকে প্রশংসনীয় ঈমান দান করুন। আমার উৎসাহকে স্থির করে দিন এবং আমার আচরণসমূহ উন্নততর করে দিন।

হে প্রভু, আমার সংকল্পগুলোকে বাড়িয়ে দিন। আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস পাকাপোক্ত করে দিন। আমার ভিতর যা কিছু বদ আছে তা আপনার ক্ষমতার দ্বারা সংশোধন করে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকেও তা দ্বারা সন্তুষ্ট করুন, যা আমাকে (দ্বীনের সাথে) সংযুক্ত রাখুন। আমাকে দ্বারা ঐ সমস্ত কাজ করান যেগুলো সম্বন্ধে আমাকে বিচারের দিবস জিজ্ঞাসা করবেন। আর আমার সময়কে ঐ কাজে ব্যয় করার তৌফিক দেন যে জন্য আমাকে পয়দা করেছেন। আমাকে পরাধীন মুক্ত করুন এবং আমাকে আহারাদি দিয়ে সাহায্য করুন। আমি যাতে অহংকারী না বনি (যা সম্পদের কারণে হয়ে থাকে)।

আমাকে সম্মানিত করুন, কিন্তু আমাকে অহংকারী হতে দিয়েন না।

আপনাকে ভক্তি করার তৌফিক দিন এবং আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি তা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দ্বারা নস্যাৎ করে দিয়েন না।

আমার দ্বারা মানবতার ভাল কাজ করান এবং কোনো নিন্দা বা ভর্ৎসনার দ্বারা তা অসমাপ্ত রেখেন না।

আমাকে অপূর্বগুলো দান করুন এবং দাম্ভিক হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। লোকদের মধ্যে আমার মর্যাদা এক ডিগ্রী পরিমাণ বাড়িয়েন না যতক্ষণ না আমার আত্মায় ঐ পরিমাণ মর্যাদা (নিজেরে ছোট জানার জন্য) না কমান। আমার জন্য বাইরের কোনো সম্মান বাড়িয়েন না যতক্ষণ না ঐ পরিমাণ ধিক্কার (নিজের প্রতি) নিজের প্রতি না আসে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে একটি পূণ্য দিয়ে সাহায্য করুন যা আমি যেন অন্যটার জন্য পরিবর্তন না করি, একটি সঠিক পথে যাতে আমি ধ্বংসস্তূপে না যাই এবং একটি উত্তম উদ্দিপনায় যাতে আমি যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হই। আপনার বন্দেগী করতে যতদিন আমি সক্ষম হই তত দিন আমার জীবন দীর্ঘ করুন। যদি আমার জীবন শয়তানের চারণভূমি হয়, তখন আপনার গোসসা আমার দিকে অগ্রসর হবার পূর্বে অথবা আমার উপর আপনার গোসসা নিপতিত হবার পূর্বেই আমাকে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে যান।

হে প্রভু, আমার কোনো বদ অভ্যাসকেই সংস্কারমুক্ত রেখেন না।

আমার কোনো দুষনীয় কাজই পরিবর্তন করা হতে বাদ রেখেন না।

আমার কোনো অসম্পূর্ণ গুণকেই সম্পূর্ণ করা হতে বাদ রেখেন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

শত্রুর বিদ্বেষের স্থলে আমাকে ভালবাসা দিন, শত্রুদের ঈর্ষার স্থলে আমাকে বন্ধুত্ব দিন, গুণীদের অবিশ্বাসের স্থলে আত্মবিশ্বাস দিন, নিকটাত্মীয়দের ঘৃণার স্থলে — দিন, তাদের অমান্যতার স্থলে আমাকে বদান্যতা দিন, নিকটাত্মীয়দের বিরোধীতার স্থলে সহযোগিতা দিন, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার স্থলে বিচক্ষণতা দিন, সহযোগিদের দুর্ব্যবহারের স্থলে ভাল ব্যবহার করার ক্ষমতা দিন এবং অত্যাচারীদের ভয়ের তিক্ততার স্থলে শান্তির মিষ্টতা দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তার উপর আমার ক্ষমতা বিস্তার করে দিন যে আমার সাথে ঝগড়া করে এবং তার উপর আমাকে বিজয় দিন যে আমার সাথে দুশমনী করে।

তার উপর আমাকে কৃত্রিমতা দেখাতে দিন যে আমাকে ধোঁকা দেয় এবং তার উপর আমার ক্ষমতা বিস্তার করে দিন যে আমার উপর ক্ষমতা খাটায়।

যে আমাকে হেনস্তা করে তাকে মিথ্যা হেনস্তা করুন এবং তার কাছ থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন যে আমাকে হুমকী দেয়।

তাকে মান্য করার জন্য আমাকে অনুগ্রহ দান করুন যে আমাকে সঠিক পথে চালনা করে এবং তাকে অনুসরণ করতে দিন যে আমাকে পথ নির্দেশ দেয়।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে অনুগ্রহ দান করুন যাতে আমি তার সাথে শুভ কামনায় বিবেচকের মত ব্যবহার করি যে আমার প্রতি অবিবেচক ছিল।

তাকে উত্তম প্রতিদান দিন যে আমাকে পরিত্যাগ করেছে; পুনর্মিলন দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ করুন যে আমাকে তার কাছ থেকে পৃথক করেছে।

আমাকে তার কাছ হতে আলাদা করে দিন যে আমার পাছে নিন্দা করেছে এবং ভাল এবং মন্দ উপেক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞতা ফিরিয়ে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে নেককারদের গুণে গুণান্বিত করুন।

আমাকে ঐ সকল লোকের সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত করুন যারা বিচারের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করে, রাগ দমন করে, মন্দ ইচ্ছার আগুনকে নিভিয়ে দেয়, বিক্ষিপ্তদের একতাবদ্ধ করে।

মানুষদের মাঝে পার্থক্য গড়ে।

ভাল কিছু প্রকাশ করে।

দুষণীয় কাজ লুকিয়ে।

শরীরের উষ্ণতা দমন করে।

মানবতার হাঁটু, চাল চলনের সৌন্দর্য, অসময়ের শান্ততা, কাজের উৎসাহ, গুণের দিকে ধাবিত হওয়া, নম্রতা দেখানো, গালাগালি ত্যাগ করা, এমনকি নিঃস্বদের প্রতি দয়া দেখানো, সত্য বলা যদিও তা কঠিন, যত ছোট বা বড় হোক না কেন ব্যক্তিগত বালাই অব্যক্ত রাখা এবং ব্যক্তিগত মন্দ কথায় বা কাজে তা যত ছোটই হোক না কেন প্রভৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে।

অবিরত বন্দেগী (আপনার জন্য) এবং বিশ্বাসপূর্ণ যোগাযোগের সাথে সাথে আমার এই প্রত্যাশাসমূহ পূর্ণ করুন। তাদেরকে পরিত্যাগ করার তৌফিক দিন যারা বেদআ'ত চালু করে এবং নিজের গড়া বিচার অনুযায়ী কাজ করে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার জন্য প্রচুর পরিমাণ রিযিক বরাদ্দ করবেন (আশা রাখি) যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব। আমি যখন শ্রান্ত হয়ে যাব তখন আমাকে নেক শক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

আমাকে অলস করেন না যা আপনার এবাদত হতে দূরে সরিয়ে রাখে, আপনার পথে চলতে আমাকে অন্ধ করেন না, আপনার ভালবাসার বিপরীত কিছু করার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন না, তার সাথে মিলিয়েন না যে নিজেকে আপনার কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছে, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেন না যে আপনার সাথে মিলে আছে। হে প্রভু, আমার প্রয়োজনের সময় আপনার কাছ থেকে শক্তি নেয়ার তৌফিক দিন, প্রয়োজনের সময় আপনার কাছে আবেদন করার এবং দারিদ্রতায় বিনয়ের সাথে আপনার কাছে চাওয়ার তৌফিক দিন।

আমি যখন আক্রান্ত হই তখন আপনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে যাতে সাহায্য চাওয়ায় প্রলুব্ধ না হই,

অভাবের কালে আপনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে যেন বিনম্র প্রার্থনা না করি।

অথবা ভয় কালীন সময়ে আপনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে যেন দোয়া না করি, পাছে আপনার দ্বারা বিতাড়িত ও বাতিল হয়ে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হই। হে পরম দয়ালু!

হে প্রভু, আপনার স্মরণের মহত্ত্ব, আপনার ক্ষমতার ধ্যানের মোকাবেলায় শয়তানের প্রত্যাশা, অবিশ্বাস এবং ঈর্ষার পরিচয় মেলে দিন এবং আপনার শত্রুকে কাবু করতে পরিকল্পনা প্রণয়ণ করুন।

অশ্লীল কথা, নির্বোধ কথা, গালাগাল, মিথ্যা সাক্ষ্য, অনুপস্থিত সত্যবাদী ঈমানদারের গীবত এবং উপস্থিত লোককে গালাগাল করতে সে কি করে তার পরিচয় করিয়ে দিন। আর এ সমস্তের সম পর্যায়ের যেমন আপনার প্রশংসামূলক কথা এবং প্রশংসা উচ্চারণ করা, আপনার গৌরব করা, আপনার সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, আপনার গুণের ধারণা বা জ্ঞান এবং আপনার অনুগ্রহের উল্লেখ করা।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

যখন আপনার আমার কাছ হতে বিপদ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে তখন আমাকে বিপর্যস্ত করেন না। যখন আমাকে নির্যাতন করা হতে বিরত রাখার কর্তৃত্ব আপনার আছে তখন আমার দ্বারা কাউকে নির্যাতন করিয়েন না। যখন আমাকে পথ নির্দেশ করা আপনার পক্ষে সম্ভব তখন আমাকে নর্দমায় পড়তে দিয়েন না। যখন আমাকে উন্নতি দান করার ক্ষমতা আপনার আছে তখন আমাকে দরিদ্র করিয়েন না। যখন আমার সম্পদ আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য তখন আমাকে অবাধ্য করিয়েন না।

হে প্রভু, আমি আপনার ক্ষমা প্রাপ্ত হবার জন্য এসেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনার ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া। আমি আপনার ক্ষমা প্রত্যাশা করি। আমি আপনার দয়াশীলতায় বিশ্বাস করি। আমার কাছে কিছু নেই, যদি আপনার ক্ষমার দ্বারা আমাকে দিন। অথবা আমার এসব কোনো কাজ নাই যা দ্বারা আপনার ক্ষমা প্রত্যাশা করা যায়।

যখন আমি নিজের উপর বিচার করি আপনার অনুগ্রহ পাবার জন্য আমি তেমন কিছু পাই না।

সেজন্য, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমার উপর দয়াপরবশ হোন।

হে প্রভু, আমাকে গুণের সংমিশ্রণে কথা বলার তৌফিক দিন। করুনা দ্বারা আমাকে উৎসাহ দিন।

আমাকে অনুগ্রহ দান করুন, সবচেয়ে যা বেশি খাঁটি তার জন্য।

সবচেয়ে প্রশংসামূলক জিনিসের সাথে আমাকে সমন্বয় করে দিন।

হে প্রভু, আমাকে সব চেয়ে বেশি উদাহরণতূল্য পথে পরিচালনা করুন।

আপনাকে বিশ্বাস করে বাঁচতে এবং মরতে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে মিতব্যয়িতার সাথে অনুগ্রহ করুন।

গুণের রক্ষকের এবং ধার্মিক বান্দার মধ্যে আমাকে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমার জীবনের শেষ দিন সংশোধন করিয়ে দিন এবং কবরের দিনগুলোতে নিরাপত্তা দিন।

হে প্রভু, আমার দিল থেকে ঐটা বেছে নেন যা আপনার জন্য নির্ভেজাল হতে পারে। ঐ সমস্ত উদ্দিপনাকে গ্রহণ করুন যেগুলো একে যথাযথ করতে পারে। বিশেষত, আপনি যদি হেফাজত না করেন, তাহলে আমার দিল ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

হে প্রভু, আপনার সত্তাই আমার আশ্রয়।

যদি আমি বিমর্ষ হই, আপনার সত্তা আমার সংস্থান। যদি আমি অভাবী হই, আমি সাহায্যের জন্য আপনার কাছে ক্রন্দন করি। যদি গভীরভাবে আক্রান্ত হই, আপনার দ্বারা যা হারিয়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ হয়। যা নষ্ট হয়ে গেছে তার সংশোধন এবং আপনার কাছে অগ্রাহ্য তা পরিবর্তন করে ফেলুন।

সেজন্য, দুর্যোগের পূর্বে নিরাপত্তা, ভিক্ষার স্থলে প্রাচূর্য এবং ভুলের স্থলে সঠিক নির্দেশনার দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন।

আমাকে গীবতকারীদের ব্যথা থেকে সরিয়ে রাখুন। পুনরুত্থানের দিবসের অশান্তি হতে আমাকে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকে পর্যাপ্ত পথ-নির্দেশ দিয়ে সহায়তা করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার অনুগ্রহের দ্বারা আমার ভিতর হতে মন্দসমূহ বের করে নিন। আপনার অনুগ্রহে আমাকে প্রতিপালন করুন।

আপনার বদান্যতায় আমাকে সংশোধণ করিযে দিন।

আপনার মহত্ত্বের দ্বারা আমাকে প্রতিকার করুন।

আপনার দয়ার ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখুন।

আপনার কবুলিয়তের দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করুন। সবচেয়ে নেক সমূহের মধ্যে পছন্দ করার সমস্যায় আমাকে আপনি সাহায্য করুন।

যখন সাংঘর্ষিক কাজসমূহ উপস্থিত হয় এদের মধ্যে সবচেয়ে খাঁটিটি নির্বাচন করতে আমাকে সাহায্য করুন।

যখন বিভিন্ন সম্মাননা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন আমাকে সব চেয়ে প্রশংসামূলকটি গ্রহণ করার তৌফিক দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে প্রাচুর্যতা দান করুন। আপনার ভালবাসার বদান্যতায় আমাকে সম্পৃক্ত করুন। আমাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিন। উন্নতি দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করিয়েন না। আমার উপর আরামের সৌন্দর্য নির্ধারণ করুন। আমার জীবনকে বিচারের ক্ষেত্র বানিয়েন না। আমি আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে মনে করি না এবং আমি আর কাউকে আপনার সমকক্ষ হিসেবে ভাবি না, তাই নারাজির কারণে আমার মুনাজাতকে ফিরিয়ে দিয়েন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। অপচয় করা থেকে আমাকে ফিরিয়ে রাখুন। অপচয় করা থেকে আমার আহারাদিকে সংরক্ষণ করুন। এভাবে অনুগ্রহে আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।

আমাকে উপকারীর রাস্তায় চালনা করুন যাতে আমি যেন আমার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে পারি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

উপার্জনের কষ্ট থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন।

কোনো যৌক্তিকতা বিবেচনা না করেই আমাকে জীবিকা দিন, জীবিকা অন্বেষনে যাতে আমাকে আপনার এবাদত হতে না সরিয়ে রাখে অথবা অসৎ পন্থায় উপার্জনের কারণে যাতে মন্দ ফলাফল ভোগ করতে না হয়।

হে প্রভু, আপনার কুদরতের দ্বারা আমি যা চাই তা দিয়ে দিন।

আপনার মহত্ত্বের দ্বারা আমি যা ভয় পাই তা থেকে হেফাজত করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

উন্নতি দান করে আমার সম্মান রক্ষা করুন।

আমার পরিশ্রমকে দারিদ্রে নিপতিত করিয়েন না, পাছে আমি তাদের কাছে ভিক্ষা করি যারা তাদের জীবিকা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে, পাছে আমি দূর্বলদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। এ দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আমি তার প্রশংসা হয়ত করতে পারি যে আমাকে দান করে এবং তাদেরকে অবহেলা হয়ত করতে পারি যারা আমাকে দান করে না, যখন আপনার সত্তা সবার উপরে বিরাজমান এবং আপনি প্রাচুর্য ও প্রতিদানের মালিক।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে এবাদতে প্রশান্তি, করুনায় সুখ, অনুশীলনে জ্ঞান এবং লাভে সততা দিন।

হে প্রভু, আপনার ক্ষমার দ্বারা আমার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিন।

বিশেষত আমি আপনার দয়ার আশায় অধীর।

আপনার কবুলিয়ত অর্জন করা সহজ করে দিন।

সকল ক্ষেত্রে আমার ব্যবহার ভাল করে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

বিপদের সময় আপনার দিকে ঝুঁকার তৌফিক দিন।

অবসর সময়ে আমাকে আপনার এবাদতে নিয়োজিত করুন।

আমাকে আপনার ভালবাসা পাবার এক সহজ রাস্তা বাতলে দিন যাতে আমি এই দুনিয়া এবং আখিরাতের ভালো অর্জন করতে পারি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, তার আগে যত লোককে অনুগ্রহ করেছেন এবং তার পরে যত লোককে অনুগ্রহ করেছেন তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ করুন।

এই দুনিয়া পরকালের ভালো আমাদেরকে দান করুন।

বদান্যতার সাথে আমাকে দোজখের আগুনের দাহ্ হতে রক্ষা করুন।

২১

بسم الله الرحمن الرحيم

যখন কোনো কিছু তাকে আচ্ছন্ন করেছিল অথবা একটি ভুল ধারণা তাকে বিমর্ষ করেছিল তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হে দূর্বল ব্যক্তির পথ প্রদর্শক। আপনি ভয়ানক জিনিসের বিরুদ্ধে হেফাজত দিয়ে থাকেন, ভুলগুলো আমাকে নিঃসঙ্গ করেছে। আপনার গোসসায় আমি দূর্বল হয়ে গেছি। আমাকে সমর্থন করার কেউ নেই।

আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের ভয়াবহতার ব্যাপারে হুঁশ পেয়েছি।

আমার আশঙ্কায় আমাকে সান্তনা দেবার কেউ নেই, যখন আপনি আমাকে নিঃসঙ্গ করেছেন তখন আমার ভয় দূর করার কেউ নেই, আর কেইবা আমাকে শক্তিশালী করতে পারে যখন আপনি আমাকে দূর্বল করেছেন।

হে প্রভু, স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টিদেরকে আশ্রয় দেবার মত কেউ নেই।

শক্তিশালী ব্যতিরেকে দূর্বলকে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

অন্বেষণকারী ব্যতিরেকে কেউই অন্বেষণ করা বস্তু জয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করে না।

হে আমার প্রভু, সহায়তার সব রকম উপকরণ আপনার হাতে বিদ্যমান। আপনার কাছে আবাস এবং আশ্রয়।

অতপর, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার পলায়নে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করুন।

হে প্রভু, যদি আপনি আপনার বদান্যতা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আমার কাছে আপনার চমৎকার প্রাচুর্যকে উঠিয়ে নেন, অথবা আমার কাছ থেকে আপনার রিযিক ফিরিয়ে নেন অথবা আমার কাছ থেকে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন (আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্ক), আপনাকে ছাড়া আমার আশার বস্তু বাস্তবত দান করতে আমি আর কোনো রাস্তা পাব না।

আপনি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্যে আপনার সাথে টেক্কা দেবার জন্য আমার কোনো শক্তি থাকবে না। বিশেষত আমি আপনার বান্দা এবং আপনার ক্ষমতার অধীন।

আমার ভাগ্য আপনার হাতে। আপনার সাথে টেক্কা দেবার জন্য আমার কোনো কথা নাই।

আপনার উক্তি আমার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

আপনার ইচ্ছা আমার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়।

আমার এমন কোনো শক্তি নাই যে আপনার রাজত্বের বাইরে চলে যাব, আপনার ক্ষমতার বাইরেও যেতে পারি না, আপনার ভালবাসাকে কাছে টানতেও পারি না অথবা আপনার কবুলিয়ত লাভ করতে পারি না, আপনার এবাদত করা এবং আপনার বদান্য ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা ব্যতিরেকে আপনার সাথে যা আছে তা আমি অর্জন করতে পারি না।

হে আমার প্রভু, সর্বক্ষণ আপনার বিনম্র সৃষ্টি হিসেবে আমি সকালে জাগি এবং সারাদিন মেহনত করি, আমার আত্মায় লাভ বা লোকসান পৌঁছানোর ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু আপনার মাধ্যমে আমি আমার আত্মার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করছি, আমার শক্তির দূর্বলতা বিবেচনা করছি এবং আমার সামর্থ্যের স্বল্পতা।

সেজন্য, আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূর্ণ করুন। আমাকে যা দিয়েছেন তা মার্জিত করুন।

বিশেষত আমি আপনার নম্র, দূর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত, ঘৃণ্য, জঘণ্য, প্রয়োজনহীন, অভাবী, ভীরু, বান্দা এবং আপনার আশ্রয় অন্বেষণ করছি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আপনি যা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আমাকে আপনার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেন না। আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য আপনার গুণের অস্বীকার করা হতে বাঁচিয়ে রাখুন।

কবুলিয়তের ক্ষেত্রে আমাকে আশাহত করিয়েন না, যদিও আপনি সম্ভবত আমাকে সাহায্য করতে বিলম্ব করবেন। কোনো ব্যাপার নয় যদি আমি উন্নতি করি বা দরিদ্র হই বা কঠিন বা আরাম পাই অথবা নিরাপত্তা বা দুর্যোগে থাকি অথবা বঞ্চিত বা ধনশালী অথবা ধনের মালিক হই বা না হই অথবা দুঃখ বা সুখ পাই।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার সকল অবস্থায় আপনাকে সাধুবাদ জানাতে, প্রশংসা করতে এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে তৌফিক দিন যাতে আমি ঐ জন্য আমি অতিরিক্ত আনন্দিত হয়ে না যাই যা আমাকে এ দুনিয়ায় দান করেছেন, অথবা ঐ জিনিসে দুঃখিত না হই যা থেকে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আপনার ভয়ের দ্বারা আমার দিলকে উৎসাহিত করুন।

যাতে আমাকে কবুল করেছেন তাতে আমার দেহকে নিয়োজিত করুন।

আপনার খেদমতে আমার দিলকে নিয়োজিত করুন, আমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটে তা বিবেচনায় না এনে যাতে আমি এমন কোনো কিছু পছন্দ না করি যা আপনি পছন্দ করেন না, অথবা এমন কোনো কিছু অপছন্দ যেন না করি যা আপনি পছন্দ করেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আপনার ভালবাসা ব্যতিরেকে আমার দিলকে অন্য সবকিছু থেকে খালি করুন। আমার দিলকে আপনার স্মরণে লাগিয়ে দিন। আপনার ভয়ে এটাকে উন্নিত করুন। আপনার প্রত্যাশায় এটাকে শক্তিশালী করুন। এটাকে আপনার সবচেয়ে ভালবাসার পথে চালনা করুন। আমার জীবনের দিনগুলো জুড়ে আপনার কাছে যা কিছু আছে সেগুলো পাবার জন্য নরম করে দিন।

এই দুনিয়া থেকে বিদায়ের প্রস্তুতির জন্য আপনাকে ভয় করার তৌফিক দিন।

আমার বিদায়কে আপনার দয়ার দিকে চালনা করুন এবং আমার অভ্যন্তরকে আপনার কবুলিয়ত দ্বারা মালামাল করুন।

আপনার বেহেশতে আমার আবাসস্থল করে দিন।

আমার যাত্রা আপনার দিকে করেন এবং আমার প্রত্যাশা আপনার কাছে যা আছে তার জন্য করে দিন।

আপনার নিকৃষ্ট মাখলুকের ঘৃণা দ্বারা আমার দিলকে আচ্ছাদিত করে দিন।

আপনার জন্য, আপনার বন্ধুদের জন্য এবং আপনার বান্দাদের জন্য আমার ভালবাসা কবুল করুন।

আমাকে কোনো নিকৃষ্ট অথবা পাপী ব্যক্তির অধীন করে রেখেন না, অথবা আমার দ্বারা তার কোনো সহযোগিতা করেন না, তার কাছে আমার কোনো চাহিদা রেখেন না।

অধিকিন্তু আমার দিলে প্রশান্তি দিন, আমার আত্মায় আরাম দিন, আপনি আমাকে আমার স্বাধীনতা এবং আমার স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করুন এবং আপনার নেককার বান্দাদেরও।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

হে প্রভু,

আমাকে তাদের সঙ্গী করুন।

আমাকে তাদের সমর্থনকারী বানান।

আপনার নিজ ইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করুন। আপনার ভালবাসায় আমাকে করুণা দিন যা আপনি ভালবাসেন এবং অনুমোদন করেন।

বিশেষত, সবকিছু আপনার ক্ষমতার অধীন, আর এটা আপনার জন্য আহ্ছান!

২২

بسم الله الرحمن الرحيم

কষ্ট এবং প্রতিবন্ধকতার সময় তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, ঐ বিষয়ে আপনার কাজ বাকী রয়েছে যাতে আমি এবং আমার দিলের চেয়ে আপনার অধিক ক্ষমতা রয়েছে। এটার উপরে এবং আমার উপরে আমার চেয়ে আপনার কর্তৃত্ব বেশি রয়েছে।

সেজন্য, আমাকে আমার আত্মার সাথে না থেকে আমার সাথেই থাকতে দিন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।

শান্তি এবং নিরাপত্তায় আপনি যাতে সন্তুষ্ট হবেন, আমার দিল থেকে তা নিন।

হে প্রভু, কাজ করার জন্য আমার কোনো শক্তি নেই, বিচারের সময় আমার কোনো ধৈর্য্য নেই, দারিদ্রতা বয়ে বেড়াবার জন্য আমার কোনো ক্ষমতা নেই। সেজন্য, আমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করিয়েন না।

আমাকে আপনার সৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়েন না।

উপরন্তু, আপনি আমার চাহিদাকে পূরণ করুন।

আমাকে এগুলো যোগান দেবার ভার নিন এবং আমার সকল কাজে আমার উপর নজর রাখুন।

বিশেষত যদি আপনি আমার ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন, আমি অপদস্ত হব, এর দ্বারা। এবং এর ভাল দিকসমূহ অর্জন করতে অক্ষম হব।

যদি আপনি আপনার সৃষ্টিসমূহের চেয়ে আমার দিকে বেশি খেয়াল করেন, তারা আমার প্রতি কপাল কুচকাবে।

যদি আপনি আমাকে জ্ঞাতিবর্গের কাছে সমর্পণ করেন, তাহলে তারা আমাকে নিরাশ করবে। তারা যদি আদৌ আমাকে কিছু দেয় তবে অনিচ্ছাভরে খুব সামান্য দিবে, দীর্ঘদিন ধরে আমার নিন্দা রটাবে এবং প্রায়শই আমাকে খোঁটা দিবে। সেজন্য, আপনার অসীমতার দ্বারা, হে প্রভু, আমাকে স্বাধীন কর। আপনার মহত্ত্বের দ্বারা আমাকে উন্নিত করুন। আপনার প্রাচূর্যের দ্বারা আমাকে ধনী করুন। আপনার ভান্ডার থেকে আমার চাহিদা যোগান দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। ঈর্ষা থেকে আমাকে পৃথক রাখুন। পাপ থেকে আমাকে দূরে রাখুন। নিষেধ জিনিস করা হতে আমাকে রক্ষা করুন। অমান্যে উৎসাহিত হওয়া হতে আমাকে পবিত্র রাখুন। আমার প্রত্যাশা আপনার সাথে সম্পৃক্ত করুন এবং আমাকে তাতে সন্তুষ্ট করুন যা আপনার কাছ থেকে আসে। আপনি আমাকে যা রিযিক দিয়েছেন তাতে

আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার জন্য আপনি যা নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন তাতে আপনি অনুগ্রহ করুন।

সকল অবস্থায় আমাকে নিরাপদ, পথ-প্রদর্শিত, রক্ষিত, আচ্ছাদিত, হেফাজত, আশ্রিত এবং অটল রাখুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার উপর যে সকল দায়িত্ব দিয়েছেন তা সম্পাদন করতে আমাকে সাহায্য করুন এবং আপনার প্রতি কর্তব্য পালনে অথবা আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে যে কারও লাভের জন্য যা কিছু আমার জন্য অবসম্ভাবী করেছেন তা করার জন্য সাহায্য করুন।

যদি আমার শরীর তা করায় দূর্বল হয়, আমার শক্তি খুব কম হয়, আমার ক্ষমতা এটা করতে অপরাগ হলে আর আমার সম্পদ পর্যাপ্ত না হয়, আমি এটা মনে রাখি অথবা ভুলে যাই যা আপনি আমার স্বার্থ পরিপন্থি করে থাকেন, এ সম্বন্ধে আমার কোনো কিছু যদি স্মরণ না থাকে, তখন আপনি আপনার অপূর্ব সীমাহীন ক্ষমতা দ্বারা তা করার সামর্থ দিন, যা আপনার কাছে রয়েছে।

বিশেষত, আপনার কাছে পর্যাপ্ত উপায় রয়েছে।

আপনার সত্তা হল বদান্য।

আমার কাছে এমন কিছু বাকি রেখেন না যা আমার নেক আমলগুলোকে ভাগ করে দেবে অথবা আমার পাপকাজকে কয়েক গুণে বৃদ্ধি করে দেবে, যেদিন আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব। হে আমার রিযিকদাতা!

হে প্রভু, মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং এই দুনিয়ার পর আমার ভালাই-এর জন্য আপনার এবাদত করতে সাহায্য করুন, এর সত্য আমার হৃদয় দ্বারা অনুধাবন করা পর্যন্ত, এই দুনিয়ায় আমার উপর করুনা বিরাজমান অবস্থা পর্যন্ত, স্বেচ্ছায় নেক কাজ করা পর্যন্ত এবং ভয়ে এবং আতঙ্কে পাপ হতে নিরাপদ থাকা পর্যন্ত।

আমাকে এক নূর দিয়ে সাহায্য করুন যাতে আমি লোকদের সাথে চলতে পারি, অন্ধকারে পথ প্রদর্শক পেতে পারি এবং দ্বিধা এবং অনিশ্চয়তার মাঝেও নিজেকে আলোকিত করতে পারি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার ভিতরে ভয়ানক শাস্তির ভয়াবহতা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিদানের প্রত্যাশা দিয়ে দিন, প্রকৃতপক্ষে ঐ আনন্দ চাক্ষুষ করা পর্যন্ত যা সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে দোয়া করি এবং ঐ যন্ত্রণা যা থেকে রক্ষার জন্য আমি আপনার কাছে দোয়া করি।

হে প্রভু, বিশেষত, আপনি জানেন যে এই দুনিয়া এবং তার পরবর্তী জীবনে আমার জন্য কি মানানসই।

সেজন্য আমার চাহিদা পূরণ করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

যা সঠিক তা দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন।

আপনি যা আমাকে দান করেছেন উন্নতি, দারিদ্রতা, অসুস্থতায় এবং স্বাস্থ্য ভাল অবস্থায় তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি না। কবুলিয়ত এবং আমার আত্মার চেতনার সন্তুষ্টির আরাম অনুভব করা পর্যন্ত। যা সকল জিনিসে আপনার প্রাপ্য যা বিভিন্ন সময়ে ঘটে থাকে ঃ

ভয়ের সময়,

শান্তির সময়,

আনন্দের সময়,

গোসসার সময়,

হারানো এবং প্রাপ্তির সময়।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার বুককে ঈর্ষা থেকে মুক্ত করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার অনুগ্রহে কোনোকিছুর জন্যই আমি যতক্ষণ না আপনার কোনো সৃষ্টিকে ঈর্ষা করি। এখানকার অথবা পরকালের যে কোনো ব্যাপারেই যতক্ষণ না আপনার কোনো সাহায্য আপনার কোনো সৃষ্টি দেখি, কল্যাণ অথবা করুনার, উন্নতি অথবা আরামে। কিন্তু শুধু আপনার কাছ থেকে আর আপনার কাছ থেকেই নিজের জন্য এদের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি।

আপনি একক, আপনার কোনো শরিক নেই।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

ভুল থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন।

সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে এ দুনিয়া এবং পরকালে আমাকে ভুল থেকে নিরাপদ রাখুন।

যতক্ষণ আমি সমমানে অধিষ্ঠিত থাকব, আমার ক্ষেত্রে যাই ঘটুক। এভাবে আপনাকে মান্য করে কাজ করে দিলের এক রাজত্বের ঘটনায়।

আমার শত্রু আমার নির্যাতন এবং শোষণ হতে নিরাপদ থাকা পর্যন্ত, বন্ধু এবং শত্রুদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য কিছু ব্যতিরেকে আপনার অনুমোদন পছন্দ করে।

আর আমার বন্ধু আমার পক্ষপাতিত্ব এবং অমূলক আবেগের আশা ছেড়ে দেয়।

আমাকে তাদের মত করুন যারা উন্নতির সময় একাগ্রচিত্তে আপনার প্রতি মনোনিবেশ করে, তাদের মুনাজাতের সময় আতঙ্কিত হয়ে তারা যেমন করে।

বিশেষত আপনার সত্তা প্রশংনীয় এবং মহৎ।

২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

নিরাপত্তা কামনা এবং তা কবুল হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করুন।

নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে মর্যাদা দিন।

নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে পথ নির্দেশ করুন।

নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে স্বাধীন করুন।

অনাথাশ্রমের মত আমার উপর নিরাপত্তা বরাদ্দ করুন।

নিরাপত্তা দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।

আমার জন্য নিরাপত্তা বিস্তার করে দিন।

আপনার তরফ থেকে দেয়া নিরাপত্তা আমার জন্য উপযোগী করে দিন।

এই দুনিয়া এবং পরবর্তী দুনিয়া উভয় স্থানেই আমার এবং আপনার দেয়া নিরাপত্তার মাঝে দূরত্ব রেখেন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার জন্য পর্যাপ্ত, আরোগ্যকর, উন্নিত, বাড়ন্ত এবং নিরাপদ যা আমার শরীরে নিরাপত্তা দিবে এমন এক নিরাপত্তা দিন, এই দুনিয়ায় অথবা পরকালে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আমার বিশ্বাসে এবং শরীরে শান্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে সাহায্য করুন :

দিলে অন্তদৃষ্টি দিয়ে।

আমার কাজের সফলতায়।

আপনাকে ভয় পাওয়ায়।

আপনার যা বন্দেগী করতে বলেছেন তা করার ক্ষমতা দেয়ায়।

আর যা করতে আপনি নিষেধ করেছেন তা এড়িয়ে চলার।

হে আমার আল্লাহ্!

হে প্রভু, হজ্জ এবং উমরাহ করার জন্য সব সময় আমাকে করুনা দান করুন।

নবীর রওজা যিয়ারত করার জন্য (অনুগ্রহ এবং করুণা তাঁর উপর বর্ষিত হোক), তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের সাহায্য করুন।

এবং আপনার রাসূলের পরিবারের সদস্যদের রওজা যিয়ারত করার জন্য যতদিন আপনি আমাকে জীবিত রাখেন, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে। আর তাদের (নবীর পরিবারের সদস্য) উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আর এটাকে গ্রহণীয়, কবুল এবং আপনার দ্বারা স্মরণীয় করতে এবং আপনার ভান্ডারে জমা করতে।

আমার জিহ্বাকে আপনার প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, আপনার স্মরণ করার তৌফিক দিন এবং তার উপর বেশ বড় একটা প্রশংসাজ্ঞাপনের সুযোগ দিন।

আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের পথে নির্দেশনা মানার উপযোগি করে আমার দিলকে প্রশস্ত করে দিন।

আমাকে এবং আমার সন্তানকে শয়তান হতে রক্ষা করুন, যে বিদ্বেষপূর্ণ পাপের কারণে পাথরের নিক্ষেপে বিতাড়িত হয়েছিল। যে হল হুলদার প্রাণী, বর্বর এবং নীচ।

আমাকে প্রতিটি অবাধ্য শয়তান হতে রক্ষা করুন।

আমাকে প্রতিটি বিদ্বেষপরায়ণ শাসকের দুর্নীতি হতে রক্ষা করুন।

হিংসুক এবং উদ্ধত ধনী লোকদের দুর্নীতি হতে রক্ষা করুন।

আমাকে দূর্বল এবং শক্তিশালীদের, উঁচু এবং নিচুদের, বড় এবং ছোটদের, নিকটস্থ এবং দূরবর্তীদের দুর্নীতি হতে রক্ষা করুন। এবং মানুষদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের দুর্নীতি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন যারা আপনার রাসূলের অথবা তাঁর আহ্লে আল-বায়তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল। এবং আমাকে প্রত্যেক সৃষ্টির খারাবী হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন যারা দুনিয়ায় বিচরণ করে এবং যাদের ভাগ্য আপনার দ্বারা নির্ধারণ হয়।

বিশেষত আপনি হক পথ অবলম্বনের পক্ষে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

তাকে আমার কাছ থেকে দূরে ফেলে দিন যে আমার ক্ষতি করার ইচ্ছা করে।

তাদের ফন্দি হতে আমাদেরকে দূরে রাখুন।

আমার কাছ থেকে তার শয়তানী দূর করুন।

তার প্রতারণার মায়াজাল তার গলায় ঝুলিয়ে দিন।

আমাকে দেখা হতে বিরত রাখতে তাকে অন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত তার সামনে একটি বাঁধ দিয়ে দিন।

তাকে বধির করে দিন যাতে সে আমার কথা শুনতে না পারে।

আমার ব্যাপারে ছলনা আঁটার সময় তার দিলকে তালাবদ্ধ করে দিন।

আমার ব্যাপারে তার কণ্ঠকে অকেজো করে দিন।

তার মুণ্ডু ধরে ফেলুন এবং তার মর্যাদাকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করুন।

তার গর্বকে ভেঙ্গে দিন এবং তার গলাকে স্তব্ধ করে দিন।

তার ক্ষমতাকে অকেজো করে দিন এবং তার সকল দুর্নীতি, শয়তানী, গীবত, গুজব, অপবাদ, অনিষ্ট, অস্ত্র, ফাঁদ, তার পদাতিক বাহিণী এবং অশ্বারোহী বাহিনীর অপকারিতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। বিশেষত আপনার সত্তাই গৌরব এবং ক্ষমতার অধিকারী!

২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁর মাতা-পিতার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার বান্দা এবং আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারের পবিত্র লোকদের উপর অনুগ্রহ করুন।

তাদেরকে সাহায্য, করুনা, অনুগ্রহ এবং শান্তি দিয়ে আচ্ছাদিত করুন।

আমার মাতা-পিতাকে আপনার সামনে, হে প্রভু, গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত করুন এবং আপনার কাছ থেকে তাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন, হে পরম দয়ালু!

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

উৎসাহের দ্বারা আমাকে ঐ জ্ঞানের সাথে পরিচিতি করান যা তারা অর্জন করেছিলেন।

এ সমস্ত পরিপূর্ণ জ্ঞান আমার জন্য সংগ্রহ করুন।

আপনি উৎসাহের দ্বারা আমার জন্য যা উদঘাটন করেছেন সে অনুসারে আমল করার জন্য তৌফিক দিন।

এরকম জ্ঞানের পরিব্যাপ্ত করার জন্য আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন যেমন আপনি আমাকে তা সম্পাদন করা পর্যন্ত আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি যা আমার জন্য উদঘাটন করেছেন তা করার জন্য আমার অঙ্গগুলোকে অলস করেন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন যেমন আপনি তাঁর সাহায্যে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন যেমন তাঁর উছিলায় আপনি আমাদেরকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

আমার মাতা-পিতাকে ভয় করার তৌফিক দিন যেমন আমি একজন অত্যাচারী শাসককে ভয় করতাম এবং একজন প্রশয়পূর্ণ মায়ের মত তাদেরকে পরম ভালবাসা প্রদর্শন করার তৌফিক দিন।

পিপাসায় খাবার পানির চেয়ে, আমার বুককে পঙ্কিল করার চেয়ে, ডুব দিয়ে নিমজ্জিত থাকার চেয়ে আমার মাতা-পিতাকে মান্য করার এবং আমার চোখে তৃপ্তিদায়ক হয়ে তাদের খেদমত করার তৌফিক দিন। তাদের প্রত্যাশাকে আমার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পছন্দ করার এবং তাদের প্রয়োজনকে আমার প্রয়োজনের পূর্বে পূরণ করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা পর্যন্ত।

আমার চেয়ে তাদের বদান্যতাকে মূল্যায়ন করার তৌফিক দিন, এমনকি ছোট এবং বড় বিষয়ে আমার লাভকে তাদের সামনে নীচ করে দিন।

হে প্রভু, তাদের জন্য আমার কণ্ঠকে ব্যবহার করার তৌফিক দিন।

আমার কথা তাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক করে দিন।

তাদের প্রতি আমার আচরণ কোমল করে দিন।

তাদের জন্য আমার দিলকে দয়াপরবশ করে দিন।

আমাকে তাঁদের প্রতি আবেগপ্রবণ এবং কোমল করে দিন।

হে প্রভু, আমাকে উঁচুতে (মর্যাদায়) উঠানোর জন্য তাঁদেরকে প্রতিদান দিন।

আমাকে ভালবাসার জন্য তাদেরকে বিনিময় দিন।

তাঁদেরকে রক্ষা করুন যেহেতু তাঁরা আমার অবুঝ কালীন সময় রক্ষা করেছিলেন।

হে প্রভু, তাঁরা আমার কাছে যত ব্যথা পেয়েছেন, আমার কারণে যত নিরানন্দ ভোগ করেছেন অথবা তাঁদের প্রতি আমার যে সকল কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে— এ সমস্ত দিয়ে তাঁদের গুণাহ্ মাফির, তাঁদের মর্যাদা বাড়ানোর এবং তাঁদের নেককাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন।

হে প্রভু, আপনি বদ আমলকে পরিবর্তন করে বহুগুণে নেক আমল বর্ধিত করে থাকেন!

হে প্রভু, ঐ কথা যা আমার প্রাপ্য ছিল না, ঐ কাজ, যা আমার প্রতি অতিরিক্ত ছিল, আমার ঐ দাবি যা তাঁরা পূর্ণ করতে সমর্থ্য হননি, ঐ ঋণ যা তাঁরা আদায় করতে পারেন নি— তাঁদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। এবং এভাবে তাদের সহযোগিতা করলাম।

তাদের শাস্তি মওকুফের জন্য আমি আপনার দিকে আশান্বিত হয়ে ফিরেছি।

বিশেষত আমি তাঁদেরকে কোনো দোষ দিতে পারি না যে তাঁরা এমন কোনো কাজ করেছে যা আমার দিলে আঘাত করেছে, অথবা আমি তাঁদের ঐ কাজকেও অস্বীকার করি না যা তাঁরা আমার কল্যাণের জন্য করেছে, অথবা তাঁরা আমার যে যত্ন নিয়েছে তাও অস্বীকার করছি না। হে প্রভু!

কারণ আমার উপর তাঁদের অবস্থান বেশ বড়; তাদের মর্যাদা আমার কাছে খুব উঁচু এবং তাঁদের প্রতি আমি এতই অনুগত যে আমি আর এমনটি দেখতে পাই না। আর তাঁরা যা চায় আমি তাঁদের তা যোগান দিতে পারি না।

হে প্রভু, হে আমার আল্লাহ, আমাকে বেড়ে তুলতে তাঁদের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের প্রতিদান আমি কিভাবে দিব।

আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাঁদের যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁর প্রতিদান।

আমাকে আরাম দিতে তাঁদের আত্ম-ত্যাগের প্রতিদান।

হায়! হায়! (আমি পারব না)

আমি কখনো তাঁদের দাবি পূর্ণ করতে পারব না। অথবা আমার কাছে তাঁদের যে হক রয়েছে তাও আদায় করতে পারব না। অথবা তাঁদের সেবার দায়িত্ব আমি পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করতে পারব না।

সেজন্য, মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে সাহায্য করুন, হে আন্তরিকভাবে সাহায্য করনেওয়ালা। আমাকে করুনা করুন, হে মহান পথ প্রদর্শক। আপনার কাছেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না যারা ঐ দিন তাদের মাতা-পিতার সাথে মন্দ আচরণ করবে যেদিন "প্রতিটি আত্মাই তাদের প্রাপ্য পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।"

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

বিশেষ করে আমার মাতা-পিতাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন যা আপনি আপনার সত্য বিশ্বাসী বান্দাদের মাতা-পিতার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। হে পরম দয়ালু।

হে প্রভু, আমার এই আন্তরিক মুনাজাতের পর, দিন এবং রাত্রির প্রতিটি ঘন্টায় তাদের কথা ভুলিয়ে দিয়েন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার প্রতি তাঁদের ভাল আচরণের কারণে তাদেরকে নিশ্চিত মাফ করে দিন।

তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিকতার জন্য তাঁদের প্রতি যথাযথ সন্তুষ্ট করে দিন।

আপনার করুনার দ্বারা তাঁদেরকে নিরাপত্তার স্থানে আনুন।

হে আল্লাহ্, আমার মুনাজাতের বদৌলতে যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার প্রতি তাঁদেরকে আন্তরিক করে দিন।

তাঁদেরকে যদি আপনি ক্ষমা করে থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রতি আমাকে আন্তরিক করে দিন যাতে আপনার করুনা, ক্ষমার স্থানে আপনার দয়ার দ্বারা আমরা একত্রিত হতে পারি।

বিশেষ করে আপনি সেই সত্তা যার অনন্যতা মহান, যার দয়া চিরস্থায়ী। আপনার সত্তাই পরম দয়াশীল।

২৫

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে, আমার ব্যাপারে তাদেরকে জ্ঞাত করে এবং তাঁদের সাথে সাথে আমাকে অনুগ্রহ করে আমার মিনতি কবুল করুন।

আমার আল্লাহ্, আমাদের উছিলায় তাদের রিযিক বাড়িয়ে দিন।

আমার উছিলায় তাঁদের জীবিকা বাড়িয়ে দিন। আমার জন্য ঐ সকল সুখী বছরগুলো আনয়ন করুন।

আমার উছিলায় তাঁদের মধ্যে যে দূর্বল তাকে শক্তিশালী করুন।

তাঁদের দেহ, বিশ্বাস এবং নৈতিকতাকে সাধুবাদ দিন।

তাঁদেরকে আত্মায়, দিলে এবং তাঁদের ব্যাপারে যে সকল ব্যাপারে দ্বিধায় রয়েছি তাঁদেরকে সে দিক দিয়ে নিরাপদ করুন।

আমার হাতের দ্বারা তাঁদের আহারাদি দিয়ে দিন।

তাঁদেরকে গুণী, ধার্মিক, দেখা এবং শুনার তৌফিক দিন, আপনার প্রতি অনুগত করুন, আপনার বন্ধুদের প্রিয়তম এবং মঙ্গলকামী করুন এবং আপনার সকল শত্রুদের শত্রু এবং অপ্রিয় করুন। এই মুনাজাতকে কবুল করুন!

হে প্রভু, তাঁদের দ্বারা আমার বাহুকে শক্তিশালী করুন এবং তাঁদের দ্বারা আমার বক্রতাকে সোজা করে দিন।

তাঁদের দ্বারা আমার বংশধরদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। আমার সমাজের সাথে তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করে দিন।

তাঁদের ক্ষেত্রে আমার স্মৃতিকে জীবন্ত করুন।

আমার অনুপস্থিতিতে তাঁদের দ্বারা আমার কাজসমূহ তদারকি করিয়ে নিন।

তাঁদের দ্বারা আমার চাহিদা পূরণ করায় আমাকে সাহায্য করুন।

তাঁদের দ্বারা আমাকে ভালবাসান, আমার প্রতি দয়াশীল করুন, সাহায্যকারী, বিশ্বাসী, অনুগত করুন। বেয়াদব, নীচ, অথবা অপরাধী নয়।

তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে, শিক্ষিত করতে এবং তাঁদের ভাল করতে আমাকে সাহায্য করুন।

তাঁদের থেকে আপনি আমার পুরুষ বংশধর পয়দা করে দিন। এবং এটা আমার জন্য লাভজনক করে দিন।

আমি তাঁদের প্রতি যা চাই তাতে তাঁদেরকে আমার সাহায্যকারী করুন। আমি এবং আমার সন্তানদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন, যে বিতাড়িত।

বিশেষত আপনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, হুকুম করেছেন, এ আমাদেরকে কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন (প্রতিদান দেওয়ায়) তা না করার জন্য যা সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। যে আমাদের ধোঁকা দেয় তাকে আপনি আমাদের শত্রু জ্ঞান করেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের উপরে আপনি তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন যখন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের উপর আমাদেরকে কর্তৃত্ব দেননি। তাকে আপনি আমাদের বুকের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের রক্তনালীতে চলাচলের অধিকার দিয়েছেন। আমরা যদিও অসচেতন সে কিন্তু সচেতন। আমরা যদিও ভুলে যাই সে কিন্তু ভুলে না। সে আমাদের অন্তরে আপনার পীড়া থেকে নিশ্চিন্ত করে এবং আপনি ব্যতীত অন্য কারো ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যদি আমরা কোনো পাপ করার ইচ্ছা করি, সে আমাদেরকে এতে উৎসাহ দেয়। যদি আমরা কোনো ভাল কাজের ইচ্ছা করি, সে আমাদেরকে ধিক্কার দেয়। সে আমাদের ভিতর দুর্বার যৌনবাসনা ঢুকিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের জন্য দ্বিধা জাগিয়ে তুলে। যদি সে কোনো প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং যদি সে আমাদেরকে আশা দেয়, সে এর দ্বারা আমাদেরকে নিরাশ করে। যদি আপনি তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে না নেন, সে আমাদেরকে বিপথগামী করবে। আপনি যদি তার অপকর্ম হতে আমাদেরকে হেফাজত না করেন, সে আমাদের দ্বারা ভুল করাবে। সেজন্য, হে প্রভু, আপনার ক্ষমতাবলে আমাদের উপর থেকে তার কর্তৃত্ব উঠিয়ে নিন। আপনার প্রতি আমাদের একান্ত দোয়া আপনি আমাদেরকে তার কাছ থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি দেবার পূর্ব পর্যন্ত। যাতে আপনার দ্বারা রক্ষিত ঐ শ্রেণীর মত আমরা তার চালাকিকে অতিক্রম করতে পারি।

হে প্রভু, আমার সকল বাসনা কবুল করুন।

আমার চাহিদা পূরণ করুন।

আমার হতে আপনার রহমতের জওয়ার ত্যাগ করেন না যখন আপনি আমাকে এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

আপনি আমার প্রার্থনা ফেলে দিয়েন না যখন আপনি আমাকে এটা করতে বলেছেন।

আমাকে এ দুনিয়ায় এবং পরের দুনিয়ায় ভালাই দিয়ে সাহায্য করুন। যা কিছু আমি স্মরণ করছি অথবা যা আমি ভুলে গেছি, ব্যক্ত করেছি, অব্যক্ত রয়েছে, বর্ণিত হয়েছে অথবা টেনেছি।

একা শুধু আপনার কাছে মিনতির দ্বারা আমাকে নেককারদের মধ্যে করুন, যারা আপনাকে ডাকায় সফল হয়েছে, যারা আপনার প্রতি বিশ্বাসের কারণে সম্মানিত হয়েছে, যারা আপনার হয়ে তর্ক-বিতর্ক করে লাভবান হয়েছে, যারা

আপনার রাজত্বের অনুমোদন নিয়েছে, যারা আপনার দয়া ও বদান্যতায় নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত জায়েজ আহারাদি বরাদ্দ করিয়েছে, যারা আপনার করুনায় মর্যাদায় উন্নিত হয়েছে।

তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যারা আপনার বিচারের শাসন হতে আশ্রয় চায়।

যারা আপনার করুণায় দুর্যোগ হতে নিরাপদ।

যারা আপনার সীমাহীন সম্পদ দ্বারা দারিদ্রতা হতে উন্নতি করে সম্পদশালী হয়েছেন।

যারা পাপ, বিপদগামী এবং ভুল হতে আপনার ভয়ের দ্বারা রক্ষা পেয়েছে।

আপনার বাধ্যতার জন্য গুণ ও নেকের জন্য যাদের বদান্যতা রয়েছে।

আপনার ক্ষমতার কারণে যাদের মধ্যে এবং পাপের মধ্যে পাঁচিল আছে।

যারা সমস্ত পাপ ত্যাগ করে।

যারা আপনার প্রতিবেশী।

হে প্রভু, আপনার বদান্যতা এবং করুণার দ্বারা আমাদের সকল আবেদন মঞ্জুর করুন।

আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

আমি আমার জন্য এবং আমার সন্তানদের জন্য এই দুনিয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য যেমন যা কিছু আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়েছি, তেমনি সকল পুরুষ ও মহিলা মুসলমান এবং সত্য বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলাদেরকে সাহায্য করুন।

বিশেষত, প্রতিদান দেওয়ায়, শুনায়, জানায়, তত্ত্বাবধানে, ক্ষমা করায় আপনার সত্তা অনন্য। যিনি দয়ালু এবং করুণাময়।

আমাদেরকে এই দুনিয়া এবং পরের দুনিয়ায় ভালাই দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।

২৬

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁর প্রতিবেশী এবং সাথীদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার প্রতিবেশী এবং সাথীদের মাঝে আমাকে বিশ্বাসী করুন; যারা আমার অধিকার জানে। এবং আপনার পরম বিশ্বস্ততার দ্বারা আমাদের শত্রুদেরকে বিতাড়িত করুন।

আপনার রাস্তা ধরতে এবং আপনার মহান ব্যবহার অনুসরণ করতে তাদের উপর করুণা করুন, যারা দূর্বল তাদের উপর দয়াশীল হতে।

তাদের অভাব দূর করতে,
অসুস্থাবস্থায় তাদেরকে দেখতে,
তাদেরকে পথ নির্দেশ করতে যারা পথ নির্দেশ চায়
তাদেরকে উপদেশ দিতে যারা উপদেশ চায়,
তাদের মেহমানদের আতিথেয়তা করতে,
গোপনীয় জিনিসকে গোপন রাখতে,
তাদের বেহায়াপনা ঢেকে দিতে,
তাদের শত্রুকে নিস্তার দিতে,
সত্যিকারভাবে তাদেরকে সাহায্য করে তাদের সাথে সহানুভূতিশীল হতে,
বদান্যতা এবং করুণা দ্বারা তাদের ভাল সাধন করতে এবং অনুরোধের পূর্বেই তাদের অধিকার দিয়ে দিতে।

হে প্রভু, আমি যেন তাদেরকে ভাল জিনিস ফেরত দিতে পারি যারা মন্দ করে, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাদের অবিচার এড়িয়ে গিয়ে, সাধারণভাবে তাদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে। সাধারণভাবে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার তৌফিক দিন। তাদের প্রতি প্রতিশোধের দৃষ্টিতে তাকানোতে আমার চোখ বন্ধ করে দিন। আমার দ্বারা তাদের সাথে নম্রতার আচরণ করান। তাদের মধ্যে নিরাশ ব্যক্তির সাথে দয়াপরবশ হতে দিন। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করান। তাদের সচ্ছলতায় ভালবাসতে দিন। তাদের প্রতি আমার ঐ কর্তব্য সম্পাদন করান যা আমি আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পাদন করে থাকি এবং আমি আমার পছন্দনীয় ব্যক্তির সাথে যেরকম বিবেচনা করি তাদের সাথেও তা করান।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তাদের দিয়েও আমার সাথে একরকম আচরণ করান। তাদের সাথে যা আছে আমাকে তার বড় অংশের সাথে সম্পৃক্ত করুন।

আমার অধিকারের বিষয় সম্বন্ধে তাদেরকে জ্ঞাত করান এবং আমার মেধা বিবেচনা করান যাতে আমার দ্বারা তারা ভাগ্যবান হতে পারে এবং তাদের দ্বারা আমি।

২৭

بسم الله الرحمن الرحيم

সীমান্ত রক্ষীদের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার ক্ষমতার দ্বারা মুসলিম সীমান্ত রক্ষীদেরকে সুরক্ষিত করুন। আপনার শক্তিবলে তাদের রক্ষকদের সমর্থন করুন। আপনার খাজানা হতে তাদেরকে পুরস্কার দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তাদের (সীমান্ত রক্ষীদের) সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

তাদের অস্ত্রগুলো ধারালো করে দিন।

তাদের এলাকা রক্ষা করুন।

তাদের বেষ্টনকে রক্ষা করুন।

তাদের সাথীদেরকে একতাবদ্ধ করুন।

তাদের দায়িত্বকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন।

তাদের খাদ্য সামগ্রীকে অবিরত করে দিন এবং আপনি নিজে তাদের কাজের দেখাশুনা করুন। বিজয় দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করুন। ধৈর্য্যের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করুন। তাদেরকে কৌশল বাত্‌লে দিয়ে আপনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যাতে তাঁরা অজ্ঞ তাদেরকে তা জানিয়ে দিন। তারা যা জানে না তাদেরকে তা শিখিয়ে দিন। তারা যা দেখে নি তাদেরকে তা দেখিয়ে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যখন তারা শত্রুর মোকাবিলা করে তখন তাদেরকে দুনিয়ার বিবেচনা ভুলিয়ে দিন যা একেবারে ধোঁকা এবং অকেজো। তাদের দিল থেকে সম্পদের মোহ দূর করে দিন। তাদের সামনে বেহেশ্‌ত প্রদর্শন করুন।

তাদের লক্ষ্যমাত্রা ব্যক্ত করুন যাতে তারা বিভিন্ন নেয়ামত আস্বাদন করতে পারে ঃ

চিরস্থায়ী বাসগৃহে।

অনুগ্রহের আবাসস্থল।

অপূর্ব সুন্দর হূরসমূহ।

নহরসমূহ যেথায় বিভিন্ন রকমের পানীয় প্রবাহিত হবে।

ফলসমূহ ভারাক্রান্তে বৃক্ষসমূহ যাতে তাদের কেউ দ্বিধায় পড়ে পিছনে হটে না যায়, অথবা তার নফস্ যাতে শত্রু থেকে পালাতে না চায়।

হে প্রভু, এ সকল ব্যবস্থাদি দ্বারা তাদের শত্রুদেরকে পরাজিত করুন।

তাদের নফরগুল্লোকে কেটে দিন।

তারা এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিন।

তাদের দিল থেকে দৃঢ়তাকে উপড়ে ফেলুন।

তারা এবং তাদের উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিন।

তাদের পথে চলতে তাদেরকে বিব্রত করে দিন।

সোজা রাস্তা থেকে তাদেরকে আবর্জনায় ফেলে দিন।

অতিরিক্ত সৈন্যদেরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিন, ভয় দিয়ে তাদের দিলকে পূর্ণ করে দিন।

তাদের হাত যেন প্রসারিত করতে না পারে।

তাদের বাকরুদ্ধ করে দিন।

তাদেরকে পশ্চাৎগামীদের হতে ছত্রভঙ্গ করেদিন।

তাদের অনুসারীগণকে শাস্তি দিন।

এদের পরে তাদেরকে করুণা বঞ্চিত করে নিরাশ করুন।

হে প্রভু, তাদের স্ত্রীদের গর্ভ খালি করে দিন।

তাদের পুরুষদের কোমর শুষ্ক করে দিন।

তাদের জীব-জানোয়ার এবং গরুর সঙ্গম বন্ধ করে দিন।

তাদের আকাশে বৃষ্টি দিয়েন না, অথবা তাদের মাটিকে সবজী উৎপন্ন করে তাদেরকে শক্তিশালীও করেন না। হে প্রভু, আপনিই মুসলমানদের শক্তি।

তাদের (মুসলমান সীমান্ত রক্ষীদের) শহরগুলো সুরক্ষিত করুন।

তাদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে দিন।

আপনার এবাদতের জন্য যুদ্ধ করা হতে তাদেরকে মুক্তি দিন। শুধু একা আপনার সাথে সম্পর্ক করার জন্য তাদের দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দিন, ঐ পর্যন্ত যখন আপনি ব্যতীত আর একজনও দুনিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তার না করে এবং আপনি ব্যতীত আর কারও সামনে যখন সিজদা করা না হয়।

হে প্রভু, প্রতিটি মুসলিম সীমান্তে ঐ সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই যেন তারা তাদের (মুসলিম) নিকটবর্তী।

আপনার পক্ষ হতে প্রচুর বা অগণিত ফেরেস্তা পাঠিয়ে তাদের বলীয়ান করুন যতক্ষণ না শত্রুরা বহুদূর পর্যন্ত বিতাড়িত হয়।

তাদেরকে মেরে ফেলুন এবং ধরিয়ে দিন।

অথবা তারা যেন আপনাকে আল্লাহ্ বলে স্বীকার করে নেয়।

হে প্রভু, আপনার শত্রুদের জন্য এ দোয়া কবুল করুন, যারা বিভিন্ন দেশে রয়েছে ঃ

ইন্ডিয়া, রোম, তুর্কিস্তান,

খার্জ, আবিসিনিয়া, নুবিয়া,

জাংজিবার, সিসিলি এবং ডেলামিটিসদের দেশ।

এবং অন্যান্য মুশরিক জাতিসমূহ যাদের নাম এবং বর্ণনা আমার অজানা কিন্তু আপনি আপনার জ্ঞানের বলে অতি সহজেই তাদের হিসেব রাখেন এবং আপনার ক্ষমতা বলে তাদের ব্যাপারে অবগত আছেন।

হে প্রভু, শত্রুদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ বাধিয়ে দিন যাতে তারা মুসলিম সীমান্তে আসা থেকে বিরত থাকে।

তাদের সংখ্যা কমিয়ে আতঙ্কিত করে দিন যাতে তারা মুসলমানদের আঘাত করা থেকে বিরত থাকে।

তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগতে দিন।

হে প্রভু, তাদের দিলে নিরাপত্তা অনুভূত হওয়া থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করুন এবং তাদের দেহ শক্তিশালী হওয়া থেকে বঞ্চিত করুন।

কৌশল গ্রহণে তাদেরকে ভুলু মন করে দিন।

তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনই দূর্বল করে দিন যে তারা পদাতিক সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে ব্যর্থ হয়।

বীরদের সাথে মোকাবেলায় তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করুন।

তাদের বিরুদ্ধে অগণন ফেরেস্তাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেমন আপনি বদরের যুদ্ধে করেছিলেন।

এভাবে তাদের শিকড় কেটে দিন।

তাদের গর্বকে নস্যাৎ করে দিন।

তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিন।

হে প্রভু, তাদের পানির সাথে মহামারী, তাদের আহারাদির সাথে রোগ বিস্তার করে দিন।

তাদের শহরগুলোকে ধ্বসিয়ে দিন।

তাদেরকে বর্শা ছুঁড়ে বিতারিত করে দিন।

অনাবৃষ্টি দিয়ে তাদের সাথে মোয়ামেলা করুন।

আপনার পৃথিবীর সবচেয়ে মরুস্থানে তাদের রিজিক দিন এবং তাদের কাছ থেকে রিযিক খুব দূরে রাখুন। আর তাদের জন্য সবচেয়ে অনভিগম্য রাজ্য ধার্য করুন।

তাদেরকে চিরস্থায়ী ক্ষুধা এবং যন্ত্রণাদায়ক উষ্ণতা দিয়ে আক্রান্ত করুন।

হে প্রভু, ঈমানদার যে কোনো যুদ্ধা অথবা আপনার আইনের অনুসারী সৈনিককে তাদের পারিশ্রমিক দিন, যাতে তারা আপনার প্রতি উন্নিত করতে পারে।

আপনার পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ অংশ দিয়ে তাকে আপনি সুবিধা দিন। তার প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগান দিন এবং তাকে সফলতা দিন।

তার সহযোগী নির্বাচিত করুন।

তার মেরুদণ্ডে শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তার জন্য পর্যাপ্ত উপায় বের করে দিন।

তাকে সুখ দিয়ে অনুগ্রহ করুন।

দুনিয়ার প্রত্যাশার আগুন থেকে তাকে দূরে রাখুন।

একাকিত্বের বিষন্নতা থেকে তাকে ছাড় দিন।

পরিবার এবং সন্তানের কথা মনে করাকে ভুলিয়ে দিন।

তাকে একটি সৎ নিয়তের দ্বারা অনুগ্রহ করুন।

তার সাথীর উপর শান্ত বর্ষিত করুন।

কাপুরষতা থেকে তাকে রক্ষা করুন।

সাহস দিয়ে তাকে উৎসাহিত করুন।

তাকে শক্তি দিন।

বিজয়ের দ্বারা তাকে সহযোগিতা করুন।

তাকে রাস্তা বাত্‌লে দিন এবং অনুশীলন করান।

তাকে আদেশ দিয়ে পথ নির্দেশ করুন।

তার ভান বা ছলনাকে দূর করে দিন।

প্রচার করার ইচ্ছা থেকে তাকে ছাড় দিন।

তার চিন্তা-ভাবনা, তার কথা, তার চলাফেরা এবং তার অবস্থান করা আপনার জন্য আর আপনার জন্যই করে দিন (আপনার রেজামন্দির জন্য)।

যখন সে আপনার শত্রুর মোকাবেলা করে, তার কাছে তাদেরকে (আপনার শত্রুকে) দূর্বল করে দিন, তার দিলে তাদের গর্বকে কমিয়ে দিন, তাদের উপরে তাকে বেশি শক্তি দিন, তার উপর তাদেরকে বেশি শক্তি দিয়েন না।

যদি আপনি তার জীবনের শেষে অনুগ্রহ রেখে থাকেন এবং তার জন্য শহীদি মর্যাদা নির্ধারণ করে থাকেন, তাহলে এটা ঐ সময়ের পরে করুন যখন সে আপনার শত্রুদেরকে জবাই করে শিকড় উপড়ে ফেলবে।

তাদেরকে বন্দি করে তার কাজ সমাপ্ত করার পর।

মুসলিম বেষ্টনি নিরাপদ হওয়ার পর।

ঐ সময়ের পর যখন আপনার শত্রু পিছু হটে যায় এবং ধ্বংস হয়।

হে প্রভু, আর যখন কোনো মুসলিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি পাহারা দিন। যারা বাড়িতে রয়ে গেছে তাদেরকে দেখা শুনা করুন।

তার সম্পদের এক অংশ দ্বারা তাকে সাহায্য করুন। অথবা কৌশল দিয়ে তাকে সহায়তা করুন।

অথবা ঈমানের জন্য লড়াই করতে তাকে উৎসাহিত করুন।

অথবা ঐ সময় তার কথা শুনুন যখন সে নিজের সাথে জোড়াবার জন্য অন্যদেরকে আহ্বান করে।

অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করুন।

তারপর পূর্বের মত তাকে প্রতিদান দিতে সন্তুষ্ট হয়ে যান। ওজনের স্থলে ওজন, স্তূপের স্থলে স্তূপ এবং তার কাজের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিন। যা দ্বারা সে যত দূর অগ্রসর হয়েছে তার লভ্যাংশ দ্রুত অর্জন করতে

পারে। এবং তার অর্জন অনুসারে আনন্দ ঐ সময় পর্যন্ত সে ভোগ করবে যতক্ষণ না আপনি তাকে আপনার অনুগ্রহে অনুগ্রাহান্বিত করেন এবং আপনার প্রাচুর্য থেকে তাকে দান করেন।

যখনই ইসলামের কারণে মুসলমান বিষন্ন হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের একত্রিত হওয়ায় ইসলামের অনুসারীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এবং সেজন্য লড়াই করার স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

অথবা ধর্ম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ওয়াদা করে।

কিন্তু দূর্বলতা তাকে বসিয়ে রাখে। দারিদ্রতা তাকে বিলম্ব করায়।

অথবা কিছু কিছু ব্যাপার তাকে এ থেকে বিরত রাখে।

অথবা তার ওয়াদার সাথে সাথে অন্য কোনো সমস্যার আবির্ভাব ঘটে। হে প্রভু, উৎসর্গকারীদের মধ্যে তার নাম লিখতে রাজি হোন। যারা ঈমানের জন্য লড়াই করে প্রতিদান পেয়েছে তাকে তা দিয়ে দিন।

তাকে শহিদ এবং নেককারদের স্তরে স্থান দিন।

হে প্রভু, আপনার বান্দা এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যা অন্যান্য অনুগ্রহ থেকে অনেক মর্যাদার, অনেক উঁচু স্তরের। সময়ের দীর্ঘতায় যা কোনো সীমা রেখায় অন্তর্ভূক্ত হবে না। আপনার যে কোনো বন্ধুর উপর আপনি প্রদত্ত নেয়ামতের মত যা কোনো সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না (অগনিত)।

বিশেষত, আপনার সত্তাই সবচেয়ে প্রশংসিত, অনাদি, যার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, সেরা কারিগর যদি আপনি ইচ্ছে করেন।

২৮

بسم الله الرحمن الرحيم

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্যের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, অন্যদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি আপনার দিকে রুজু হয়েছি।

আমি আপনার সত্তার দিকে এসেছি আমার পুরু দিল নিয়ে।

আমি তার কাছ থেকে আমার মুখ ঘুরিয়েছি যার আপনার খাজানার দরকার পড়ে।

আমি তার কাছে অনুরোধ করা পরিত্যাগ করেছি যে আপনার নেয়ামত হতে স্বাধীন নয়।

আমি এটা আবিষ্কার করেছি যে অভাবীর কাছে অভাবীর আবেদন হল বোকামী এবং যুক্তিসঙ্গত একটি ভুল।

অনেক লোককে আমি দেখেছি, হে প্রভু, যে আপনাকে ছেড়ে অন্যের কাছে সম্মানের জন্য আবেদন জানায় এবং অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়েছিল।

যে আপনার পাশে অন্য কারোর মাধ্যমে উন্নতি কামনা করে এবং সে নীচ হয়ে অভাবী হয়ে যায়।

যে সম্মানের জন্য সংগ্রাম করে এবং সেজন্য নীচ হয়।

এভাবে, একজন সচেতন লোক তার সর্বোচ্চ লাভ গ্রহণে অন্যদের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে এবং তার পছন্দসই চাহিদাকে নেককারদের পথে চালনা করে।

হে আমার মালিক, আপনার সত্তার কাছে আমি আপনার সাহায্য কামনা করছি। অন্যদের কাছে আবেদন না করে আপনার কাছে আবেদন করাই পছন্দ করেছি

আপনার সত্তার কাছে লোকেরা প্রার্থনা করে। আর আপনিই আমার অভাব পূরা করার অধিকার রাখেন।

আমার আবেদন নির্দিষ্ট করে আপনার প্রতি করেছি। অন্যসবাইকে ছাপিয়ে, যাদের প্রতি আবেদন করা হয়।

আমি আমার আশা পূরণে আপনার সাথে আর কাউকেই স্থান দেই না।

আমার প্রার্থনায় আমি আপনার সাথে আর কাউকেই শরিক করিনি। আর আমার মিনতি আপনি ব্যতীত আর কারো কাছেই নয়।

হে আমার প্রভু, আপনিই একত্ববাদের মালিক, চিরন্তন কর্তৃত্বের আপনিই অধিকারী, শক্তি ও ক্ষমতায় অনন্য। আর আপনি সম্মান এবং পরিশ্রমের স্তরের মালিক।

আপনার পাশে প্রত্যেকেই তার জীবনভর আপনার করুণার পাত্র।

তার কাজে সে অধীন।

তার অবস্থা অনুযায়ী সে একজন কর্তা।

তার পারিপার্শ্বিকতায় পরিবর্তন হচ্ছে।

গুনে পরিবর্তন হচ্ছে।

কিন্তু আপনার সত্তা সমকক্ষ অথবা প্রতিপক্ষ হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী এবং তার সমকক্ষ এবং যুগল থাকার চেয়ে তিনি বরং আরও অনেক গৌরবের।

সেজন্য আপনি পবিত্র সত্তা।

আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

পারিপার্শ্বিকতায় দৃঢ় থাকার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, যখন আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি নি, আপনি বিশেষত আমাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছেন, সুদূর প্রসারি আশার সাথে আমাদের দীর্ঘ জীবন ধারণের উপায়ে। আপনার জায়েজ আহারাদি হতে আমরা খাদ্য অন্বেষণে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং আমাদের প্রত্যাশাসমূহ আমাদেরকে দীর্ঘায়ু পাওয়ার জন্য লালায়িত করেছে।

সেজন্য, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে এখলাস ওয়ালা ঈমান দিন যা দ্বারা আপনি আমাদেরকে জীবিকা উপার্জনের কষ্ট হতে রক্ষা করুন।

আমাদেরকে নিখাদ আত্মবিশ্বাস দ্বারা উৎসাহিত করুন যা দ্বারা আমরা কঠোর পরিশ্রমের অবসাদ হতে রক্ষা পেতে পারি।

আপনি আপনার কিতাবে বৃষ্টির জন্য আপনার নিজ কথায় যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পূরা করুন। আর এই বৃষ্টিই পারে আমাদেরকে জীবিকার হতাশা থেকে হেফাজত করতে, যা যোগান দেবার ভার আপনি গ্রহণ করেছেন।

তা তালাশের ভার গ্রহণ থেকে আমাদেরকে ছাড় দিন, যা পর্যাপ্ত যোগান দেবার কথা আপনি নিশ্চিতভাবে দিয়েছেন।

আপনি বলেছেন (আপনার বলা সঠিক এবং সত্য) যে আপনি শপথ করেছেন (আপনার শপথ সবচেয়ে হক্ব এবং বিশ্বাসযোগ্য) (বলুন), "আর তোমাদের রিযিক আসমানে এবং তা দেয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হলো।" আপনি আরও বলেছেন, "এবং প্রভু আসমানে এবং তারপর জমিনে এটা (রিযিক) দিয়ে থাকেন, আপনি যা বলেন তা সত্য।"

৩০

بسم الله الرحمن الرحيم

ঋণ পরিশোধে সাহায্যের জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে ঐ ঋণ হতে রক্ষা করুন যা আমার চেহারাকে মলিন করে দিয়েছে, যার কারণ আমার বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে গেছে। যার কারণে আমার মন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এবং যা পরিশোধ করতে আমার পরিশ্রম বেড়েছে। আমি আপনার হেফাজত আবেদন করছি, হে প্রভু, ঋণ এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিষন্নতা হতে, ঋণের ঘুমহীনতার অস্বস্তি হতে। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে এ (ঋণ) থেকে হেফাজত করুন। আমি আপনার কাছে এই দুনিয়া এবং মৃত্যুর পরের যে জীবন সেখান থেকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করা থেকে মুক্তি চাই। তারপর, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। চমৎকার এক উন্নতি অথবা প্রাচূর্য দিয়ে আমায় এ থেকে নিষ্কৃতি দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। অপচয় করার হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। বদান্যতা এবং মিতব্যয়িতার দ্বারা আমাকে সংশোধন করুন। অর্থের মূল্য আমাকে শিক্ষা দিন। অসৎ আমোদ-প্রমোদ হতে আমাকে দয়া করে নিষ্কৃতি দিন। আমার রিযিক সৎ উৎস থেকে প্রবাহিত করুন।

আমার অর্থ সম্পদকে নেককাজে পরিচালনা করুন।

আমাকে ঐ সম্পদ দেয়া থেকে নিষ্কৃতি দিন যা আমার ভিতর দ্বিধা সৃষ্টি করবে অথবা আমাকে অবাধ্য কর্তৃত্বের দিকে চালনা করবে অথবা আমার শত্রু যোগাবে।

হে প্রভু, আমি যেন মিছকিনদের সাথীদেরকে ভালবাসি। প্রচুর ধৈর্য্য নিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করতে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে এই দুনিয়ায় যা কিছু ভাল দেননি, তা আমার জন্য আপনার চিরস্থায়ী ভান্ডারে জমা করুন।

আপনার প্রতিবেশি হতে, আপনার দিকে পা ফেলতে এবং আপনার বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে, আমার জন্য এ সম্পদের তুচ্ছ যা কিছু নির্ধারণ করেছেন তা দিন এবং এর ভালাই দিন। বিশেষত আপনি মহা দয়াশীল, বদান্য এবং দানশীল।

৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

পাপের জন্য অনুশোচনা করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার জন্য ঐ ধরণের প্রশংসা যা বর্ণনা করা যায় না। হে প্রভু, আপনার কাছে আমার এমন প্রত্যাশা যা মলিন হতে পারে না। হে প্রভু, আপনার কাছে নেককার বান্দাদের প্রতিদান নষ্ট হতে পারে না। হে প্রভু, আপনার সত্তাই বান্দাদের জন্য ভয়ের কারণ। হে প্রভু, আপনার সত্তাই ধার্মিকদের অতিরিক্ত অনুকম্পার কারণ, এ অবস্থা হল তার যার পাপের হাত (পাপ করা) গুটিয়ে গেছে।

দোষের লাগাম দ্বারা যে উপড়ে গেছে এবং যার উপর শয়তান জয়লাভ করেছে।

তাই সে আপনি যা হুকুম করেছেন, ভুলে যাওয়ার দ্বারা সে এটা করতে অপারগ হয়েছে।

আপনার ক্ষমতার ব্যাপারে অজ্ঞ এমন একজনের মত সে আপনার নিষেধ করা বিষয়ে লেগে রয়েছে।

অথবা তার মত সে আপনার বদান্যতা অস্বীকার করে ঐ সময় পর্যন্ত যখন পথ নির্দেশের চোখ খোলে যায় এবং তার কাছ থেকে অন্ধত্বের মেঘ সরে যায়। যখন সে পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে পারে যে তার আত্মা এবং চিন্তায় তার স্রষ্টার প্রতি সে কি অবিচারই না করেছে।

তাই সকল দিক থেকেই সে তার অপরাধের জঘন্নতা দেখেছে।

সে তার বিরোধীতার মস্ত অপরাধ দেখতে পেয়েছে।

সেজন্য আপনার সামনে লজ্জিত হয়ে, আপনার দিকে ঝুঁকে, আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার প্রত্যাশা পূরণের জন্য এবং ভয়ের কারণে একাগ্রতার সাথে আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, আপনি ব্যতীত সকল ভীতি প্রদর্শনকারী বস্তু হতে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার সাহায্যের জন্য সে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিমুখ হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করুন।

সেজন্য ভক্তি সহকারে সে আপনার সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

নম্রভাবে তার চোখগুলোকে মাটির দিকে স্থাপন করে।

আপনার মহত্ত্বের সামনে বিনয়ের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আত্মার হীনমন্যতায় সে অপরাধ করেছে, যা আপনি তার চেয়ে বেশি জানেন। এবং সে অগনিত পাপ করেছে যার সংখ্যা আপনি জানেন।

সে ঐ সমস্ত বড় গুণাহ্ থেকে নিষ্কৃতি চায় যা আপনার জ্ঞানের ভিতরে সে করার বাসনা করে এবং ঐ সমস্ত কদর্যতা থেকে যা আপনার হুকুমের বেলায় তাকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করে। এবং ঐ সমস্ত গুণাহের মজা হতে যা তাকে পরিত্যাগ করে এবং চলে যায়, যা চিরস্থায়ী হয়।

সে আপনার বিচার অস্বীকার করে না, হে প্রভু, যদি আপনি তাকে শাস্তি দেন।

সে আপনার ক্ষমাকে এত বড় করে দেখে যে, সে ক্ষমা প্রত্যাশা করে এবং করুনা প্রত্যাশা করে। বিশেষত আপনি দয়াশীল মালিক যিনি বড় গুনাহ্ মাফ করতে সংকোচ বোধ করেন না।

সেজন্য দেখুন, হে প্রভু।

আমি এখানে।

আপনার কাছে প্রার্থনায় এবং হুকুম পালনের মাধ্যমে আপনার কাছে হাজির হয়েছি, আপনার প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার আশায় যেখানে আপনি প্রতিশ্রুতি পূরণের অঙ্গীকার করেছেন। আপনি বলেছেন, "আমাকে ডাক। আমি তোমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব।"

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার প্রতি আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন যেমন আমি আপনার দিকে ঝুঁকেছি।

পাপের দ্বারা অন্তর রুদ্ধ করা থেকে জাগিয়ে তুলুন যেহেতু আপনার সামনে আমার আত্মাকে নত করেছি। আপনার পর্দা দ্বারা আমাকে লুকিয়ে রাখুন যেহেতু আপনি আমার প্রতিশোধ পরায়ণ শাস্তি স্থগিত করেছেন।

হে প্রভু, আপনার আনুগত্য করার আমার সঙ্কল্প বাস্তবায়ন করুন।

আপনাকে ভক্তি করার জন্য আমার ভিতর দিককে শক্তিশালী করুন।

ঐ কাজসমূহ করার জন্য আমাকে অনুগ্রহ করুন যা আমার অপরাধ ধূয়ে দিবে।

যখন আপনি আমাকে মরার জন্যই বানিয়েছেন, তখন আমাকে আপনার এবং আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর দ্বীনে মৃত্যু বরণ করার তৌফিক দিন।

হে প্রভু, এ অবস্থায় আমি আপনার কাছে অনুশোচনা করছি আমার কবিরা গুণাহ্ সমূহের জন্য,

সগিরা গুণাহ্ সমূহের জন্য,

প্রকাশ্য গুণাহ্সমূহের জন্য,

গোপন এবং আমার পুরাতন গুণাহ্সমূহের জন্য।

এবং তাদের গুণাহ্সমূহ মাফ করে দিন যারা অতিসম্প্রতি আপনার কাছে অনুশোচনা করেছে, যারা তাদের দিলে (এখন) আপনাকে অমান্য করার কথা বলে না, অথবা আবার পাপে ফিরে যাওয়ার চিন্তাও করে না।

বিশেষত, হে প্রভু, আপনি আপনার কিতাবে বলেছেন যে আপনি আপনার বান্দাদের তওবা কবুল করবেন, তাদের গুণাহ্ মাফ করবেন এবং যারা তওবা করবে তাদেরকে ভালবাসবেন। সেজন্য, আপনি আমার তওবা কবুল করুন, যেমন আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমার গুণাহ্ সমূহ ক্ষমা করুন, যেমন— আপনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আমাকে আপনার ভালবাসা দিন যেমন আপনি চেয়ে থাকেন। আমি আপনাকে বলছি, হে প্রভু, আপনি যা ঘৃণা করেন তাতে আমি আর ফিরে যাব না, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনি যা অনুমোদন করেন না তাতে আমি পুনরায় যাব না, এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার অবাধ্যতার সমস্ত কাজকর্ম আমি পরিহার করব।

হে প্রভু, বিশেষত আপনি ভাল করে জানেন যে আমি কি করেছি। সেজন্য, আপনি যা জানেন তাতে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমতার দ্বারা, আপনি যা ভালবাসেন তাতে আমাকে ঘুরিয়ে দিন।

হে প্রভু, আমি এ সমস্ত কাজের বাধ্যবাধকতায়, যার কিছু অংশ আমি স্মরণ করতে পারছি না এবং যার কিছু অংশ আমি ভুলে গেছি, কিন্তু এ কাজ সবই আপনার চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে যা কখনও ঘুমায় না। আর কাজগুলো আপনার জ্ঞানের সম্মুখে যা কখনও কোনো কিছু ভুলে না। সেজন্য, আপনি ঐগুলোর ক্ষতিপূরণ দিন যা আমা হতে সংঘটিত হয়েছে। আমার কাছ হতে এর ওজন হালকা করে দিন। এ সকল কাজের পুনরায় নিকটবর্তী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভু, বিশেষত আমি আমার অনুশোচনায় বিশ্বাসী হতে পারছি না (আমি শঙ্কিত)—

আপনার হেফাজতে রক্ষা করুন।

আমার পরিবর্তন হওয়াকে ধরে রাখতে পারছি না।

আপনার ক্ষমতার দ্বারা রক্ষা করুন।

সেজন্য, পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি দিয়ে আমাকে শক্তিশালী করুন।

কার্যকরী হেফাজতে আমাকে রক্ষা করুন।

হে প্রভু, যে সৃষ্টিই আপনার কাছে তওবা করে, আপনার অসম্মতিতে সে নিশ্চিতভাবে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তার পাপ ও বদ অভ্যাসে ফিরে আসে। তাই আমি আপনার হেফাজত কামনা করছি, এরকম (বিপথগামী) হওয়ার বিপক্ষে।

সেজন্য আমার এই তওবাকে চূড়ান্ত তওবা হিসেবে কবুল করুন যার পরে আমার যেন আর তওবার প্রয়োজন না হয়— এটা যেন এমন এক তওবা করা হয় যাতে অতীতকৃত পাপ স্বীকার করা হয় এবং বাকি জীবন নিরাপদ থাকা যায়।

হে প্রভু, আমার অজ্ঞতার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আমার কৃতকর্মের জন্য আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সেজন্য, আপনার বদান্যতায় আমাকে আপনার ক্ষমা দ্বারা রক্ষা করুন।

আপনার নিরাপত্তার পর্দা দ্বারা আমাকে ঢেকে দিন।

আমি সবকিছু থেকে আপনার কাছে তওবা করছি যা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল অথবা আমার দিলে ঐ ভাবনা যা আপনার ভালবাসার প্রতিবন্ধক। এবং ঐ সকল কাজের জন্য তওবা করছি যা আমি চোখের চাহ্নিতে এবং জবানের দ্বারা করেছি। যা দ্বারা আপনার শাস্তি থেকে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরাপদ থাকে অথবা আপনার ভীষণ গোসসার ভয় থেকে যেন নিষ্কৃতি দেন।

সেজন্য, হে প্রভু, আপনার অসীম ধৈর্য্যের দ্বারা আমার কৃতকর্ম ক্ষমা করুন।

আপনার ভয়ের কারণে যা আমার দিলে ভীষণভাবে কামড় দেয়।

আপনার ভয়ে যা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঁপুনি সৃষ্টি করে, হে আমার রিযিকদাতা। আমার গুণাহ্ সমূহ আপনার ধৈর্য্যের দ্বারা আমাকে এ অবস্থায় ফেলেছে যাতে আমি নিরব থাকি। আমার হয়ে কেউই কথা বলবে না।

যদি আমি মধ্যস্থতাকারী চাই, আমি তা পাবার অধিকার রাখি না। আর আমি তা পাব না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার ভুলের জন্য আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আপনার ক্ষমার দ্বারা আমার খারাবি দূর করে দিন। আমি আপনার যে শাস্তির আশঙ্কা করছি তা আমার উপর বর্তিয়ে দিয়েন না।

আমার উপর আপনার বদান্যতা মেলে ধরুন।

আপনার পর্দা দ্বারা আমাকে ঢেকে দিন।

আমার সাথে ঐ মোয়ামেলা করুন যা একজন সম্মানিত মনিব করুনার বশবর্তী হয়ে তার এক সহায় সম্বলহীন দাসের সাথে করে থাকে, যে ক্ষমা চায়। অথবা যেমন একজন সম্পদশালী তার সামনে হাজির হওয়া এক অভাবীর সাথে করে থাকে।

হে প্রভু, আপনার থেকে আমাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন কেউ নেই, সেজন্য আপনার মহিমা আমাকে রক্ষা করবে। আপনার সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য কেউ নেই। সেজন্য, আপনার দয়াই মধ্যস্থতা করবে। বিশেষত অপরাধসমূহ আমাকে আতঙ্কিত করেছে, সেজন্য আপনার ক্ষমাই আমাকে আশান্বিত করবে। আমি যা কিছু বলেছি তা আমার অপরাধের অজ্ঞতার জন্য নয়, অথবা আমার পূর্বের দূষণীয় কাজের বিস্মরণের জন্যও নয়। কিন্তু তা এজন্য যে আমি যে মর্ম-বেদনা এবং অনুশোচনা আপনার কাছে ব্যক্ত করেছি তা আপনার আসমানবাসী এবং জমীনবাসীরা শুনবে। যার দ্বারা আমি আপনার আশ্রয় লাভ

করতে পারি। এই আশা করে যে আপনার অনুগ্রহ ও করুণার কারণে আমার এই প্রতিকূল অবস্থার জন্য অথবা আমার গুণাহের স্তূপের কারণ তাদের মধ্যে কেউ হয়ত আমার জন্য দোয়া করতে পারে। যা আমার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে এবং যা আমার আবেদন হতে উৎকৃষ্ট হবে, এবং আপনার গোসসা হতে পরিত্রাণের কারণ হবে। আর যা আপনার কবুলিয়ত অর্জনে সফল হবে।

হে প্রভু, আমার মর্মবেদনা পর্যাপ্ত হয়ে থাকলে, বিশেষত আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মর্ম-বেদনাকারী যারা অনুশোচনা করে। যদি আপনার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে পরিবর্তন হয়, তখন আমি পরিবর্তনশীলদের মাঝে অগ্রগণ্য। যদি ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা গুণাহ্ দূর হয় তখন আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা আপনার কাছে ক্ষমা চায়।

হে প্রভু, যেহেতু আপনি অনুতাপ করাকে ভালবাসেন, কবুলিয়তের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন এবং প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তার জবাব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেজন্য মিনতি করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার তওবা কবুল করুন।

আমাকে আপনার ক্ষমা থেকে পিছনে রেখে নিরাশ করিয়েন না।

বিশেষত, আপনার সত্তা হল গুণাহ্গারদের এবং অনুতাপীদের তওবা কবুল কারী মহান সত্তা, যা আপনার কাছে নিয়ে যান।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি যেমন তার দ্বারা আমাদেরকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যেমন তার দ্বারা আপনি আমাদেরকে অব্যহতি দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যা পুনরুত্থান দিবসে এবং অভাবের দিবসে আমাদের জন্য আপনার সাথে মধ্যস্থতাকারী হতে পারে।

বিশেষত সবকিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান এবং আপনার জন্য সবকিছুই সহজ।

৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

রাত্র জেগে এবাদত করার পর নিজ গুনাহ্ স্বীকার করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হে চিরস্থায়ী রাজত্বের মালিক।

কর্তৃত্বের মালিক, সেনাবাহিনীর সমর্থন এবং কারও সাহায্য ছাড়াই আপনি শাসন করেন।

আপনার ক্ষমতা যুগের সমাপ্তি ঘটলে, বছরের, যুগের আর দিনের পরিবর্তন হলেও অম্লান।

আপনার কর্তৃত্ব পূর্ব থেকেই বিদ্যমান যার শুরুর এবং শেষের কোনো সীমা নেই।

একটি সীমা দিয়ে আপনি আপনার রাজত্বকে সমুন্নত করেছেন যাতে সকল জিনিস চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং তারা এর মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়, যার দ্বারা আপনি নিজকে আড়াল করেছেন। কোনো প্রশংসাকারীর প্রশংসাই আপনার ইজ্জতের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে না।

এভাবে আপনি নিজকে অন্যের কাছে ভুলিয়ে রেখেছেন এবং আপনাকে বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

আপনার ক্ষমতার দ্বারা, কল্পনার ক্ষমতা পরাভূত হয়।

হে আল্লাহ আপনার সত্তা হল আউয়ালুল আউয়ালিন এবং কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে সব সময় এক রকমই থাকবেন।

আমি এমন এক বান্দা, নেক আমলের বিবেচনায় যে নিঃস্ব এবং যার অসীম প্রত্যাশা।

আমাকে দেওয়া আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে, আমার হাত ঐ জিনিস অর্জন করতে সচেষ্ট যা আমি প্রত্যাশা করি।

আমার জন্য আশার দড়ি কেটে দিন, আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন যাতে আমি মুক্তি পেতে পারি।

আমি আপনার বন্দেগী করার জন্য যোগ্যতা খুব কমই রাখি।

আপনাকে অমান্য করার জন্য অনেক কিছুই সামনে এসে দাঁড়ায়।

তবুও এটা আপনার জন্য কঠিন নয় যে আপনি আপনার বান্দাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে পাপী।

সেজন্য, আমাকে ক্ষমা করুন।

হে প্রভু, বিশেষত আপনার জ্ঞান গোপন কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত। প্রতিটি গোপন জিনিসের বর্ণনা আপনার কাছে রয়েছে এবং সব চেয়ে তুচ্ছ কাজও আপনার দৃষ্টি এড়ায় না। অথবা সবচেয়ে গোপন রহস্যও আপনার কাছে অজানা নয়।

বিশেষত আমি আপনার শত্রু কর্তৃক অতিরিক্ত শক্তি পেয়েছি (গুণাহ্ করার জন্য), যে আমাদেরকে বিপথগামী করার জন্য আপনার কাছে সময় চেয়ে নিয়েছে।

আপনি তা অনুমোদন করেছেন। আপনার কাছে আরজ যে, সে ত কবর দিনগুলো পর্যন্ত আমাকে আবর্জনায় ফেলে দেবে (বিপথে চালনা করে)।

আপনি তাকে সময় দিয়েছেন তাই সে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

বিশেষত ছোট গুণাহ্ হতে আপনার কাছে পলায়ন করছি যা ক্ষতিকর এবং বড় গুণাহ্ হতেও যা ধ্বংসাত্মক।

যখন আমি আপনার বিপক্ষে চলি এবং আমার কৃতকর্মের জন্য আপনার গোসসার অধিকারী হই, সে আমার কাছ থেকে তার ধোঁকা দেয়ার বস্তুসমূহ নিয়ে যায়, সে আমাকে ধিক্কার দেয়, আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং আমার দিক হতে তার চেহারা ঘুরিয়ে নেয়।

সুতরাং সে আমাকে একা আপনার গোসসার বনে ছেরে দেয়, আপনার প্রদত্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আমাকে পতিত ফেলে দিয়ে। সেখানে আপনার সাথে মধ্যস্থতা

করার জন্য আমার কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। আপনার কাছ থেকে আমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য কোনো রক্ষক থাকবে না। এমন শক্তিশালী কোনো জিনিস থাকবে যা আমাকে আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে এবং এমন কোনো বাসস্থান থাকবে না যে আপনাকে ফাঁকি দেয়া যাবে।

সেজন্য এই হল তার অবস্থান যে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তার অবস্থা যা আপনার কাছে তওবা করে। সেজন্য আরজ করছি আমার কাছ থেকে আপনার অনুগ্রহ উঠিয়ে নিয়েন না। আমার ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমাকে কেড়ে নিয়েন না।

আমাকে আপনার তওবাকারী বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরাশ করবেন না। অথবা তাদের মধ্যে সবচেয়ে আশাহত করবেন না যারা আপনার কাছে সফলতার জন্য অপেক্ষা করে। আমাকে ক্ষমা করুন, বিশেষ করে আপনি হলেন সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল। হে প্রভু, বিশেষত বলতে হয় আপনি আমাকে হুকুম করেছেন আর আমি তা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি, আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন আর আমি তা করেছি। মন্দ চিন্তা আমার জন্য মন্দ কর্ম সাজিয়েছে যাতে আমি তা করি। আমি এমন কোনো দিনের কথা বলব না যে দিন আমার রোজার সাক্ষ্য দিবে অথবা এমন কোনো রাত্রের কথাও বলব না যে রাত্র আমার রাত্র জাগরণের (এবাদতে) সাক্ষ্য দিবে, এমন কোনো ভাল আমলের কথাও বলব না যা আমি করেছিলাম। আপনার এমন কোনো কর্তব্যও পালন করিনি, যা কেউ অস্বীকার করলে ধ্বংস হয়ে যায়।

আমি আপনার কাছে কোনো ভূমিকার অবতারণা করছি না। কোনো স্বেচ্ছা আরাধনার দ্বারা, যখন আমি আপনার ফরজ কার্যসমূহ (বিপুল পরিমাণে) সম্পাদন করতে অস্বীকার করেছি এবং আপনার নিষেধকৃত ক্ষেত্রে আমি সীমা ছাড়িয়ে গেছি, যাতে আমি প্রভাবান্বিত ছিলাম। আর মন্দ ঝোঁক থেকে আমি এগুলো করেছি। আপনার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমার কোনো পর্দা নেই।

এই হল তার অবস্থান যে আপনার সামনে তার আত্মার সামনে লজ্জিত, এর কারণে রাগান্বিত এবং আপনার সামনে সন্তুষ্ট।

সেজন্য, সে আপনার ভয় এবং আশায় আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে এক বিনয়ি রুহ্, এক অবনত মাথা এবং পাপের দ্বারা বোঝাই করা এক পিঠ নিয়ে। আপনার সত্তাই ওগুলোর মালিক যা আমরা বিশ্বাস করি এবং ঐ সমস্ত ভয়-ভীতির, যা আমরা আশঙ্কা করি (নিজের উপর বর্তাবার ক্ষেত্রে)।

সেজন্য, আমাকে তা দিন, হে প্রভু, যা আমি আশা করি।

আমি যা ভয় করি তা হতে রক্ষা করুন।

আপনার দয়ার পুরস্কারের দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ করুন।

বিশেষত, দানশীলদের মধ্যে আপনিই সব চেয়ে মহান দানশীল।

হে প্রভু, যেহেতু আপনি আমাকে আপনার ক্ষমার দ্বারা আমাকে মুড়িয়ে ফেলেছেন, মরণশীল দুনিয়ার এই বাসস্থানের অজ্ঞতা হতে আমাকে নিবৃত্ত রাখুন। যেখানে আপনার সম্মানিত ফেরেস্তাগণ, সম্মানিত নবীগণ, শহীদগণ এবং আমার

প্রতিবেশী নেককারগণ থাকবেন, যাদের কাছে আমার মন্দ লুকিয়ে রাখা হবে এবং যাদের কাছে আমি আমার গোপন কর্মের জন্য লজ্জিত হব।

আমার উপর চাদর দিতে এবং আপনার উপর বিশ্বাস আনয়নে আমি কখনই তাদের বিশ্বাস করতাম না, হে আমার রক্ষাকর্তা, আমাকে ক্ষমা করার বেলাতেও।

আপনার সত্তা সবচেয়ে ক্ষমতাবান তাদের উপর যারা রক্ষিত, সবচেয়ে মহান তাদের উপর যারা প্রার্থনা করে এবং সবচেয়ে বদান্য তাদের উপর যারা ক্ষমা চায়; সেজন্য, আমাকে করুণা করুন।

হে প্রভু, আমাকে এক ফোটা বীর্য হিসেবে হাড়ের (সরু) প্রবাহিত করে সরু গর্ভে চালিত করেছেন যেখানে আপনি আমাকে ঢেকে দিয়েছেন। সেখানে আমাকে স্তরে স্তরে উন্নতি দান করেছেন, আমার পরিপূর্ণতা আসার পূর্ব পর্যন্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থাপন করা পর্যন্ত যা আপনি আপনার কিতাবে বলে দিয়েছেন, প্রথমে এক বীর্য খন্ড, তারপর রক্তের টুকরা, তারপর একটি মাংসখন্ড, তারপর অস্থির গঠন, তারপর অস্থিকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন, তারপর আপনার ইচ্ছে মত আপনি আমাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করেছেন।

যতদিন আমার আপনার পরিচর্যার অনুভব করেছিলাম এবং আপনার বদান্যতা হতে স্বাধীন হতে পারি নি, আপনি আমার পরিচর্যার ব্যবস্থা করেছেন, খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে। যা আপনি আপনার কুদরতি হাতে স্তনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করেছেন, তার স্তনে যার পেটের সাথে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং সবচেয়ে অন্তর্বর্তীনকালে যার গর্ভে আমাকে রেখেছেন। হে রক্ষাকর্তা, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি তা আমাকে শক্তি অথবা ক্ষমতা দেননি যে এগুলো ব্যবহার করব। বিশেষত, আমার শক্তি আমাকে বিপর্যস্ত করত এবং আমার শক্তি আমার চেয়ে বহু দূরে ছিল। সেজন্য, পূর্ণাঙ্গ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিতে, আপনার অনুগ্রহে আপনি আমাকে আহার করিয়েছেন। আমার বর্তমান মুহূর্তে আপনার সত্তাই আমার উপর দয়ার বহি:প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আপনার দয়ার কোনো লয় নেই, অথবা আপনার বদান্যতা আমার প্রতি আটকেও নেই। এ সত্ত্বেও আমার এতটুকু আত্মবিশ্বাস হয়নি যে আমি আপনার দৃষ্টিতে যা সবচেয়ে ভাল তাতে নিজেকে নিয়োজিত করব অথবা প্রত্যাহার করব। বিশেষত, শয়তান আমার রাজত্ব অধিকার করেছে, আমার ভুল কর্ম এবং ঈমানের দূর্বলতার সাথে। আমি তার শয়তানী সাহচার্য এবং আমার আত্মার তার প্রতি আনুগত্যকে আপনার কাছে অভিযোগ দায়ের করছি। তার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং একটি জীবিকা নির্বাহের জন্য তা সহজ করে দেবার জন্য আপনার কাছে বিনম্র আবেদন করছি।

আর সকল প্রশংসা আপনার জন্য, প্রথম পাদে অনন্য নেয়ামত দান করার জন্য, কৃতজ্ঞতা জানানোতে উৎসাহিত করার জন্য, বদান্যতা এবং উদারতার জন্য। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। জীবন ধারণের উপকরণ যোগাড় করতে আমাকে সহযোগিতা দিন। আমার প্রতি আপনার অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন করুন। আমার অংশে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান যা আপনি

আমার জন্য অনুমোদন করেছেন। আমার শরীরে এবং বয়সে যা হয় তা আপনার রাস্তায় ব্যয় করার তৌফিক দিন। বিশেষত, আপনার সত্তাই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

হে প্রভু, আমি ঐ আগুন হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি যা তার উপর বর্তায় যে আপনাকে অমান্য করে, যে আগুনের ব্যাপারে তাকে হুমকি দিয়েছেন যে আপনাকে মান্য করা হতে বিরত থাকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঐ আগুন থেকে যে আগুন হবে কালো, যার মধ্যখান আর্তনাদে ভরপুর, আগুনের শিখাগুলো একটি হতে আরেকটি খুবই নিকটে। ঐ আগুন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করে ফেলে, কিছু অংশ অন্য অংশগুলোকে আক্রমণ করে। ঐ আগুন হতে যা অস্থিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং দোযখবাসীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়। ঐ আগুন হতে যে তার কাছে মিনতিকারীকে নিস্তার দেয় না এবং প্রার্থনাকারীর উপর দয়া প্রদর্শন করে না। এর (আগুনের) কোনো ক্ষমতা নাই যে তার উপর প্রাবল্য কমিয়ে দেবে যে তার সামনে নম্র হয় এবং মিনতি করে। এটা এর বাসীকে উত্তপ্ত শাস্তি দেয় এবং যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়ে থাকে।

আমি এর খোলা মুখের বিছা হতে আপনার হেফাজত কামনা করছি। এর সাপগুলো তাদের বিষাক্ত দাঁত দিয়ে কামড় দিতে প্রস্তুত। এর পানীয় তাদের অভ্যন্তরভাগ এবং কলিজা ছিঁড়ে ফেলে যারা সেখানে বাস করে (জাহান্নামবাসী)। আমি আপনার নির্দেশনা চাচ্ছি যা আমাকে এর থেকে দূরে রাখবে এবং এর থেকে ফিরিয়ে নেবে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার অনন্য বদান্যতায় আমাকে এ থেকে রক্ষা করুন। আপনার ক্ষমাশীলতায় আমার ভুলগুলো এড়িয়ে যান। হে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা, আমাকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করবেন না। বিশেষত, আপনি মন্দ দূর করে থাকেন এবং ভালাই দান করে থাকেন। আপনি যা ইচ্ছেতাই করুন এবং সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান। যখনই নেককারগণ মিনতি করে, তখনই হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যতদিন রাত্র-দিন পালা বদল করে তত দিন হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যার পালা বদল কখনও শেষ হয় না এবং যার সংখ্যা গণনা করা যায় না। ঐ অনুগ্রহ করুন যা আবহাওয়াকে পরিব্যাপ্ত করে এবং আসমান আর জমিন পরিপূর্ণ করে দেয়। সে সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ যেন তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করে। সন্তুষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ্ যেন তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে বিভিন্ন নেয়ামত দিয়ে দেন, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, হে পরম দয়ালু।

৩৩

بسم الله الرحمن الرحيم

গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহে স্বর্গীয় উপদেশ পাবার জন্য বারংবার মিনতি পূর্বক তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার জ্ঞানের জন্য আমার কল্যাণের জন্য আপনার উপদেশ চাচ্ছি। তারপর মিনতি করছি যে, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর

অনুগ্রহ করুন। আমার জন্য তাই নির্ধারণ করুন যা ভাল। পছন্দনীয় জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করুন। আপনি যে অঙ্গীকার করেছেন এটা তার একটি নগণ্য বস্তু হিসেবে কবুল করুন, আমাদের জন্য। আর আপনি যে হুকুম করেছেন তার একটি আনুগত্য। সেজন্য আমাদের কাছ থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঢেউ দূর করে দিন। একাগ্রতার নিশ্চয়তা দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আপনি পছন্দ করেছেন তার অক্ষমতা অনুধাবন করার সুযোগ দিয়েন না, পাছে আমরা আপনার অঙ্গীকারকে হালকা করে দেখি, আপনার কবুলিয়তকে অপছন্দ করি, এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়ি যার সমাপ্তি কৃতিত্বের চেয়ে অনেক দূরে এবং নিরাপত্তার বৈপরীত্যের খুব কাছাকাছি।

আপনার অঙ্গীকারের যা আমরা অপছন্দ করেছিলাম, তা আমাদেরকে ভালবাসার তৌফিক দিন।

আপনার হুকুম মানতে আমরা যে কাঠিন্যের মুখোমুখি হই এতে আমাদেরকে সহায়তা করুন। আপনার ইচ্ছায় আপনি আমাদের জন্য যে হুকুম পাঠিয়েছেন তা পালন করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করুন। যতক্ষণ না আমরা যেন তাতে বিলম্ব না করি যা আপনি দ্রুত করতে বলেছেন, আপনি যাতে বিলম্বিত করেছেন তাতে যেন তাড়াহুড়া না করি, আপনি যা ভালবাসেন তা যতক্ষণ অপছন্দ না করি, তা পছন্দ না করি যা আপনি ঘৃণা করেন।

আর আমাদের জীবনের সমাপ্তিকে আপনি প্রশংসনীয় করুন এবং আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তনকে মহান করুন। বিশেষত আপনি উচ্চতর লাভ দিয়ে থাকেন। আপনার পুরস্কারসমূহ চমৎকার। আপনি যা চান তাই করেন এবং সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

৩৪

بسم الله الرحمن الرحيم

দুর্দশাগ্রস্ততায় এবং কাউকে পাপের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত দেখে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, (গুণাহ্) লুকিয়ে রাখার জন্য সকল প্রশংসা আপনার জন্য। সে বিষয়ে আপনি অবগত হয়ে আপনি তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার পর এবং আপনার তথ্য গ্রহণ করার পর (পাপীদের) গুণাহ্ লুকিয়ে রেখেছেন। বিশেষত, আমাদের প্রত্যেকেই গুণাহ্ করেছে এবং আপনি তার কুখ্যাতি করেননি। সে জ্বলন্ত ভুল করেছে এবং আপনি তাকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করেননি। সে গোপনভাবে ভুল করেছিল কিন্তু আপনি তাকে বাদ দেননি। আপনার কর্তৃক যত কাজ নিষেধ করা হয়েছে আমরা তা সব করেছি। আপনি আমাদের জন্য যত হুকুম সম্পাদন করতে বলেছেন আমরা তা করতে পারিনি। আমরা কত গুণাহ্ আর কত অপরাধই না করেছি। দর্শক ব্যতিরেকেই তাদের সম্বন্ধে জেনে আপনি তাদের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং শক্তিশালীর উপরে তাদের প্রকাশের উপরে ক্ষমতা ছিল।

আপনি আমাদেরকে যে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তা ছিল তাদের চোখের সামনে আমাদের জন্য পর্দা এবং তাদের কানের প্রতিবন্ধক।

সেজন্য, আমাদের সতর্ককারী হিসেবে আপনি আমাদের গোপন অপরাধ এবং লজ্জাজনক কাজ লুকিয়ে রেখেছেন।

তেমনি মন্দ কাজ এবং পাপ হতে নিষ্কৃতি দিন।

তওবা করার জন্য একটি উদ্দিপনা দিন যা গুণাহ্ মুছে দেয় এবং জীবন চক্রে আপনার দ্বারা কবুল হয়।

দয়া করে এর সময় দ্রুত করুন।

আপনার নারাজি দ্বারা আমাদের সাথে মোয়ামেলা করবেন না।

বিশেষত আমরা আপনার প্রত্যাশা করি এবং গুণাহ্র তওবা করার প্রত্যাশা করি।

হে প্রভু, আপনার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। যে পবিত্র এবং আপনার সৃষ্টির মধ্যে নির্বাচিত।

আমাদেরকে তাদের শিক্ষার মনোযোগি শ্রোতা এবং বাধ্য করুন, আপনি যেমন হুকুম করেছেন।

৩৫

بسم الله الرحمن الرحيم

যখন দুনিয়াবি অঙ্গীকার বিবেচনা করা হয় তখন পারলৌকিক অঙ্গিকার গ্রহণ করে তাঁর একটি মুনাজাত।

তার হুকুম পালন করার পথে সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লালন-পালন করেন। তার সকল সৃষ্টিকে তিনি দয়ার দ্বারা পরিবেষ্টন করেছেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি তাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা আমাকে প্রলুব্ধ (পরীক্ষা) করবেন না। আমা হতে যা নিয়ে নিয়েছেন তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করবেন না, পাছে আমি আপনার বান্দাদের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হই এবং আপনার অঙ্গিকারে অসন্তুষ্ট হই।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি অঙ্গীকারে আমাকে আনন্দিত করুন। আপনার কালামের জন্য আমার বুককে প্রশস্ত করে দিন। আমাকে আত্মবিশ্বাস দিন যা দ্বারা আমি অবগত হতে পারি যে বদান্যতা ব্যতীত আপনার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয় না।

আপনি আমার কাছ থেকে যা প্রতিরোধ করেছেন সে জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে দিন এবং আরও বেশি ধন্যবাদ আপনি আমার জন্য যা বরাদ্দ করেছেন সে জন্য।

দরিদ্রদেরকে নীচ মনে করা অথবা সম্পদশালীদেরকে অভিজাত মনে করা থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। বিশেষত, অভিজাত হল সে যার এবাদত অভিজাত।

সম্মানিত সে আপনার প্রতি যার এবাদত মর্যাদার স্তরে উন্নিত।

মিনতি করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে আর্থিক উন্নতি দিয়ে সাহায্য করুন যা কখনও লয় হবে না। আমাদেরকে এমন সম্মান দিন যা কখনও মলিন হবে না। আমাদেরকে চিরস্থায়ী রাজত্বে প্রেরণ করুন।

বিশেষত, "আপনি একক সত্তা, অনন্য, চিরঞ্জীব। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি। আর আপনার সমকক্ষ কেউ নেই।"

بسم الله الرحمن الرحيم

৩৬

মেঘ ও বিজলি দেখায় এবং বজ্রপাতের শব্দ শুনায় তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, এ দুটি আপনার নিদর্শন।

উভয়টিই আপনার খাদেম, লাভজনক দয়া অথবা ব্যাপক শাস্তির দ্বারা এরা আপনার খেদমত করে। সেজন্য, তাদের থেকে আমাদের উপর অনিষ্টকর বৃষ্টি বর্ষন করবেন না। এদের দ্বারা আমাদের উপর দুর্যোগের আচ্ছাদন ফেলেন না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের উপর এই মেঘমালার উপকার এবং অনুগ্রহ নামিয়ে দিন। আমাদের কাছ থেকে এর অভিশাপ এবং খারাবী দূরে সরিয়ে নিন। আমাদেরকে এর দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত করবেন না। আমাদের আহারাদিতে কোনো রোগ পাঠিয়ে দিয়েন না।

হে প্রভু, আপনি যদি এই মেঘকে শাস্তির জন্য (আমাদেরকে) জাগিয়ে থাকেন এবং রাগের কারণে পাঠিয়ে থাকেন, তখন আমরা আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আপনার গোসসা থেকে রক্ষা পাবার জন্য। আর আপনার ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনার কাছে কেঁদে ভিক্ষা চাচ্ছি। সেজন্য, আপনি আপনার গোসসাকে বহু দেব-দেবীর উপাসনাকারীদের দিকে ঘুরিয়ে দিন। আপনি অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

হে প্রভু, আপনার বারি দ্বারা আমাদের শহরগুলোর শুষ্কতা দূর করুন। আমাদেরকে পালনের বন্দোবস্ত করে আমাদের উদ্বেগ দূর করুন। আমাদেরকে আপনা হতে দূরে সরিয়ে অন্য কারোও সান্নিধ্যে দিয়েন না। আপনার বদান্যতার দোহাই দিয়ে বলছি আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। বিশেষত সম্পদশালী ত সে যাকে আপনি সম্পদশালী করেছেন। সে যাকে আপনি নিরাপদ রেখেছেন। আপনি ব্যতীত আর কোনো রক্ষক নেই এবং আপনার গোসসা থেকে কেউই ছাড়া পেতে পারে না। আপনি যাকে পছন্দ করেন আপনি যা ইচ্ছে করেন তাকে তাই হুকুম করে থাকেন এবং আপনি যাদেরকে মনস্থ করেছেন তাদের জন্য প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন। সেজন্য, এ সকল দুর্দশা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আপনি যা দান করেছেন তাতে আপনার চাহিদা হল কৃতজ্ঞতা— এ এমন এক প্রশংসা যা প্রশংসাকারীর প্রশংসাকে ছাপিয়ে যাবে, এমন এক প্রশংসা যা আসমান আর জমিনকে পূর্ণ করে দেবে।

বিশেষত, আপনার সত্তা হল চমৎকার পুরস্কার দেবার মালিক, মহা নেয়ামত দানকারী, সবচেয়ে ছোট প্রশংসাও গ্রহণকারী, সামান্য কৃতজ্ঞতার জন্যও প্রতিদান দানকারী, বদান্য রক্ষাকর্তা, দয়ার মালিক, আপনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৩৭

بسم الله الرحمن الرحيم

নিজের অভাবের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনার বদান্যতা হতে তার সামনে প্রশংসা পুঞ্জিভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেউ আপনাকে প্রশংসা জানিয়ে শেষ করতে পারবে না। যার অর্থ হচ্ছে তার আরও অনেক প্রশংসা প্রয়োজন।

কেউ আপনার এবাদতের এক সীমায় পৌছতে পারে না, এমনকি সে যদি তার সর্বাত্মক চেষ্টাও চালায়। কিন্তু আপনার মহানুভবতার দিকে তা অভাব হয়ে থাকবে।

সেজন্য, আপনার ঐ বান্দাগণের মধ্যে সেই সবচেয়ে প্রশংসিত যে এ কথা অনুধাবন করে যে আপনার যথাযথ প্রশংসা করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবাদতকারী হল সে যে আপনার কাছে প্রার্থনার অপর্যাপ্ততা অনুধাবন করতে সক্ষম। আপনি যাদেরকে ক্ষমা করেছেন তাদের একজনকেও আপনি মেধার (তার) বলে ক্ষমা করেননি, অথবা কারও উপরই আপনি তার এবাদতের জন্য সন্তুষ্ট হননি।

সেজন্য, আপনি যখন কাউকে ক্ষমা করেন, তখন এটা আপনারই বদান্যতা। যখন কাউকে কবুল করেন, তখন এটা আপনারই দয়া। সামান্য ব্যাপারে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং সামান্য আবেদনও আপনি মেনে নিয়ে থাকেন। প্রশংসা করার বিনিময়ে আপনি প্রতিদান দেন এবং প্রার্থনা কবুল করে থাকেন। কিন্তু যে জন্য প্রশংসা করা হয় তাও আপনি দিয়ে থাকেন এবং আপনি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অথবা এটা এমন দেখান যে আপনার হাতে হয়নি এবং আপনি তাদের আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। উপরন্তু তারা মিনতি করার সমর্থ হওয়ার পূর্বেই তাদের কাজকর্মের উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তারা আপনার এরাদত করার পূর্বেই তাদের প্রতিদান যোগান দিয়ে থাকেন।

এটাই আপনার রীতি যে আপনি দয়াময় এবং এটাই আপনার পদ্ধতি যে আপনি মাফ করেন। মূলত, সমগ্র সৃষ্টি এটা বুঝেছে যে, যাকে আপনি শাস্তি দেন তার প্রতি আপনি কোনো অবিচার করেন না; এটা সাক্ষ্য দান করে যে, আপনার সত্তা তার প্রতি দয়াময় যাকে আপনি নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। প্রত্যেকেই তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে সে আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে ব্যর্থ, যদি শয়তান তাদেরকে আপনার অনুগত হওয়া থেকে বিপথগামী না করত কোনো পাপীই আপনাকে অমান্য করত না। যদি সে সঠিক হিসেবে ভুলকে প্রদর্শন না করত, কোনো বিপথগামী আত্মাই আপনার রাস্তা থেকে নর্দমায় পড়ে যেত না।

সেজন্য, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যারা আপনাকে মান্য করে আর যারা মান্য করে না তাদের ক্ষেত্রে আপনার করুনার কি অপূর্ব সাক্ষ্য। আপনি অনুগতদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, মূলত যাতে আপনার কর্তৃত্বই বিদ্যমান।

পাপীকে দীর্ঘ সময় দেন, যখন আপনি তাড়াতাড়ি শাস্তি দিতে পারেন।

আপনি তাদের প্রত্যেককে তাই দেন যা তারা প্রত্যাশা করে না এবং করুনা করে তাদের জন্য তাই বরাদ্দ করেন, তাদের কাজ-কর্ম দ্বারা যা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আর আপনি অনুগতের প্রার্থনা কবুল করেন, যার উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান। মূলত সে আপনার পক্ষ থেকে প্রতিদান এবং করুণা হারানোর নিকটবর্তী ছিল।

কিন্তু আপনি করুণার দ্বারা ছোট ক্ষণস্থায়ী এবাদতের জন্য চিরস্থায়ী এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপি সুখের ব্যবস্থা করেছেন, ক্ষণস্থায়ীর প্রতিদানে আপনি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন।

উপরন্তু, সে যে আপনার রিযিক ভক্ষণ করেছে তার জন্য আপনার অনুগত হবার জন্য তাকে পাকড়াও করেননি, যা দ্বারা সে আপনার এবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করেছে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে বাদানুবাদ করে না। আপনার ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করার দ্বারা সে তা ব্যবহার করে। এভাবে তার সাথে মোয়ামেলা করা হয়েছে। মূলত সে যে পরিশ্রম করেছে এবং সে যা অর্জন করেছে পুরোটাই আপনার নেয়ামতের এবং অনুগ্রহের কিয়দাংশের বদলা। আর আপনার সমগ্র সাহায্য সহযোগিতার জন্য নিশ্চয় সে আপনার অনুগত থাকবে।

কিভাবে সে আপনার কোনো প্রতিদানের যোগ্য হতে পারে? কখনও পারবে না! কখনও না!

হে প্রভু, এই হল তার অবস্থা যে আপনার অনুগত, যে আপনার কাছে মিনতি করে।

কিন্তু যে আপনার হুকুম অমান্য করে এবং আপনার নিষেধকৃত কাজ করে তাকে শাস্তি দিতে আপনি তাড়াহুড়া করেন না; এজন্য যে যাতে সে তার অসৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এবং আপনার অনুগত হয়।

বিশেষত, আপনাকে অমান্য করে যা অর্জন করেছে তা হল যা আপনি আপনার সমগ্র সৃষ্টিকে শাস্তির যা কিছু দিয়েছেন। সেজন্য, আপনি যে তাকে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেছেন এবং আপনার শাস্তি এবং আক্রমণ সরিয়ে নিয়েছেন, তা আপনার অধিকারের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন এবং আপনার সাথে যা মোয়ামেলা করা হয়নি তা গ্রহণ।

তাই আপনা হতে আর কে বেশি দয়াময়, হে প্রভু, আর তার চেয়ে বেশি দুর্ভাগা আর কে যে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে? আর কেউ না!

তথাপি, আপনি এতই মহান যে কোনো লাভ ছাড়াই প্রশংসা পাবার উপযুক্ত, এতই বদান্য যে কোনো কিছুর বিচারের ক্ষেত্রে ভীতি হতে হয় না (অবিচারের আশঙ্কা নেই)। সে আপনার অবাধ্য তার উপরে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কেউ নেই, অথবা যে আপনাকে সন্তুষ্ট করেছে প্রতিদান দেয়ায় আপনার নারাজির কোনো ভয় নেই।

সেজন্য মিনতি করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার বাসনা কবুল করুন। আমার জন্য আপনার পথ নির্দেশের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন যা দ্বারা আমি আমার কার্য সম্পাদন করে আপনার সাহায্য পেতে পারি।

বিশেষত, আপনার সত্তাই শ্রেষ্ঠ বদান্যশীল এবং বদান্যশীল।

৩৮

بسم الله الرحمن الرحيم

কোনো সৃষ্টির প্রতি মন্দ ব্যবহার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে অথবা তাদের হক আদায় করতে অক্ষম হওয়ায় এবং (দোযখের) আগুন হতে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমি আমার এক শত্রুর সাথে যা ব্যবহার করেছি এবং তাকে যে সাহায্য করিনি সে জন্য; সে যে আমার একটা ভাল কাজ করেছে আর আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই নি সে জন্য; একজন দোষী ব্যক্তির অনুরোধ না গ্রহণ করার জন্য যে আমার কাছে মিনতি করেছে; একজন অভাবীর অভাব মোচন না করার জন্য যে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, একজন সত্য বিশ্বাসীর দাবি পূরণ করতে না পারার জন্য যা আমার কর্তব্য ছিল; আমার উপর একজন সত্য বিশ্বাসীর অপবাদের জন্য যা আমি লুকিয়ে রাখতে পারিনি এবং আমার দ্বারা হওয়া প্রতিটি পাপের জন্য, আর আমি তা এড়িয়ে চলিনি।

আমি এ রকম অপরাধের জন্য, হে প্রভু, আপনার কাছে দুঃখ ভারাক্রান্তভাবে মাফ চাচ্ছি। যা আমার পূর্বে কৃত একই অপরাধ করতে আমাকে সতর্ক করতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে ভুলগুলোর জন্য অনুশোচনা করতে দিন যাতে আমি পতিত এবং আমার সামনে যে সকল খারাবী আসবে তা পরিত্যাগ করার মানসিকতা দিন। আমাকে এমন তওবা করার তৌফিক দিন যা আপনার ভালবাসা প্রকাশ করবে (আমার জন্য)। হে তওবাকারীদের প্রিয়তম।

৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

তাঁর একটি মুনাজাত যাতে তিনি দয়া এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার নিষেধকৃত আমার সকল বাসনা ভেঙ্গে দিন। প্রতিটি গুণাহ্‌র কাজ করার আমার প্রত্যাশা দূর করে দিন। যেকোনো পুরুষ অথবা মহিলা সত্য বিশ্বাসীকে আঘাত করা থেকে আমাকে বিরত রাখুন।

হে প্রভু, থেকে কেউ আমার নিন্দা করে এবং অপদস্ত করে, যা আপনি অনৈতিক করেছেন এবং যা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তার সাথে সাথে আমার

অভিযোগও তার সাথে ভ্রমণ করে অথবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য আমার বিষয় থাকে যখন সে জীবিত ছিল। এখন মেহেরবানী করে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, সে যা ভোগান্তি আমাকে দিয়েছে। তার ঐ দোষ মাফ করে দিন যা সে আমাকে আঘাত করার দ্বারা অর্জন করেছে। আমার বিরুদ্ধে তার কৃত অপরাধ সম্বন্ধে তাকে অবগত করবেন না। আমার প্রতি সে যা অনিষ্ট করেছে তার জন্য তার প্রতিশোধ নিয়েন না।

তাকে ক্ষমা করতে আমাকে মহানুভবতা দান করুন। বদান্যদের মধ্যে সবচেয়ে বদান্য হতে তার প্রতি আমার স্বেচ্ছা বদান্যের বহি:প্রকাশ করুন এবং যারা আপনার কাছে সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাদের মধ্যে সেরা করুন।

আপনার ক্ষমার দ্বারা তাদেরকে মাফ করে দিন এবং আপনার বদান্যতায় তাদের হয়ে আমার এই মুনাজাত কবুল করুন। আপনার সাহায্যে আমাদের সবাই সংশোধন হওয়া পর্যন্ত।

হে প্রভু, আপনার সৃষ্টির মধ্যে হয়ত এমন হৃদয় রয়েছে যে আমার কাছ থেকে তার দিল উঠে গেছে অথবা আমার কারণে বা আমার কোনো ভুলের কারণে তার কোনো আঘাত লেগেছে অথবা তার কোনো দাবি বা অভিযোগ হয়ত আমি পূরণ করতে পারিনি। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনার বদান্যতায় তাকে আমার সাথে পুনরায় মিলিয়ে দিন। আপনি নিজে তার দাবি পূরণ করে দিন এবং তারপর আপনার অঙ্গীকার প্রাপ্তিতে আমাকে প্রয়োজনীয় হেফাজত করুন। আপনার বিচারের ফয়সালা হতে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। মূলত আপনার শাসনের বেলায় আমার শক্তিতে কুলাবে না এবং আমার ক্ষমতা আপনার গোসসা ধারণ করতে অপারগ।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যদি আপনি আমার বিচার করেন, তাহলে আপনি আমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আপনি যদি আপনার দয়ার দ্বারা আমাকে আশ্রয় না দেন, তাহলে আপনি আমাকে নি:শেষ করে দেবেন।

হে প্রভু, বিশেষত আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। হে আমার প্রভু, সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুও আপনার গোসসাকে কমাতে পারবে না। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি ঐ জিনিসের বোঝা বহন করতে যা আপনার কাছে অতিরিক্ত বোঝা মনে হবে না। আমি অনুরোধ করছি আমার আত্মাকে ক্ষমা করুন, যা আপনি এ জন্য পয়দা করেননি যে কোনো দোষ এড়িয়ে যাবেন অথবা কোনো লাভের পথ বের করবেন।

কিন্তু আপনি একে সৃষ্টি করেছেন এর সমকক্ষ বস্তুর উপর আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য এবং একই প্রকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে একে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে।

আমি আপনার কাছে মিনতি করছি এরকম গুণাহ্ বহন করতে যা বহন করা আমার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য এবং এর ওজনকে কমিয়ে দিতে আমি আপনার সাহায্য কামনা করছি, যা আমাকে পিষ্ট করে ফেলেছে।

সেজন্য আরজ করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার দিলকে মাফ করুন, যদিও সে তাঁর নফসের জন্য কাজ করেছে। আমার ভারী বোঝাকে উড়িয়ে দিতে আমাকে আপনার দয়ার ভাগ দিন; বিশেষত

অনেক বারই আপনার দয়া পাপীদেরকে সাহায্য করেছে। অনেক বারই আপনার ক্ষমা নেককারদের সাহায্য করেছে।

সেজন্য আরজ করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাকে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য করুন যাদেরকে আপনি ভুলের রুদ্ধতা হতে আপনার ক্ষমার দ্বারা উঠিয়েছেন এবং আপনার অনুগ্রহে তাদেরকে অপরাধের চৌবাচ্চা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। যাতে আপনার গোসসা থেকে মুক্তি পেয়ে আপনার ক্ষমা পেতে পারি এবং আপনার মহানুভবতার দ্বারা বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বাধীন হতে পারি। বিশেষত আপনি যদি তা করেন, হে প্রভু, আপনি তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন যে আপনার শাসনের বিচার অস্বীকার করে না এবং নিজেকে আপনার শাস্তির অযোগ্য মনে করে না।

আপনি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন, হে প্রভু, যার আপনার কাছে আশা থেকে ভয় অনেক বেশি। যার কাছে মুক্তির আশার চেয়ে সংশোধনের হতাশা খুব বেশি মজবুত। তার হতাশা সামগ্রিক নৈরাশ্যকে হিসাব করে বলে নয় অথবা তার প্রত্যাশা প্রতারণা থেকে উদ্ধারকৃত নয়। কিন্তু পাপের মধ্যে তার গুণসমূহ তুচ্ছতার জন্য এবং সমস্ত অপরাধের মধ্যে তার ওজর খুবই দূর্বল।

কিন্তু আপনি, হে প্রভু, বিশ্বাসীদেরকে অপদস্ত না করায় যোগ্য এবং পাপীরা আপনার থেকে নিরাশ হবে না। বিশেষত আপনিই মহান রক্ষাকর্তা, যিনি কাউকে তার অনুগ্রহ বঞ্চিত করেন না এবং তার নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করে যিনি কারও কাছ থেকে কিছু চান না।

যাদেরকে স্মরণ করা হয় তাদের মধ্যে তার স্মরণের মর্যাদা অনেক বেশি। যাদেরকে স্মরণ করা হয় তাদের মধ্যে আপনার নাম অধিক পবিত্র। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আপনার অনুগ্রহ ছিটানো রয়েছে। সে জন্য আপনি সমস্ত প্রশংসার দাবিদার, হে সারা দুনিয়ার রিযিকদাতা।

৪০

بسم الله الرحمن الرحيم

যখন তিনি কারো মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন অথবা যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হয় তখন তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদেরকে অতিরিক্ত আশা করা হতে রক্ষা করুন।

নেককাজ একাগ্রতার সাথে করার জন্য আমাদের জন্য এগুলো (আশা) কমিয়ে দিন যাতে আমরা আশা পূরণের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা প্রত্যাশা না করি। যেন দিনকে দিন, একজনের দিলকে অন্য জনের সাথে আশায় সময় ব্যয় না করি। এবং এর জন্য যাতে একের পর এক পদক্ষেপে না আগাই।

এদের ধোঁকাবাজি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে এদের ক্ষতি হতে নিরাপত্তা দিন। চিরস্থায়ীভাবে, আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরুন।

আমাদের জন্য মৃত্যুর স্মরণকে ক্ষণস্থায়ী করবেন না। আমাদেরকে ভাল কাজ দ্বারা মালামাল করুন যাতে আমরা অতিসম্প্রতি আপনার কাছে ফিরে যেতে প্রত্যাশা করি এবং আমরা যাতে দ্রুত আপনার সাথে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা করি।

যাতে মৃত্যু আমাদের কাছে সহযোগী এবং সাহায্যকারী পরিণত হতে পারে। যার কাছ থেকে আমরা যেন শান্তি আহরণ করতে পারি। যাতে আমাদের পরবর্তী স্বজনের প্রত্যাশা করি এবং যার কাছে যাওয়া আমরা ভালবাসি।

যখন আপনি একে আমাদের উপর পাঠান এবং আমাদের সামনে হাজির করেন, একে অতিথি এবং পরিচিতজন হিসেবে আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুন। যাতে আমরা সাময়িক আবাস ছেড়ে এর সাথে যেতে পারি।

এর সাথে মোকাবিলায় আমাদেরকে সৌভাগ্যহীন করবেন না।

মৃত্যু আসার দ্বারা আমাদেরকে করুনা বঞ্চিত করবেন না।

এটাকে আপনার ক্ষমা পাওয়ার ফটক এবং আপনার দয়া পাওয়ার চাবি স্বরূপ কবুল করুন।

একে আমাদের জন্য পথ নির্দেশক করুন, বিপথগামী করবেন না, অনুগত করবেন, অবাধ্য নয়, তওবাকারী, গুণাহ্গার নয়, হে নেককারদের প্রতিদান দেওয়ার নিশ্চয়তাকারী, হে অপরাধের সংশোধনকারী।

بسم الله الرحمن الرحيم

৪১

তাঁকে হেফাজত করার আহ্বান করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদের জন্য আপনার করুণার বিছানা বিছিয়ে দিন।

আমাকে আপনার দয়ায় সিক্ত স্থানে চালনা করুন এবং আমাকে আপনার বেহেশতের মাঝখানে রাখুন।

আপনার নারাজি দ্বারা আমাদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত করবেন না।

দুর্ভাগ্যের দ্বারা আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

আমি যা করেছি তার জন্য আমাকে শাস্তি দিয়েন না।

আমি যা অর্জন করেছি তাতে আমার সাথে বাদানুবাদ করিয়েন না।

আমার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করিয়েন না। আমার গোপন কর্মকে ফাঁস করবেন না। আমার কাজগুলোকে সমান সমান মাপ দিয়েন না। আমার অর্জনকে জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন না এবং ঐ জিনিস তাদের থেকে গোপন রাখুন। যার বর্ণনা করা হবে আমাকে করুণা বঞ্চিত করা এবং তাদের থেকে তা লুকিয়ে রাখুন। যা আমাকে আপনার ব্যাপারে ভুল ধারণা দিবে।

আপনার কবুলিয়তের দ্বারা আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আপনার ক্ষমার দ্বারা আমার পরিশ্রমকে পূর্ণ করুন। আপনার ডান পাশের সাথীদের সাথে আমাকে স্থান দিন। আমাকে নিরাপদ রাস্তায় পরিচালনা করুন। আমাকে নির্দোষদের সাথী করুন। আমাকে নেককারদের সংসদের সদস্য করুন। আমীন, হে সমগ্র বিশ্বের মালিক।

৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

কোরআন খতম করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, মূলত আপনার কিতাব খতম করতে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, যা আপনি আমাদেরকে আলো হিসেবে দিয়েছেন, আপনি যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন এই কিতাবকে তাদের প্রামাণ্য সাক্ষী হিসেবে নাযিল করেছেন; আপনি যত ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এই কিতাবকে আপনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যা দ্বারা আপনি নৈতিকতা এবং অনৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। এটি এমন এক কোরআন যা দ্বারা আপনার হুকুম প্রকাশ করেছেন; এটা এমন এক কিতাব যাতে আপনার বান্দাদের জন্য পর্যাপ্তভাবে সবকিছু বর্ণনা করেছেন এবং একটি প্রত্যাদেশ যা আপনি আপনার রাসূলের হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উপর নাযিল করেছেন, ধারাবাহিকভাবে। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি এটাকে আমাদের জন্য আলো হিসেবে নাযিল করেছেন, যা অনুসরণের দ্বারা আমরা নিজেরাই ভুল এবং অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্দেশ পাব; এটা শেফা তার জন্য যে একাগ্রভাবে এর কথা শোনে; একটি বিচার নির্ধারক, যার ভাষা সত্য থেকে দূরে নয়; এক পথ নির্দেশের আলো যা দর্শকদের থেকে তুলে নেয়া হয় না; সংশোধনের এক ব্যানার যে তাকে বিপথগামী করে না যে এর সহজ সরল পথে চলার উদ্দেশ্য করে নেয় এবং তার দিকে দোযখের হাত প্রসারিত হয় না যে এর নিরাপত্তার হাতুল ধরে রাখে।

হে প্রভু, যেহেতু এটা পরতে সাহায্য করার দ্বারা আপনি আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এবং আমাদের জবানের ফাহেশাকে উপযোগী করেছেন এর ধরণের সৌন্দর্যতার সাথে, তারপর আমাদেরকে তাদের মধ্যে করুন যারা এর হুকুমকে যথাযথভাবে পালন করে, এর কোমল ভাষায় আপনার প্রতি যে যথাযথ বিশ্বাস তা মেনে আপনার এবাদত করে এবং এর সতর্কতামূলক কথা জেনে এবং এর অর্থ ভাল করে জেনে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

হে প্রভু, আপনি আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মদের (তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর ব্যাপকভাবে নেয়ামত বর্ষণ করুন) উপর একে নাযিল করেছেন। আপনি তাঁকে এর অনন্য জ্ঞান (বিস্তারিতভাবে) দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। যারা এর জ্ঞানের ব্যাপারে অজ্ঞ তাদের কাছে তা পৌঁছে দিতে তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এর দ্বারা আপনি আমাদেরকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে আমাদের মর্যাদা তাদের উপর বৃদ্ধি করতে পারি যারা এটা বোঝে না।

হে প্রভু, সেজন্য, যেহেতু আমাদের হৃদয়ে তা বোধগম্য করেছেন এবং এর অনন্যতা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, দয়া করে এর প্রচারক হযরত মুহাম্মদ এবং এর সংরক্ষক তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাদের বিবেচনা হল এই কিতাব আপনার তরফ থেকে এসেছে। যে পর্যন্ত এর সত্যকে আমরা শিখে দ্বিধাগ্রস্ত না হই এবং কোনো অনিশ্চয়তাই আমাদেরকে এর সোজা রাস্তা থেকে বিপথগামী না করতে পারে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদেরকে তাদের মধ্যে করুন যারা এর রজ্জু ধরে রাখে। এর স্পষ্ট কালাম দ্বারা এর দ্বিধা থেকে আমাদেরকে আশ্রয় দিন; এর পাখার নিচে শান্তি খোঁজ করার তৌফিক দিন এবং এর নূরের ঝলক হতে আমরা যেন পথ নির্দেশ পেতে পারি, যেন এর অনন্যতার ঔজ্জ্বল্য অনুসরণ করতে পারি, এর বাতি থেকে যেন আলো আহরণ করি এবং এটা ভিন্ন অন্য কোনো কিছু থেকে যেন নির্দেশ অন্বেষণ না করি।

হে প্রভু, আপনি হযরত মুহাম্মদের তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর ব্যাপকভাবে অনুগ্রহ করুন মাধ্যমে একে প্রেরণ করেছেন এবং নিজে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, আর তাঁর বংশধরদের দ্বারা প্রচার করিয়েছেন। যে রাস্তা আপনার কবুলিয়তের দিকে বাড়ন্ত। সেজন্য আরজ করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। কোরআনকে আমাদের জন্য সম্মানের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাবার উছিলা করুন, একটি মই করুন যা দ্বারা আমরা যেন পুনরুত্থানের মাঠে রক্ষা পেতে পারি এবং যা দ্বারা আমরা যেন চিরস্থায়ী বাসস্থানের আনন্দের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। কোরআনের খাতিরে আমাদের কাছ থেকে গুণাহের বোঝাকে সরিয়ে দিন : আমাদেরকে নেককারদের উত্তম চরিত্র দান করুন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দিন যারা আপনাকে রাজি করতে রাত্রি বেলা এবং দিনে কোরআন পড়ে, প্রত্যেক পাপ হতে আপনি আমাদেরকে সংশোধন করা পর্যন্ত, এর সংশোধনী ক্ষমতা বলে। তাদের পথকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দিন যারা তার এ থেকে আলো অর্জন করে এবং যাদেরকে আশার টোপ ফেলে কাজ থেকে সরাতে পারে না, যেন ধোঁকার দ্বারা তাদেরকে কেটে ফেলে দেয়।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। কবরের অন্ধকারে কোরআনকে আমাদের সাথী করুন।

আমাদেরকে শয়তানের শয়তানী এবং নফসের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

পাপের দিকে পা বাড়ানো থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন।

বাকরুদ্ধ না করেই, আমাদের জবানকে ভুলে ঝাঁপ দেয়া থেকে রক্ষা করুন।

পাপ সংঘটন করা থেকে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বিরত রাখুন।

এই কিতাবকে সতর্কতার পৃষ্ঠাগুলোর উদ্বোধক করুন যা আমাদের অজ্ঞতা রুদ্ধ করে রেখেছে, এর অনন্যতা বোঝায় আপনি তা আমাদের দিলে আনা পর্যন্ত, এবং এর আদেশের অমান্যতা যা দৃঢ়ভাবে গাড়া পাহাড়সমূহ ভার বহণ করতে অপারগ ছিল, তাদের দৃঢ়তা সত্ত্বেও।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

কোরআনের দ্বারা আমাদের বাহ্যিক কার্যাবলিকে চিরতরে সংশোধন করুন।

এই কিতাব দ্বারা আমাদের ভিতর থেকে মন্দ চিন্তাসমূহ দূর করে দিন।

এর দ্বারা আমাদের দিলের ময়লা এবং আমাদের (কৃত) পাপের কালিমা ধূয়ে ফেলুন।

এর দ্বারা আমাদের কাজের শৃঙ্খলা দিন।

এর দ্বারা আমাদেরকে দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণা নিবারণ করুন যখন আমরা আপনার সামনে উপস্থিত হব।

আমাদের পুনরুত্থানের সবচেয়ে ভয়াবহ দিনে আমাদেরকে নিরাপত্তার আচ্ছাদন পরিয়ে দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

কোরআনের দ্বারা আমাদেরকে (চাহিদার বিলোপ ঘটিয়ে) দারিদ্রতায় ভালাই দান করুন।

সেভাবে আমাদেরকে সুখের অনন্যতা এবং উন্নতির প্রাচুর্যতার দিকে চালনা করুন।

সেভাবে আমাদেরকে দুষণীয় অভ্যাস এবং নৈতিকতাহীন কাজ থেকে বিরত রাখুন।

এই কিতাবের দ্বারা আমাদেরকে নাস্তিকতার চূড়া এবং কপটতার অবস্থা থেকে রক্ষা করুন। বিচারের দিবস আসা পর্যন্ত। এটা আপনার কবুলিয়ত লাভে এবং বেহেশত লাভে আমাদেরকে পথ নির্দেশ করবে পৃথিবীতে এটা আপনার গোসসা থেকে, আপনার সীমা অতিক্রম করা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে। আর এর আদেশ এবং নিষেধ পালন করার ব্যাপারে প্রামান্য সাক্ষ্য।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। মৃত্যুকালীন সময়ে কোরআনের উছিলায় শরীর থেকে রুহ্ আলাদা করার যন্ত্রণা সহজ করুন। যখন রুহ্ কণ্ঠনালীতে পৌছবে তখন গোঙানির কষ্ট এবং পীড়ন কমিয়ে দিন।

আর সেখানে এ ক্রন্দন হবে "তাকে প্রত্যার্পণ করতে কে সম্মোহিত হবে?" এটাকে (রুহ্) ছিনিয়ে নিতে রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে মৃত্যুর ফেরেস্তা হাজির হবে এবং মৃত্যুর ধনুক হতে একটি যন্ত্রণাদায়ক তীর ছুঁড়বে এবং অমরত্বের গরলের পরিবর্তে এর সাথে এক কাপ বিষাক্ত স্বাদ মিশিয়ে দেবে।

আমাদের সামনে পরবর্তী দুনিয়ার যাত্রা সামনে উপস্থিত হবে।

আমাদের আমল আমাদের গলার চারধারে গহনায় পরিণত হবে। বিচার দিবসের পূর্ব পর্যন্ত কবর আমাদের বিশ্রামাগার হবে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান এবং মাটির মধ্যে দীর্ঘ অবস্থানে আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন।

দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর, কবরকে আমাদের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান করুন।

দয়া করে আপনি আমাদের কবরের সংকীর্ণতাকে প্রশস্থ করে দিন।

কবরবাসীদের সামনে সর্বনাশা পাপসমূহ প্রকাশ করে আমাদেরকে অনুগ্রহ বঞ্চিত করবেন না।

কোরআনের খাতিরে আমাদের কলঙ্ককর অবস্থার উপর দয়া করুন, যখন আমরা আপনার সামনে উপস্থিত হব।

সেভাবে পুলছিরাতে আমাদের কাঁপুনে পদকে দৃঢ় করে দিন, যেদিন আমরা তা পার হব।

বিচার দিবসের দু:খ এবং পুনরুত্থান দিবসের যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন হতে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন।

ঐ দিন আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করুন যখন পাপীরা দু:খ এবং লজ্জার অন্ধকারের দিনে ধাবিত হবে।

সত্য বিশ্বাসীদের বুকে আমাদের জন্য ভালবাসা উদ গত করে দিন।

আমাদের জন্য জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করবেন না।

হে প্রভু, আপনার বান্দা এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদকে এবং তাঁর পবিত্র বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যেহেতু তিনি আপনার বাণী বর্ণনা করেছেন, আপনার হুকুমকে প্রচার করেছেন এবং আপনার বান্দাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

হে প্রভু, নবীকে (তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর আপনার সহযোগিতা বিদ্যমান, অন্যান্য নবীদের তুলনায় আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী হলেন তিনি) মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বলবৎ করুন, আপনার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত এবং বরেণ্য হিসেবে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। তার ভিত্তিকে সম্মানিত করুন (ইসলাম ধর্ম)। তাঁর প্রমাণকে বিবর্ধিত করুন। তাঁর নেকের পাল্লাকে ভারি করুন। তাঁর শাফায়াতকে কবুল করুন এবং আপনার সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ান। তাঁর চেহারাকে নূরান্বিত করুন। তাঁর নূরকে যথাযথ করুন। তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিন। তাঁর সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমাদেরকে জীবন পরিচালনা করান। আমাদেরকে তাঁর তরিকায় মৃত্যু বরণ করার তৌফিক দিন। আমাদেরকে তাঁর প্রদর্শিত পথে রাখুন।

আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় চালনা করুন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা তাঁর অনুগত। তাঁর দলে আমাদেরকে পুনরুত্থান করান।

আমাদেরকে তাঁর ভান্ডারে আনয়ন করুন।

আমাদেরকে তাঁর পেয়ালার পানি পান করার তৌফিক দিন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহের দ্বারা সাহায্য করুন যা দ্বারা আপনি যাতে তাঁর জন্য তা বরাদ্দ করুন যা সে আপনার মহত্ত্ব, বদান্যতা এবং দয়াশীলতার উপর প্রত্যাশা করে।

বিশেষত আপনার সত্তা অবাধ ক্ষমা এবং ব্যাপক করুণার মালিক।

হে প্রভু, আপনার বার্তা বর্ণনা করার জন্য, আপনার কথা প্রচার করার জন্য, আপনার বান্দাদের উপদেশ দেয়ার জন্য এবং আপনার রাস্তায় অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য তাঁকে প্রতিদান দিন। আপনার নিকটবর্তী ফেরেস্তা অথবা আপনার পাঠানো ও মনোনীত নবীদেরকে যে প্রতিদান দিয়েছেন, তাঁকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিন।

তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর (নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র) শান্তি বর্ষিত হোক, এবং আল্লাহর তরফ হতে দয়া এবং অনুগ্রহ তাদের উপর বর্তানো হোক!

৪৩

بسم الله الرحمن الرحيم

নতুন চাঁদ দেখে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে অনুগত; পরিশ্রমী, ব্যতিব্যস্ত সৃষ্টি যে নির্ধারিত মঞ্চ অতিক্রম কর এবং নির্দিষ্ট কক্ষে আবর্তন কর।

আমি তার উপর ঈমান রাখি যিনি তোমার অন্ধকারকে আলোকিত করেছেন,

যিনি তোমার দ্বারা অনিশ্চয়তা দূর করেছেন,

যিনি তোমাকে তার রাজত্বের একটি নিদর্শন এবং তার কর্তৃত্বের একটি উপাদান হিসেবে স্থাপন করেছেন।

এবং তোমাকে নিয়োজিত করেছেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ততায়, উদয়ন ও অস্তমিত হওয়ায়, আলোকিত এবং অন্ধকারাচ্ছান্ন হওয়ায়।

এসকল ক্ষেত্রে তোমার সত্তা তার অনুগত এবং তার মনসা পূরা করনেওয়ালা তাৎক্ষণিক সৃষ্টি। তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। কি চমৎকার যা তিনি তোমার কাজে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

তোমার ক্ষেত্রে যা রচনা করেছেন তা কত সদাশয়!

তিনি তোমাকে মাসের চাবি স্বরুপ স্থাপন করেছেন, তোমার এক একটি নতুন আবির্ভাব এক একটি ঘটনার সূত্রপাত।

সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছি, যিনি আমার এবং তোমার রিজিকদাতা, আমার এবং তোমার স্রষ্টা, আমার এবং তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা, আমার এবং তোমার বানানেওয়ালা।

দোয়া করি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করতে।

তোমাকে অনুগ্রহের চাবিস্বরূপ নিয়োজিত করতে, সেদিন হবে পবিত্রতার, কোনো পাপ হবে না;

দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তা এবং বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার অর্ধচন্দ্র হিসেবে নিয়োজিত করতে।

এমন অর্ধচন্দ্র যাতে কোনো দুর্ভাগ্য না থেকে থাকবে সৌভাগ্য, দু:খহীন অনুগ্রহ, দুর্দশাগ্রস্ততা ব্যতিরেকে উন্নতি এবং মন্দের দ্বারা ভাল করা।

নিরাপত্তা, ঈমান, অনুগ্রহ, বদান্যতা, নিরাপদ এবং ইসলামের অর্ধচন্দ্র।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী করুন যাদের উপর এটা উদিত হয়, সবচেয়ে বিশুদ্ধ তাদের মধ্যে যারা এটাকে দেখে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান যারা এটার ভিত্তিতে এবাদত করে।

করুণা করে আমাদেরকে তওবা করার তৌফিক দিন। এভাবে আমাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করুন। আপনার অবাধ্যতা করা থেকে হেফাজত করুন। আপনার সদাশয়তায় কৃতজ্ঞতার দ্বারা আমাদেরকে উৎসাহ দিন। এর মধ্যে আমাদেরকে

নিরাপত্তার বাহু দ্বারা ঢেকে দিন। আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্যের দ্বারা আমাদের জন্য আপনার মহানুভবতায় পূর্ণতা দান করুন।

বিশেষত আপনার সত্তাই সর্বাধিক দয়াময়, প্রশংসনীয়।

যেন আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করেন, নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র।

৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

রোযার মাস রমযানের শুরুতে তাঁর একটি মুনাজাত।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তার প্রশংসা করার জন্য আমাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছেন, আমাদেরকে তাঁর মালিকানাধীন করেছেন। যাতে আমরা তাঁর মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞ হতে পারি এবং যাতে তিনি সেভাবে আমাদের জন্য প্রতিদান বরাদ্দ করতে পারেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন, তাঁর হুকুমনামা দিয়ে আমাদেরকে আচ্ছাদিত করেছেন এবং তাঁর মহানুভবতার পথে রেখেছেন। যাতে তার করুণায়, আমরা তাঁদের সাথে তাঁর কবুলিয়তের পথে চলতে পারি। একটি প্রশংসা যাকে তিনি সন্তুষ্ট হয়েই গ্রহণ করেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের জন্য এই মাসকে মনোনীত করেছেন যা রমযান মাস, রোযার মাস, দ্বীনের মাস, বিশুদ্ধতার মাস, আত্মশুদ্ধি এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার মাস। যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয় যা মানবজাতির জন্য পথ-নির্দেশ এবং যাতে পরিষ্কার নির্দেশনা এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রচুর মর্যাদা এবং চমৎকার খ্যাতি দ্বারা আপনি এই মাসকে অন্যান্য মাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

সেজন্য, অন্য মাসে যা করা জায়েয এ মাসে তা করা নিষেধ করেছেন, এ মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে। এবং এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পানাহার করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

তিনি এ মাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন, যা উঁচু পর্যায়ের এবং সম্মানিত। আর এ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেউ এর হুকুম অমান্য করতে পারবে না এবং কেউ এর হুকুম পিছাতেও পারবে না।

অতপর তিনি এ মাসে শবে ক্বদর নামের এক রাত্রিকে অনন্যতা দান করেছেন, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে রাতে তাদের প্রভুর অনুমতিতে ফেরেস্তাগণ জমিনে অবতরণ করেন (সব স্থানে)। তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তিনি তাঁর যে বান্দাকে চান তার উপর সকাল পর্যন্ত ছকীনা নাযিল করেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে উৎসাহিত করুন এ মাসের মহত্ত্ব জানতে।

এ মাসের মহত্ত্বের মর্যাদা দিতে।

এ মাসে যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন।

আপনাকে অবাধ্য করার থেকে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রেহাই দেয়ার দ্বারা এবং আপনি যাতে সন্তুষ্ট হন তাতে এদেরকে নিয়োজিত করার দ্বারা এ মাসের রোযা রাখার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করুন।

যাতে আমরা যেন আমাদের কানগুলোকে অহেতুক কথায় নিয়োজিত না করি। যাতে আমাদের চোখগুলোকে কোনো বিনোদনমূলক স্থানে দৃষ্টিপাত না করাই। আমাদের হাতগুলোকে যেন কোনো নিষেধ কাজে ব্যবহার না করি। কোনো নিষেধকৃত কাজে যেন আমাদের পা না বাড়াই। যাতে নাজায়েজ কোনো কিছু দিয়ে আমাদের উদর পূর্তি না করি। আপনি যা অনুমতি দিয়েছেন তা ব্যতীত যেন কোনো কথা আমাদের জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত না হয়। যাতে আপনার নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিপরীত কোনো কিছু করা থেকে ক্ষান্ত দেই যা আপনার শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে।

অতপর আমাদেরকে রিয়াকারদের দ্বারা সংঘটিত রিয়া এবং খ্যাতি অর্জনের মানস থেকে আমাদেরকে সংশোধন করুন। যাতে আমাদের এবাদতে আপনার পাশে আর কাউকে না রাখি এবং আপনি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু প্রত্যাশা না করি। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি যেরকম বর্ণনা করেছেন যথাযথ সেভাবে, আপনি যে দায়িত্ব বর্তিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করে, আপনি যে আনুষ্ঠানিকতা নির্ধারণ করেছেন এবং আপনি যে সময় নির্ধারণ করেছেন সেভাবে একাগ্রতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার জন্য করুণা করুন। এক্ষেত্রে আমাদেরকে তাদের সাথে উঠান যারা যথাযথভাবে নামাজসমূহ আদায় করে, যারা এ নামাজসমূহ ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায় করে সর্বাধিক এবং পুরোপুরি শুদ্ধতায় এবং মানবতাবোধের সাথে। আপনার বান্দা এবং রাসূলের সময়ের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করে। আপনার সম্মুখে তাদের নত হওয়া এবং বিনম্রতার দিক বিবেচনা করে এবং পরিপূর্ণ ও যথাযথ বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মানবতাবোধ নিয়ে তাদের সকল গুণের দিক বিবেচনা করে তার এবং তার বংশধরদের উপর আপনার সাহায্য পতিত হোক।

হে প্রভু, এই মাসে আমাদেরকে করুনা করুন, আমাদের আত্মীয়দের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য, দয়া এবং করুণার সাথে আমাদের প্রতিবেশীদেরকে দেখা-শোনা করার জন্য, আমাদের সম্পত্তিকে আপনার হুকুমের দিকে ধাবিত করতে, সম্পদের জাকাত দিয়ে এর বিশুদ্ধকরণের জন্য, যারা আমাদেরকে ছেড়ে গেছে তাদেরকে আহ্বান করতে, তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণ হতে যারা আমাদের সাথে ন্যায়পরায়ন ছিল না এবং তার সাথে শান্তি স্থাপন করতে যে আমাদের শত্রু ছিল। তার সাথে মিলনের চেয়ে আমাদেরকে অনেক দূরে রাখুন যে আপনার জন্য এবং আপনার মানসে ঘৃণিত। বিশেষত, সে একজন শত্রু যাকে আমরা কখনও বন্ধু করব না এবং সে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত যাদের সাথে আমাদের কখনও হৃদ্যতা হবে না।

এমাসে বিশুদ্ধ আমলের দ্বারা আপনার পানে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদেরকে করুণা করুন, যা দ্বারা আপনি আমাদেরকে পাপ থেকে বিশুদ্ধ রাখবেন। আমাদেরকে পুন: পাপে ফিরে যাওয়া হতে হেফাজত করুন যাতে আপনার কোনো ফেরেস্তার এমন কোনো সুযোগ না থাকে যে, আপনার পানে অগ্রসর হওয়ার মানসে একজন অনুগত বান্দার আমল ব্যতীত অন্য কোনো বদ কাজের রিপোর্ট দিতে অক্ষম হয়। হে প্রভু, এ মাসের উছিলায় এবং তার উছিলায় যে আপনাকে এ মাসে অত্যধিক ভালবাসে (মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত), হয়ত সে আপনার নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের অন্তর্ভূক্ত অথবা আপনার পাঠানো নবীদের অন্তর্ভূক্ত অথবা ধার্মিক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত, আমি মিনতি করছি হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করার জন্য।

এ মাসে আমাদেরকে ঐ জিনিসের মালিক বানান যা আপনি আপনার বন্ধুদের জন্য আপনার বদান্যতায় ওয়াদা করেছেন।

আমাদেরকে ঐ জিনিস দিন যা আপনি তাদের জন্য মজুত রেখেছেন যারা আপনার বন্দেগীতে সবচেয়ে অধিক নিবিষ্ট।

আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা আপনার দয়ায় উচ্চ এবং সম্মানিত স্তরের প্রত্যাশা করে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদেরকে নিবৃত্ত রাখুন আপনার একত্ববাদে অবিশ্বাস করা হতে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা না করার প্রবণতা থেকে, আপনার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে, আপনার রাস্তা সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া থেকে, আপনাকে সম্মান করা হতে বেখেয়াল হওয়া থেকে আর আপনার বিতারিত শত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

এ মাসের প্রতিটি রাত্র পর্যন্ত এমন লোক রয়েছে যাদেরকে আপনার করুণা মুক্ত করে দেয় অথবা আপনার ক্ষমা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। সেজন্য, আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন। অন্যান্য লোকদের এবং সাথীদের চেয়ে এই মাসকে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করুন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

প্রমাণ অদৃশ্য করার সাথে সাথে আমাদের পাপসমূহ দূর করে দিন।

এ দিনের প্রামাণ্যতার সাথে আমাদের শাস্তি মাফ করুন যাতে আমাদের কাছ হতে মাসটি অতিক্রম করে, যখন আপনি এ মাসের দ্বারা আমাদের অপরাধ ধুয়ে দিয়েছেন এবং পাপ করা হতে সংশোধন করেছেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

যদি এ মাসে আমরা কিছু ব্যতিক্রম করি তাহলে আমাদেরকে সঠিক করিয়ে দিন।

যদি আমরা তড়িঘড়ি করি, আমাদেরকে দৃঢ় করুন।

যদি আপনার শত্রু শয়তান আমাদের উপর ঝোঁকে বসে, তাহলে আমাদের এ থেকে নিষ্কৃতি দিন।

হে প্রভু, আমাদের জন্য এ মাসকে আপনার এবাদত দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

এর মুহূর্তগুলোকে আপনার বন্দেগী দ্বারা কার্যকর করে দিন।

দিনের বেলায় রোযা রাখতে এবং রাতের বেলায় নামাজ পড়তে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আপনার প্রতি একনিষ্ঠ হতে।

আমাদেরকে আপনার প্রতি বিনম্র হতে।

আপনার সত্তায় আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করতে যাতে এ মাসের দিন অজ্ঞতার বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন না করে অথবা এর রাত্র অপকর্মের সাক্ষ্য বহন না করে।

হে প্রভু, আমাদেরকে আপনি যতদিন জীবিত রাখুন, যত মাস জীবিত রাখুন আমাদেরকে এ অবস্থায় রেখেন।

আপনি আমাদেরকে আপনার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা বেহেশতের উত্তরাধিকারী যার মধ্যে তারা চিরদিন বসবাস করবে, যারা ভয়ের সাথে দান-খয়রাত করে। বিশেষত, তারা তাদের প্রভুর কাছেই ফিরে আসবে।

আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা অন্যকে সাহায্য করতে উদগ্রীব এবং সাহায্যও করে থাকে।

হে প্রভু, আপনি যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন তার সমান সংখ্যক এবং তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অনুগ্রহ প্রতিটি সময়, প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যার হিসাব আপনি বৈ আর কেউ করতে পারবে না। বিশেষত আপনার সত্তাই শ্রেষ্ঠ করনেওয়ালা, যা আপনি চান।

৪৫

بسم الله الرحمن الرحيم

রমযান মাসের বিদায় লগ্নে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আপনি আপনার দেয়া নেয়ামতের প্রতিদান প্রত্যাশা করেন না এবং আপনার প্রতিদানকে ফিরিয়ে নেন না।

হে প্রভু, আপনি আপনার বান্দার সাথে সমান ব্যবহার করেন না।

আপনার বদান্যতার মাত্র শুরু।

আপনার ক্ষমা, বদান্যতা, আপনার শাস্তি, বিচার, আপনার প্রতিজ্ঞা এবং করুণার শুরু।

যদি আপনি দান করেন, আপনার ভান্ডার ফুরাত না।

যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে তা অবিচার হবে না।

আপনি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন যে আপনার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়, যখন আপনি নিজে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাকে উৎসাহিত করেন, আপনি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন যে আপনার প্রশংসা করে, যখন আপনি নিজে তাকে প্রশংসা করার শিক্ষা দিয়েছেন! আপনি তার উপর একটি পর্দা টাঙিয়েছেন যাকে আপনি করুণা বঞ্চিত করেছেন, আপনি যা চেয়েছেন তাকে সাহায্য করেছেন

যাকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, আপনি এমনটিই করে থাকেন— যখন উভয়েই করুণা বঞ্চিত হওয়ার এবং প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা করে। কিন্তু আপনি আপনার কাজ দয়ার উপর ভিত্তি করে, করে থাকেন, আপনার ক্ষমা অনুসারে আপনি আপনার ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকেন, যে আপনাকে অমান্য করে তার প্রতি আপনার জবাব দিতে দেরি হয় এবং তার বেলায়ও আপনার জবাবে বিলম্ব ঘটে যে তার আত্মার পরিশুদ্ধিতে নিয়োজিত। আপনার ক্ষমাশীলতার দ্বারা, আপনি তাদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করেন, অনুশোচনা করার জন্য তাদের শাস্তি তড়িৎ করণকে আপনি উঠিয়ে নেন। এ জন্য যে তারা যেন প্রত্যাশা করে যে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা ধ্বংস হবে না, আপনাকে দীর্ঘসময়ব্যাপী সুযোগ না দিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য বঞ্চিত দুর্ভাগ্য আসবে না।

হে দয়ালু এবং ক্ষমাশীল প্রভু, আপনার ক্ষমা এবং দয়া হতে নি:সৃত সতর্ক করার পর আপনি আপনার বান্দাদের জন্য ক্ষমার এক দ্বার খুলে দেন, যাকে বলা হয় তওবা।

আপনি এ দ্বারের পথ-নির্দেশের একটি রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছেন, যাতে তারা এ থেকে নর্দমায় গিয়ে না পরে।

আপনি বলেছেন (তা অনুগ্রহশীল),— "তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তণ কর; বোধহয় তোমার প্রভু তোমার বদ আমলগুলোকে মাফ করে দিবেন এবং এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত আর যখন আল্লাহ্‌ নবীকে লজ্জা দিবেন না, অথবা বিশ্বাসীদেরকে।

"তাদের সামনে ডানপাশে নূর হবে!"

"তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌ আমাদের নূরকে যথাযথ করেছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। মূলত সবকিছুর উপর আপনি কুদরতওয়ালা।'"

সেজন্য, দ্বার উন্মুক্ত করার পর এবং পথ প্রদর্শক নিয়োগ করার পর, তার জন্য আর কি সুযোগ থাকে যে এই বাসস্থানে প্রবেশ করতে না চায়?

আর আপনি এমন এক সত্তা যিনি আপনার বান্দাদের সুবিধার্থে নিজের বিপক্ষে দাম হাকিয়েছেন, তাদের সাথে আপনার ব্যবসায়, তাদের সফলতা আপনার জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে এবং তাদের অর্জন আপনার কাছ থেকে বর্ধিত হয়।

আপনি বলেছেন (আপনার নাম অনুগ্রহশীল এবং সম্মানিত হোক)— "যে নেক আমল করে সে দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নেকি পাবে, কিন্তু যে কোনো পাপ কাজ করবে সে একটির স্থলে একটির শাস্তি বৈ আর বেশি শাস্তি পাবে না।"

আর আপনি বলেছেন, "যারা আল্লাহ্‌র জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের তুলনা হল ঐ শস্যকণার মত যা থেকে সাতটি শস্য শীষ জন্মায় এবং প্রতিটি শীষ থেকে একশত শস্য জন্মায়; আর আল্লাহ্‌ যাকে চান তার নেক বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।"

আপনি আরও বলেছেন, "কে আল্লাহ্‌কে চমৎকার ঋণ দেবে? আল্লাহ্‌ তাকে বারংবার দ্বিগুণ করে দেবেন।"

এবং কোরআনের অন্য জায়গায় আপনি এরকম কথা বলেছেন, গুণ বৃদ্ধি করার বিবেচনায়।

আর আপনি, যিনি নিজ গোপন জ্ঞানে এবং উদ্দীপনায় পৃথিবী সৃষ্টি করেছিল (যাতে বান্দাদের অর্জন বিস্তৃত), তাদের ঐ জিনিসে নিয়ে যান যা তাদের চোখ কখনও দেখেনি, তাদের জন্য এমন জিনিস বরাদ্দ করেছেন যা কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং তাদের চিন্তা কখনও ঐ জিনিস পর্যন্ত পৌছেনি।

তাই আপনি বলেছেন, "আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"

আপনি আরো বলেছেন, "যদি তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাও, তখন আমি বেশির চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কিন্তু যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা না জানাও..... আমার আযাব খুবই ভয়াবহ।"

পরবর্তীতে আপনি আরো বলেছেন, "আমাকে ডাক— আমি তোমার ডাকের জওয়াব দেব কিন্তু যারা আমার এবাদত করা হতে বিরত থাকে তারা লজ্জাজনক অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

তাই আপনি বন্দেগীর জন্য নামাজ পড়তে বলেছেন, যার ত্রুটি-বিচ্যুতি করাকে আপনি অবাধ্যতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, আর এটা পরত্যাগ করার ক্ষেত্রে আপনি লজ্জাজনকভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করাবার হুমকি দিয়েছেন। সেজন্য, তারা আপনাকে স্মরণ করে আপনার মহত্ত্বের জন্য, আপনার বদান্যতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানায়, আপনার হুকুম পুরা করে আপনার কাছে মিনতি করছে, আপনার জন্য দান করে আরো বেশি পরিমাণে বর্ধিত করার জন্য এবং এভাবে আপনার গোসসা থেকে বাঁচতে চায় এবং আপনার কবুলিয়ত অর্জনের জন্য সফলতা চায়। আপনি বান্দাকে যে পথ-নির্দেশ করে থাকেন, কোনো সৃষ্টি কি অন্য কোনো সৃষ্টিকে এরকম পথ নির্দেশ দিয়েছে, যদি কেউ করে থাকত তাহলে সে সবার দ্বারা প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত হত। সেজন্য, সকল প্রশংসা আপনার জন্যই যতদিন প্রশংসা করার মত রাস্তা থাকবে, যতদিন আপনার প্রশংসা করার কোনো অভিব্যক্তি বাকী থাকবে অথবা এমন কোনো অভিব্যক্তি যা এ কাজ সম্পন্ন করবে। হে প্রভু, যিনি আপনার সৃষ্টিদেরকে বদান্যতা এবং দয়ার দ্বারা সাহায্য করেছেন, তাদের উপর গুণ এবং দয়ার আচ্ছাদন দিয়েছেন। কি চমৎকারভাবে আমাদের উপর অনুগ্রহ বিস্তার করেছেন, এবং কত যথাযথভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, এবং আপনার মহানুভবতার দ্বারা নির্দিষ্ট কি ক্ষেত্রেই না আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।

আপনার মনোনীত দ্বীনে আপনি আমাদেরকে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।

আপনার অঙ্গীকারে যা আপনি অনুমোদন করেছেন।

আপনার রাস্তায় যা আপনি সহজ করে দিয়েছেন।

আপনার নিকটবর্তী হবার এবং আপনার করুণা অর্জনের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন।

হে প্রভু, আপনার অন্যতম একটি পছন্দনীয় এবাদত করার জন্য আপনি রমযান দিয়েছেন এবং তা অন্যতম একটি উৎসব।

আপনি এ মাসকে অন্যান্য মাসের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা দান করেছেন, অন্যান্য মৌসুম এবং সময়ের মধ্যে এটাকে পছন্দ করেছেন, বছরের অন্যান্য সময়ের মধ্যে

এটাকে যথোপযুক্ততা দান করেছেন, কোরআন নাযিল করে এবং তা অনুসরণ করার নূর দিয়ে, ঈমান বৃদ্ধি করে (বান্দাদের), রোযা উদযাপন করে, নামাজের জন্য দাঁড়াতে আমাদেরকে উৎসাহিত করে (রাত্রে) এবং এ মাসের মধ্যে গৌরবময় ক্বদরকে রেখে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

উপরন্তু এ মাসের উছিলায় আপনি আমাদেরকে অন্যান্য কওমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এর মহত্ত্বের দ্বারা আপনি অন্যান্য ধর্মের লোকদের মধ্যে স্বতন্ত্র করেছেন। সেজন্য, আপনার হুকুম পুরা করে আমরা দিনে রোযা রেখেছি এবং আপনার সাহায্যে রাত্রে নামাজে দাঁড়িয়েছি। এ মাসের কর্তব্য রোযা রাখা এবং নামাজ পড়ার কারণে, যার কারণে আপনি দয়া করে আমাদের জন্য এমন প্রতিদান রেখেছেন যা পাওয়ার জন্য আমরা উপলক্ষ্য পাই। আপনার কাছে যা প্রত্যাশা করা হয় তার উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান। আপনার সত্তা বদান্যশীল দাতা যে আপনার কাছে চায়। আপনার সত্তা ত তার নিকটবর্তী যে আপনি পর্যন্ত পৌঁছতে চায়! বিশেষত, এই মাস আমাদের কাছে প্রশংসনীয়ভাবে অবস্থান করে, আমাদেরকে নেককার সাথী দেয় এবং দুনিয়ার চমৎকার লাভ পৌঁছায়। অতপর, মূলত, সময়ের পূর্ণতা সমাধা করে এ মাস আমাদের ছেড়ে চলে যায়, এর সময় অতিক্রম করে এবং এর (দিনের) সংখ্যা পরিপূর্ণ করে।

সেজন্য আমরা তাকে এমনভাবে বিদায় জানাই যেমন করে আমরা কোনো একজনকে বিদায় জানাই যার বিদায় আমাদের জন্য কঠিন এবং আমাদের বিমর্ষ করে।

যার ছেড়ে চলে যাওয়া আমাদেরকে একা অনুভূত করে, আমরা যার দুঃখ করি, তার দায়িত্ব আমরা পালন করি এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে তার দাবি পূরণ করি।

সেজন্য আমরা বলি : তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহ্‌র মহান মাস।

ওহে তার (আল্লাহ্‌র) বন্ধুদের নির্ধারিত অনুষ্ঠান।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে সবচেয়ে সম্মানিত সময় যা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

হে শ্রেষ্ঠ মাস, দিন এবং ঘন্টার বিবেচনায়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মাস, যাতে প্রত্যাশিত আশা নিকটবর্তী হয় এবং যাতে নেক কাজ বৃদ্ধি পায়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে এক উচ্চ সমান্নিত, যখন উপস্থিত হয় এবং যখন চলে যায় যার অনুপস্থিতি ছিল দুঃখজনক।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আশার বস্তু, যার বিচ্ছেদ দু:খ সৃষ্টি করে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে বন্ধু, যে আবির্ভাবে আপন জন বনে যায়, সেজন্য আমাদেরকে আনন্দ দেয়; বিদায়ে আমাদেরকে নি:সঙ্গ করে যায় এবং এভাবে আমাদেরকে দু:খ দেয়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে প্রতিবেশি যার মধ্যে দিলগুলো সজীব হয় এবং পাপ মলিন হয়ে যায়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে সাহায্যকারী, যে শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

হে সাথী যে নেকের পথকে সহজ করে দেয়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাতে আল্লাহ্‌র কত পরিমাণে স্বাধীনতা রেখেছেন।

সে কতই না ভাগ্যবান যে তোমার জন্য সম্মান প্রদর্শন করে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি কত বড় গুণাহ্ মোছনকারী।

বিভিন্ন ধরণের লজ্জা ঢাকতে তুমি কত বড় আচ্ছাদন।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, গুণাহ্‌গারদের জন্য তুমি কত বিরক্তিকর।

ঈমানদারগণের দিল কত বিস্ময়ে পূর্ণ। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মাস যার সাথে অন্যান্য মাসের তুলনা চলে না। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মাস যাতে সব কিছুতে শান্তির অবরোহের সৃষ্টি হয়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যার সঙ্গ সকলের কাম্য এবং যার সহযোগিতা প্রশংসনীয়!

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেহেতু তুমি অনুগ্রহ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছ এবং আমাদের কাছ থেকে অপরাধের ময়লা ধূয়ে ফেলেছ।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ক্লান্তির কারণে যার বিলুপ্তি ঘটে না এবং ক্লান্তির কারণে যার রোযা পরিত্যাজ্য হয় না।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সময়ের পূর্বেই যার দিল আসতে চায় এবং তোমার বিদায়ের পূর্বেই যার দিল আর্তনাদ করে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার উছিলায় আমাদের কাছ থেকে কত মন্দ দূর হয়ে যায়।

তোমার উছিলায় আমাদের উপর অনুগ্রহের বারি বর্ষিত হোক।

তোমার উপর এবং ক্বদরের রাত্রির উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যা সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। বিগত দিনে আমরা তোমার জন্য কত অপেক্ষা করেছি। আগামীকে তোমার জন্য আমাদের কত গভীর আবেগ থাকবে।

তোমার এবং তোমার অতীতের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যা থেকে আমরা বঞ্চিত এবং তোমার অতীত অনুগ্রহের উপর, যা আমরা হারিয়েছি।

হে প্রভু, আমরা এমন লোক এ মাসের উছিলায় যাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদেরকে করুণা করেছেন। আপনার মহত্ত্বের সাথে যখন দুর্ভাগ্যশীলগণ এ মাসের সময় সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং তাদের মন্দ ভাগ্যের দরুণ এ মাসের অনন্যতা হতে বঞ্চিত হয়েছে।

আমাদেরকে এ মাসের ইলম দান করে এবং এ মাসের হুকুম পালনের দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা আপনার রয়েছে।

এবং বিশেষত, আপনার করুণায় আমরা এর রোযা রেখেছি এবং নামাজ আদায় করেছি যদিও তা যথাযথভাবে নয় এবং পালন করেছি। এমন যে মহান আনুগত্যের বেলায় ক্ষুদ্র আনুগত্য।

সেজন্য, আমাদের অপকর্ম জেনে এবং আমাদের অপচয় তুলে ধরে, হে প্রভু, আমরা আপনার প্রশংসা করি। আপনার প্রতি আমাদের দিল থেকে উদ্গত তওবা করছি। আমাদের জবান থেকে একনিষ্ঠ প্রার্থনা। সেজন্য, ভুলের বদলা স্বরূপ, আমরা যাতে ভোগছি তার প্রতিদান দিন। যা দ্বারা আমরা প্রত্যাশিত বস্তু অর্জন করতে পারি, যা দ্বারা আপনার অনুগ্রহের বিভিন্ন ভান্ডার হতে আমরা প্রতিদান পেতে পারি।

আপনার ফরজ পালনে আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

আমাদের জীবনের বাকী অংশকে প্রশস্ত করে দিন যাতে আমরা আগামী রমজান পেতে পারি।

যখন আপনি আমাদেরকে এ মাসে পৌছিয়েছেন, তখন আমাদেরকে ঐ ভক্তি অর্জন করতে সাহায্য করুন যা আপনি চান এবং ঐ আনুগত্য করার তৌফিক দিন যা আপনার সত্তা প্রাপ্য।

আমাদেরকে নেককাজের প্রবাহ সৃষ্টি করার তৌফিক দিন যা মাসগুলোর মধ্য হতে দু'মাস আপনার কর্তব্য পালনে সন্তুষ্টি (আপনার) অর্জন করতে পারি।

হে প্রভু, সগীরা অথবা কবীরা গুণাহ যাই আমরা করেছি, অথবা আমরা যে অপরাধই করেছি এবং আমাদের এ মাসে আমরা যা ভুল করেছি অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছি। যা দ্বারা আমরা আমাদের নিজ আত্মাকেই আঘাত করেছি অথবা আমাদের ব্যতিরেকে অন্যদের মর্যাদা হানি করেছে। অতপর, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আপনার ঢাকনা দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে দিন।

আপনার ক্ষমাশীলতায় আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

আমাদেরকে নিন্দুকের সামনে অনাবৃত করবেন না।

গীবতকারীদের জবানের বিপরীতে আমাদের রাখবেন না।

আমাদেরকে তাতে নিয়োজিত করুন যা আপনি আমাদের অনুমোদন করেছেন তা সরিয়ে দেয়, আপনার অসীম দয়া এবং অব্যর্থ বদান্যতা। হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের এই মাসের উছিলায় আমাদের ভোগান্তি দূর করুন। আমাদের উৎসবে (ঈদের) এবং নাস্তায় আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাদের কাছ থেকে অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে এ দিনকে শ্রেষ্ঠ দিন করুন, যা ক্ষমার আকর্ষক এবং পাপ মোচনকারী। আমাদের জানা এবং অজানা পাপসমূহ ক্ষমা করুন।

হে প্রভু, এই মাসের মধ্যে আমাদের ভুল থেকে সংশোধন করুন।

এর মেয়াদ শেষ হলে আমাদেরকে গুণাহ্ থেকে দূরে রাখুন।

রমজান পাওয়া লোকদের মধ্যে আমাদেরকে সবচেয়ে অধিক ভাগ্যবান করুন। এর আত্মিক লাভ বণ্টনে আমাদেরকে সর্বাধিক স্বচ্ছলতা দিন এবং এর অনুগ্রহ প্রাপ্তির বেলায় আমাদেরকে সর্বাধিক ধনী করুন।

হে প্রভু, যারা এ মাসকে পালন করে যেভাবে পালন করা দরকার, এর সম্মান বজায় রাখে যেরকম সম্মান বজায়ের প্রত্যাশা করে, এর নিয়ম পালন করে যেভাবে পালন করা দরকার এবং গুণাহ্ এড়িয়ে চলে যেমনভাবে এড়ানো দরকার অথবা যথাযথভাবে আপনার কাছে অগ্রসর হয়, আপনি তাকে কবুল করেছেন এবং তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন।

সেজন্য, আপনার ভান্ডার হতে আমাদেরকেও এরূপ প্রতিদান দিন। আপনার বদান্যতায় তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিন। বিশেষত, আপনার দয়া মলিন হয় না।

আপনার ভান্ডারে কখনও কমতি হয় না— উপরন্তু অনুগ্রহ বজায় থাকে।

আপনার দয়ার খনির কোনো লয় নেই।

নিশ্চিতভাবেই আপনার পুরস্কার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের জন্য তাদের প্রতিদান লিখে দিন যারা রমজানের রোযা রাখে এবং পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত আপনাকে এ মাসে ভক্তি করে।

হে প্রভু, বিশেষত আমাদের নাস্তা করার দিনে (ঈদুল ফিতর) আমরা আপনার কাছে তওবা করছি যা আপনি আমাদের জন্য উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং যা ঈমানদারদের জন্য আনন্দের।

একটি পুন:র্মিলনের দিন এবং আপনার অঙ্গীকারবদ্ধ লোকদের ক্ষমা ঘোষণার দিন— যে সকল গুণাহ্ অথবা ভুল আমরা অতীতে করেছি।

আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকি। তার তওবা কবুল করুন যে গোপনে পাপ করার ইচ্ছা করে না, যে তার পর আর কোনো অপরাধ করবে না— তা এমন এক তওবা যা সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তা থেকে উর্ধ্বে। সেজন্য আমাদের এই তওবা কবুল করুন, আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এর উপর আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন।

হে প্রভু, আমাদের মধ্যে হুমকিকৃত আযাবের ভয় ঢুকিয়ে দিন, এবং প্রত্যক্ষ স্বাদ আস্বাদন করার পূর্ব পর্যন্ত আমাদেরকে আপনার প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশা করার তৌফিক দিন, যা আপনার কাছে চাই এবং ঐ যন্ত্রণা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

আপনার দৃষ্টিতে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা তওবা করে, যাদের জন্য আপনার ভালবাসা কার্যকর হয়েছে এবং আপনার কাছে যাদের ফিরে আসাকে আপনি কবুল করেছেন— হে ন্যায় বিচারক।

হে প্রভু, আমাদের বাবা-মাকে ক্ষমা করুন এবং ক্ষমা করুন আমাদের উম্মাহ্ভুক্ত সকল লোকদেরকে, যারা চলে গেছে এবং যারা পুনরুত্থান দিবসের পূর্ব পর্যন্ত দুনিয়াতে আসবে।

হে প্রভু, আমাদের নবী এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, আপনার নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের প্রতি যে রকম অনুগ্রহ করেছেন।

আপনি তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের অনুগ্রহ করুন, আপনার পাঠানো নবীদের উপর যেমন অনুগ্রহ করেছেন।

তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যেমন অনুগ্রহ আপনি আপনার নেককার বান্দাদের উপর করেছেন। হে সারা বিশ্বের মালিক তাঁকে তাঁর চেয়েও অধিক অনুগ্রহ করুন, যত মঙ্গল আমাদেরকে স্পর্শ করেছে, আমরা যত লাভবান হয়েছি এবং আমাদের মুনাজাত যা অর্জন করেছে। বিশেষত, যাদের কাছে অনুরোধ করা হয় আপনার সত্তা তাদের চেয়ে অধিক দয়াশীল, যাদের কাছে প্রার্থনা করা হয় তাদের চেয়ে অধিক দয়াশীল। আর সবকিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈদুল ফিতরের দিন জুমা এবং ওয়াক্ত নামাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে কিবলামুখি হয়ে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু আপনি তার প্রতি করুণা করেন, যার প্রতি সৃষ্টিগণ করুণা করে না। হে প্রভু আপনি তাকে গ্রহণ করেন, যাকে শহরের লোকেরা গ্রহণ করে না। আপনার কাছে মুখাপেক্ষীদেরকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেন না। হে প্রভু, আপনি তাদেরকে নিরাশ করেন না যারা আপনার কাছে কান্নাকাটি করে। হে প্রভু, আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করেন না যারা আপনার উপর নির্ভর করে।

হে প্রভু, আপনিত এমনকি ছোট এবাদতও কবুল করেন, আপনার জন্য সম্পাদন করা সবচেয়ে ছোট কাজেরও আপনি প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

হে প্রভু, আপনিত তিনি যার সত্তা নিম্নতম অনুগতশীলের প্রতিও কৃতজ্ঞ এবং প্রতিদানে বিরাট পুরুস্কার দিয়ে দেন।

হে প্রভু, আপনি তাকে নিকটবর্তী করেন যে আপনার দিকে অগ্রসর হয়।

হে প্রভু, আপনি নিজেই ঐ ব্যক্তিকে পিছন দিকে ডাকেন যে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

হে প্রভু, আপনি আপনার অনুগ্রহ পরিবর্তন করেন না এবং শাস্তি দিতে তড়িৎ করেন না। হে প্রভু আপনি নেকের তৌফিক দিয়ে থাকেন, ফল লাভ করার জন্য যেমন আপনি তা জন্মিয়ে থাকেন এবং গুণাহ্‌তে নজর রাখেন যাতে ক্ষমা করতে পারেন।

আপনার দয়ার ভান্ডার থেকে আশা পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসে।

আপনার মুক্ত হস্তে অনুরোধের পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়।

আর দয়াপ্রার্থী আপনার প্রশংসা ব্যক্ত করায় অপারগ।

সেজন্য, আপনার অধিকারে রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা, যা অন্যান্যের চূড়া হতে অনেক উপরে। আপনার মহান গৌরব অন্যান্য গৌরব থেকে অনেক উপরে। প্রতিটি বড়ই আপনার পাশে ক্ষুদ্র। আপনার মর্যাদার পাশে অন্যান্য মর্যাদার অধিকারীগণ অতুল্য। তারা ছিল নিরাশ যারা আপনি ব্যতীত অন্যের জন্য অপেক্ষা

করেছিল। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা নিজেদেরকে কারো না কারো কাছে হাজির করে, যারা নিজেদেরকে আপনার সামনে হাজির করে তাদেরকে রক্ষা করুন। সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, শুধু আপনি ব্যতীত। অর্জন করার পর তারা ব্যতীত অন্যান্যরা মহামারীতে আক্রান্ত হয় যারা আপনার বদান্যতা হতে লাভ গ্রহণ করেছে। প্রত্যাশাকারীদের জন্য আপনার দ্বার সব সময় খোলা। আপনার দয়া তাদের কাছ থেকে উঠে যায় না যারা আপনার কাছে চায়। আপনি তাদের প্রতিবিধান করেন যারা আপনার কাছে প্রতিবিধান চায়। প্রত্যাশাকারীগণ আপনার দ্বারা নিরাশ হয় না। যারা নিজেদেরকে আপনার কাছে হাজির করে আপনার দয়া তাদেরকে অতিক্রম করে না। যারা ক্ষমা চায় তারা আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ দ্বারা দুর্ভাগ্যশীল হয় না। এমনকি আপনার পুরস্কার তার জন্যও বর্ধিত হয় যে আপনাকে অমান্য করে। তার জন্য আপনার ক্ষমা প্রস্তুত থাকে যে আপনার শত্রুভাবাপন্ন ছিল। আপনার কাজ হল অনিষ্টকারীদের ভালাই সাধন করা।

আপনি পাপীদেরকে ঐ পর্যন্ত সহ্য করেন যতক্ষণ না আপনার ক্ষমায় তারা তওবা থেকে দূরে থাকে এবং আপনার ধৈর্য্য তাদেরকে পাপ পরিত্যাগ করা থেকে ফিরায়। বিশেষত, আপনি তাদের সাথে এরকম করেন যাতে তারা আপনার এবাদতে ফিরে আসে এবং আপনার চিরঞ্জীব আনুগত্য নির্ভর করতে তাদেরকে সময় দিয়ে থাকেন।

সেজন্য যারা ভাগ্যশীল ছিল তারা আপনার দ্বারা এর উপর মজবুত ছিল। যারা দুর্ভাগ্যশীল তারা আপনার অনুগ্রহ বঞ্চিত হওয়ার কারণে হয়েছিল। সবাই আপনার বিচারের দিকেই চলেছে। তাদের কাজ হল আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করা। তাদের সময়ের আপনার কর্তৃত্ব অপারগ নয়। তাদের শাস্তি দিতে বিলম্ব করার জন্য আপনার যুক্তি ভেস্তে যায় নি। আপনার সাক্ষ্য এমনই মজবুত যে তা বাদ দেয়া যাবে না। আপনার কর্তৃত্ব এমনই দৃঢ় যে ধ্বংস হবার নয়। সেজন্য, তার জন্যই চিরস্থায়ী দু:খ যে আপনা হতে দূরে সরে যায়। সে অনুগ্রহ বঞ্চিত যাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার জন্য মন্দ ভাগ্য যে আপনার সামনে গর্বভরে আচরণ করে।

আপনার শাস্তির মোকাবেলায় তার ভোগান্তি কিভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। আপনার প্রতিশোধের বিপরীতে সে কতক্ষণ টিকবে।

তার সাজা থেকে মুক্তি পাওয়া কতই না দুরুহ।

পালানোর সুযোগের আশা কিভাবে করা যায়।

এর সবকিছুই আপনার অঙ্গীকারাবদ্ধ সাজার ফল যাতে আপনি বৈপরীত্ব করেন না, আপনার কথার প্রতিফলন যাতে আপনি অবিচার করেন না। আপনি আপনার যুক্তিকে স্বচ্ছ রেখেছেন এবং তাতে অন্য কোনো সুযোগ নেই। বিশেষত, আপনি পূর্বেই সতর্ক করেছেন, (নেক কাজে) উৎসাহ দিতে সদাশয় হয়েছেন এবং এর বর্ণনা ব্যাখ্যা করেছেন ও সামায়িক বিরতি দিয়েছেন। আপনি শাস্তি দিতে বিলম্ব করেছেন, যখন আপনার ঝটপট শাস্তি দেবার ক্ষমতা ছিল। দ্রুত শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা থাকার পরও আপনি দ্রুত শাস্তি কার্যকর করেন না। অক্ষমতার

জন্য আপনি শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন না অথবা দূর্বলতার জন্য আপনি ধৈর্য্য ধারণ করেন না, অজ্ঞতার দরুন আপনি কাউকে ক্ষমা করেন না, অথবা জটিলতার কারণে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করেন না।

উপরন্তু এক দৃষ্টে বলা যায় যে আপনার যুক্তি সন্দেহমুক্ত, আপনার সদাশয়তা অধিক যথোপযুক্ত, আপনার মহত্ত্ব অধিক বেশি এবং আপনার সাহায্য পুরোপুরি পূর্ণ। এই সমস্ত কোনো কিছুতেই সমকক্ষতা নেই। এটা কখনও যত্রতত্র থাকবে না এবং কখনও সমকক্ষ হবে না।

আপনার যুক্তি এতই গৌরবজনক যে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আপনার মহত্ত্ব এতই উচ্চ যে পুরোপুরিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আপনার অনুগ্রহ এত অধিক যে যথাযথভাবে মনে রাখা যায় না। আপনার দয়া এতই যে এর সামান্যতম অংশেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না।

বিশেষত নিরবতা আমাকে আপনার প্রশংসা করায় অক্ষম করে ফেলেছে। প্রচেষ্টাহীনতা আমাকে আপনার গৌরব করায় অক্ষম করেছে। যা আমি করতে পারি তা হল আমি আমার অসহায়ত্ব এবং হীনমন্যতার কথা বিবেচনা করতে পারি— ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, হে প্রভু, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ। সেজন্য দেখুন, এখন আমি আপনার দিকে এগিয়েছি এবং আপনার কাছ পর্যন্ত সহায়তা কামনা করছি।

অতপর, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার গোপন অনুরোধ শ্রবণ করুন এবং আমার মিনতি কবুল করুন।

নৈরাশ্যতায় আমার দিনকে শেষ করবেন না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমাকে ভাগ্যের দ্বারা আঘাত করবেন না।

আপনার কাছ থেকে ফিরে আসা (মুনাজাত হতে) যেন আমার জন্য সম্মানজনক হয়।

বিশেষত, আপনি যা চান তা করা আপনার জন্য সমস্যা নয়, অথবা আপনার কাছে যা চাই তা দেয়াতেও আপনি অক্ষম নন। আর সকল কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

উচ্চ এবং মহান আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত আর কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

আরাফার দিবসে তাঁর একটি মুনাজাত।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি, যিনি বিশ্বের মালিক। আপনার প্রশংসা করছি, হে আকাশ এবং জমিনের স্রষ্টা, সম্মান ও গৌরবের অধিকারী, যে সকল প্রভুদের পূজা করা হয় তাদের প্রভু। সবকিছুর যিনি আল্লাহ্, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সবকিছুর মালিক।

আপনার মত আর কেউ নেই।

যার কাছ থেকে কোনো কিছুর জ্ঞানই অন্তরালে নয়।

তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সব কিছুর উপর নজর রাখেন।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্, আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। আপনি এক ও একক, আপনার কোনো শরিক নেই।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্, আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। যিনি বদান্যশীল, সদাশয়, মহান, সম্মানিত, উন্নত এবং মর্যাদার।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্, আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। আপনি করুণাময়, দয়াময়, সব জান্তা, জ্ঞানী।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্। আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, যিনি শুনেন, দেখেন, যিনি চিরঞ্জীব এবং সজাগ।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্। আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। আপনি সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন, অনন্ত এবং চিরঞ্জীব।

আপনার সত্তাই আল্লাহ্। আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, যখন কেউ ছিল না তখন আপনিই ছিলেন এবং যখন কেউ থাকবে না তখন আপনিই থাকবেন।

আপনিই আল্লাহ্। আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, যিনি উৎস ব্যতীরেকেই জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আপনি যার ছুরত দিয়েছেন কোনো নমুনা ব্যতীতই ছুরত দিয়েছেন আর আপনি যা উদ্ভাবন করেছেন কোনো উদাহরণ ব্যতীতই উদ্ভাবন করেছেন।

আপনিই তিনি যিনি সঠিক মাত্রায় সব কিছুর ওজন দিয়েছেন। যেমন প্রত্যাশা করা হয় তেমনি সবকিছুকে সহজ করেছেন এবং সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন, আপনি নিজেই। যার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল।

আপনিই তিনি যাকে কোনো কিছু সৃষ্টিতে কেউ সাহায্য করেনি অথবা কোনো সহকারী সহযোগিতা করেনি, আপনার সৃষ্টি কাজে কোনো সাক্ষ্য ছিলেন না (আপনি ব্যতীত), আপনার কোনো সঙ্গী নেই।

আপনিই সৃষ্টির ইচ্ছে করেছেন। আপনি যা চেয়েছেন যা দৃঢ় ছিল।

আপনি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। আপনি যা অঙ্গীকার করেছেন যা যথাযথ ছিল।

আপনি আদেশ করেছেন। আপনি যা আদেশ করছেন তা তেমন রয়েছে।

আপনিই তিনি যার স্থান কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

আপনার সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করতে কখনও কোনো সার্বভৌমত্বের উত্থান ঘটেনি, আপনাকে পরাজিত করতে কোনো যুক্তি অথবা ব্যাখ্যার উত্থান ঘটেনি।

আপনিই যথাযথভাবে সবকিছুর হিসাব রেখেছেন, সব কিছুর জন্য সময়ের এক চক্র রেখেছেন এবং সব কিছুকে যথাযথ মাত্রায় পরিমাপ করেছেন।

আপনি এমন সত্তা, কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তা যার গুণ বিচার করতে যাওয়ায় ব্যর্থ এবং কোনো চোখও আপনার আশ পাশ দেখতে অসমর্থ।

আপনি এমন সত্তা যাকে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আপনি যেমন তেমনভাবে কেউই তুলনা করেনি। আপনি কাউকে জন্ম দেননি অথবা কারও কাছ থেকে জন্ম নেননি।

আপনার কোনো বিরোধী নেই যে আপনার সাথে পাল্লা দিতে পারে। আপনার সমকক্ষ কেউ নেই যে আপনার উপর বিরাজ করবে এবং কোনো যুগল নেই যাকে আপনার সাথে দেখা যাবে।

আপনিই তিনি যিনি উদ গত করেছেন, আবিষ্কার করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, রুহ দিয়েছেন এবং যা তৈরী করেছেন তা যথাযথভাবেই তৈরী করেছেন।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার মর্যাদা কত মহান। আপনার স্থান কত উচ্চে। আপনার বোধশক্তিতে সত্যের কিরূপ বিস্তৃতি। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে দয়াময়। আপনার সত্তা কত সদাশয়। হে দয়ালু, আপনার সত্তা কত দয়ালু। হে জ্ঞানী, আপনার সত্তা কিভাবে জানা সম্ভব। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে মহারাজ। আপনি কত ক্ষমতাবান। হে সদাশয়, আপনার সত্তা কতই না স্বাধীন। হে গর্বিত, আপনি ত মর্যাদাশীল— সকল সদাশয়তা, মহান, মহত্ত্ব এবং প্রশংসার অধিকারী।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। দান করতে আপনি আপনার হাতকে বিস্তৃত করেছেন। আপনার কাছ থেকে পথ-নির্দেশ অর্জন করেছি। সেজন্য যে কোনো গোপন অথবা প্রকাশ্য বিষয়ে যে আপনার তালাশ করে, সে আপনাকে পায়।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যে আপনার জেহালে বেঁচে আছে, আপনার সামনে মাথা নোয়ায়। আপনার সিংহাসনের নিচে যা কিছু আছে তা আপনার গৌরবের সামনে নম্র। সকল সৃষ্টিই আপনার আনুগত্যে আবদ্ধ।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনাকে উপলব্ধি করা যায় না, তালাশ করা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কাছে টানা যায় না, সরানো যায় না, দূরত্ব সৃষ্টি করা যায় না, তার সাথে তর্ক করা যায় না, শত্রুতা করা যায় না, লড়াই করা যায় না, তাকে ঠকানো যায় না, অথবা ধোকা দেয়া যায় না।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার রাস্তা সহজ। আপনার হুকুম হক্ব। আপনার সত্তা জীবন্ত এবং কোনো চাহিদা নেই।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার দুনিয়া আধ্যাত্মিক।

আপনার অঙ্গীকার অলংঘনীয় এবং আপন আইন চূড়ান্ত।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে এমন কেউ নেই, আপনার কথা পরিবর্তন করে এমন কেউ নেই।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে নিদর্শন বিস্তৃত করার মালিক, বেহেশত এবং জীবনের স্রষ্টা।

আপনার প্রশংসা করছি, এমন এক প্রশংসা যা আপনার অস্তিত্বের মত চিরস্থায়ী। আপনার প্রশংসা করছি, আপনার অনুগ্রহের সমকক্ষ। আপনার প্রশংসা করছি, আপনার কাজের সম পরিমাণ প্রশংসা। আপনার প্রশংসা করছি। এমন এক প্রশংসা যা আপনার প্রশংসাকে বৃদ্ধি করবে। আপনার প্রশংসা করছি, এমন এক প্রশংসা যা সকল প্রশংসাকারীদের সমান, একটি কৃতজ্ঞতা যা সকল কৃতজ্ঞদের কৃতজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যাবে। একটি প্রশংসা আপনি ব্যতীত আর কারো জন্যে নয়। যা আপনার দিকেই অগ্রসর হবে। অতীত অনুগ্রহের সমতুল্য প্রশংসা

যা দ্বারা ভবিষ্যত প্রতিদানের জন্য অনুরোধ করা যায়। একটি প্রশংসা যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সফলতার সাথে যোগ হবে। এমন এক প্রশংসা যা হিসাব রক্ষণকারীগণ হিসেব রাখতে পারবে না এবং যা কেরামান কাতিবিনের খাতা উপচে পড়বে। আপনার আরশের সমপরিমাণ প্রশংসা এবং আপনার সম্মানিত পাদুকায় পরিণত হবে। এমন এক প্রশংসা করছি যা আপনা থেকে প্রতিদান নিতে যথাযথ হবে এবং এই প্রতিদান আমার অন্যান্য প্রতিদানকে ডুবিয়ে দিবে। এমন এক প্রশংসা করছি যা এর অন্তর্নিহিতে সাথে সামঞ্জস্য হবে এবং এর অন্তর্নিহিত মূল একাগ্রতার সাথে প্রকাশ পাবে। এমন এক প্রশংসা করছি যা কোনো সৃষ্টিই কোনো কালে করেনি এবং যার অনন্যতা আপনি ব্যতীত আর কারো পাশে নেই।

এমন প্রশংসা করছি, যে এ গণনা করার দায়িত্ব হবে সে অন্যের সাহায্য নিবে এবং সে তা গণনা করতে খুব চেষ্টা করেও না পেরে সহযোগিতা নেবে। এমন প্রশংসা যা আপনি প্রশংসার জন্য যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে সমন্বয় সাধন করবে এবং পরবর্তীতে যা সৃষ্টি করবেন তার সাথে সমন্বয় সাধন করবে। এমন এক প্রশংসা করছি যা আপনার কথার নিকটবর্তী। যে এ কথা দ্বারা আপনার প্রশংসা করে সে ব্যতীত আর কোনো প্রশংসাকারী তার চেয়ে বড় নয়। এমন এক প্রশংসা যার পর্যাপ্ততা পরবর্তীতে প্রশংসাকারীদেরকে আপনার দয়ার দ্বারা প্রতিদান দিবে এবং যাতে আপনি মুক্ত হস্তে প্রশংসা বৃদ্ধি করবেন। এমন এক প্রশংসা যা আপনার সম্মানের বরাবর হবে (সংখ্যায়) এবং আপনার মহত্ত্বের সমকক্ষ।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদকে অনুগ্রহ করুন এবং তাঁর বংশধরদেরকে। যিনি নির্বাচিত, পছন্দনীয়, সম্মানিত, যিনি নিকটবর্তী, আপনার অনুগ্রহের শ্রেষ্ঠ অনন্যতায়। তার উপর আপনার সহায়তা যথাযথভাবে বরাদ্দ করুন।

আপনার দয়াশীলতার সর্বোচ্চ ভান্ডার থেকে তাকে সাহায্য করুন।

হে প্রভু, এক পবিত্র অনুগ্রহে হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, অন্য কোনো অনুগ্রহ যার থেকে বেশি পবিত্র হবে না।

তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর এক বাড়ন্ত সহায়তা বরাদ্দ করুন, অন্য কোনো সহায়তা এর চেয়ে বেশি উর্বর হবে না।

তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর এক মনোরম অনুগ্রহ করুন, যাতে অন্য কোনো অনুগ্রহ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হয়।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, একটি সহায়তার সাথে যা তাঁকে তৃপ্ত করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে দেবে। তাঁর জন্য সহায়তা বরাদ্দ করুন যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর উপর আপনার কবুলিয়তকে বৃদ্ধি করে দেবে।

তাঁর জন্য একটি সহায়তা বরাদ্দ করুন যা আপনি তাকে ব্যতীত আর কাউর জন্য বরাদ্দ করেননি। আপনার দৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত আর কেউ যার উপযুক্ত নয়।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ বরাদ্দ করুন যা আপনার কবুলিয়তকে উপচিয়ে যাবে, যার হিসেব নির্ভর করে আপনার অশেষ স্থায়িত্বের উপর এবং যা কখনও মরে যাবে না যেমন নাকি আপনার কথা কখনও মরে যায় না।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর এমন অনুগ্রহ বরাদ্দ করুন যা আপনার ফেরেস্তাদের, আপনার নবীদের, এবং আপনার রাসূলদের অনুগ্রহ সমন্বয় করবে, আর সমন্বয় করবে তাদের অনুগ্রহ যারা আপনাকে মান্য করে। যা জ্বিন এবং মানুষ বান্দাদের এবং তাদের অনুগ্রহ সমন্বিত করবে যারা আপনার হুকুম তামিল করে। যা আপনার সৃজিত এবং রুহ দেয়া সকল ক্ষেত্রের সৃষ্টির অনুগ্রহকে অন্তর্ভূক্ত করবে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন যা অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত অনুগ্রহকে ছাপিয়ে যাবে।

তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর এমন অনুগ্রহ করুন যা আপনার কাছে এবং আপনার পাশের অন্যান্যদের কাছে শোভন।

উপরন্তু, তা দিয়ে সাহায্য করুন যা একই সাথে এবং দিনের চক্রকালে অনুগ্রহগুলোকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। মর্যাদা বৃদ্ধির দ্বারা তাদেরকে বৃদ্ধি করুন যা আপনি ব্যতীত আর কেউ গণনা করতে সক্ষম হবে না।

হে প্রভু, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পবিত্র সদস্যদের উপর সাহায্য বরাদ্দ করুন যাদেরকে আপনি আপনার মিশনের জন্য পছন্দ করেছেন, যাদেরকে আপনি আপনার এলমের ভান্ডার বানিয়েছেন, আপনার দ্বীনের অভিভাবক করেছেন, আপনার পৃথিবীতে আপনার প্রতিনিধি এবং আপনার মাখলুকের কাছে আপনার যুক্তি হিসেবে পেশ করেছেন। আপনি নিজ ইচ্ছায় তাদের অপবিত্রতা এবং দোষকে পরিষ্কার করেছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতার সাথে। আর যাদেরকে আপনার কাছে পৌঁছতে মাধ্যম করেছেন এবং বেহেশতে প্রবেশের পথ নির্দেশক করেছেন।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর এমন অনুগ্রহ করুন যা দ্বারা আপনি আপনার সদাশয়তা এবং দয়া তাদের উপর বিস্তার করতে পারেন। আপনার পুরষ্কার এবং অতিরিক্ত সহায়তার সবকিছু তাদেরকে দিন।

আপনার প্রতিদান এবং লাভের অংশ তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দিন।

হে প্রভু, তার উপর এবং তাদের উপর এমন সহায়তা প্রদর্শন করুন যার শুরুর কোনো সীমা নেই, এর সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং এর অবিরত চলার কোনো ক্ষান্তি নেই।

হে প্রভু, তাদের উপর এমন অনুগ্রহ করুন যা আপনার আরশের ওজন বরাবর এবং এর নিচে অবস্থিত আকাশ পূর্ণতার সমান আপনার ভূমির সংখ্যা পরিমাণ এবং নিচে যা কিছু আছে তার সমান এমন এক অনুগ্রহ যা তাদেরকে আপনার কাছে আনবে এবং আপনাকেও তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। আর সবসময় একই অনুগ্রহের সমন্বয় সাধন করবে।

হে প্রভু, বিশেষত প্রত্যেক যুগে আপনি দ্বীনকে সহায়তা করেছেন একজন ইমামের দ্বারা, যার কাছে আপনি বান্দাদের কাছে নিদর্শন দাঁড় করিয়েছেন এবং আপনার শহরগুলোর একটি আলোর খাম, সে আপনার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর।

আপনি তাকে কবুল করেছেন, তার আনুগত্যকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছেন। আপনি লোকদেরকে হুমকি দিয়ে আপনার আনুগত্য না করা থেকে বিরত রেখেছেন।

আপনি আদেশ করেছেন তার হুকুমের আনুগত্য করতে এবং তার নিষেধে বিরত থাকতে। আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই তার উপর নেতৃত্ব করতে পারে না এবং কোনো পশ্চাদ্বাবনকারীই তার পিছু নিতে পারবে না।

সেজন্য সে হল তাদের আশ্রম যারা আশ্রয় তালাশ করে, ঈমানদারদের রক্ষক, বিশ্বের বাসিন্দাদের সহযোগী এবং আলো।

হে প্রভু, সেজন্য সাহায্যের কৃতজ্ঞতার সাথে আপনার প্রতিনিধিকে উৎসাহিত করুন, যা আপনি তার মাধ্যমে আমাদের উপর বরাদ্দ করেছেন। তার জন্য আমাদের একই কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করুন। আপনি তাকে সমর্থিত কর্তৃত্ব দিন।

তাকে সহজ জয় দিয়ে দিন।

আপনার সবচেয়ে সম্মানিত সমর্থনের দ্বারা তাকে সহায়তা করুন।

তার পিঠকে শক্তিশালী করুন।

তার বাহুকে শক্তি বৃদ্ধি করে দিন।

আপনার কুদরতি চোখে তার নজর রাখুন।

আপনার নিরাপত্তার দ্বারা তাঁকে রক্ষা করুন।

আপনার ফেরেস্তাদের দ্বারা আপনি তাঁকে সাহায্য করুন।

আপনি তাঁকে বিজয়ী অতিথির সাহায্যে বিপদ থেকেউদ্ধার করুন।

তাঁর মাধ্যমে আপনার কিতাব প্রতিষ্ঠা করেন, আপনার হুকুম-আহকাম এবং নবীর সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করেন। নবীর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

তাঁর উছিলায় আপনার দ্বীনের নিদর্শনগুলো জীবন্ত করে তুলুন, যা স্বৈরশাসকগণ বিলোপ করে ফেলেছে। তাঁর মাধ্যমে আপনার রাস্তা থেকে স্বৈরাচারীর কাঁটা দূর করে ফেলুন। তাঁর মাধ্যমে এ রাস্তার কাঠিন্য দূর করুন। তাঁর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করুন যারা ভুল করে আপনার সরল রাস্তার বিপরীতে চলে।

আপনার বন্ধুদের জন্য তার দিলকে নরম করে দিন। তার হাতকে আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে চালনা করুন এবং আমাদের জন্য তাঁর দয়া মঞ্জুর করুন। নসীব করুন তার ক্ষমাশীলতা, তার সজীবতা এবং তার করুণা।

আমাদেরকে তার কথা শুনার এবং মানার তৌফিক দিন।

তাঁর অনুমোদন লাভের তৌফিক দিন।

তাকে সহায়তা এবং রক্ষা করতে রাজি হয়ে যান যা দ্বারা আপনার দিকে এবং আপনার নবীর দিকে অগ্রসর করুন— তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর আপনার অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, হে প্রভু।

হে প্রভু, তাদের বন্ধুদেরকে অনুগ্রহ করুন যারা তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়,
তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে,
তাদের হাতলকে আঁকড়ে ধরে,
তাদের নেতৃত্বকে অনুসরণ করে,
তাদের আদেশ মান্য করে,
তাদের সেবায় নিয়োজিত থেকে,

তাদের ক্ষমতার দিনের আশা করে,
আর নিজেদের চোখগুলোকে তাদের উপর নিবদ্ধ রেখে,
মঙ্গলজনক, নিখাঁদ এবং প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনুগ্রহের দ্বারা।
তাদের উপর এবং তাদের আত্মার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।
তাদের নেক উদ্দেশ্যকে এক করে দিন।
তাদের ফায়দার জন্য তাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন। তাদের তওবা কবুল করুন।

বিশেষত আপনার মহান সত্তা তওবা কবুলকারী, দয়াশীল, শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।

আপনার সদাশয়তায় আমাদেরকেও তাদের শান্তির আবাসস্থলে আশ্রয় দিন, হে অতি দয়ালু।

হে প্রভু, আজ আরাফার দিন, এটি এমন এক দিন আপনি যাকে সম্মানিত করেছেন, সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এই দিনে আপনি আপনার ক্ষমাকে বিস্তৃত করেছেন, আপনি আপনার ক্ষমার দ্বারা সহায়তা করেন, আপনি মনোরম পুরস্কার তৈরী করেছেন যা দ্বারা আপনার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন।

হে প্রভু, আমি আপনার বান্দা যাকে আপনি সৃষ্টির পূর্ব এবং আত্মা দেওয়ার পূর্বেই সহায়তা করেছেন। এভাবে আপনি তাকে তাদের মধ্যে করে পয়দা করেছেন যারা আপনার দ্বীনের প্রতি পথ-প্রদর্শিত। আপনার নিয়ম অমান্য করা হতে তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনার নিরাপত্তার দ্বারা তাদেরকে হেফাজত করেছেন, যাদেরকে আপনার অতিথি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, আপনার বন্ধুদেরকে ভালবাসাকে আপনি তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছেন এবং আপনার শত্রুদের ঘৃণা করতে।

অতপর আপনি তাকে হুকুম করেছেন, আর সে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আপনি তাকে বাধা দিয়েছেন, আর সে বাধা মানেনি। আপনাকে অমান্য করা থেকে তাকে বাধা দিয়েছেন, আর সে আপনার হুকুম অমান্য করেছে এবং আপনি যা করতে নিষেধ করেছেন সে তাই করেছে— সে আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে অথবা আপনার বিপক্ষে একগুয়েমিতে এরূপ করেনি, কিন্তু তার প্রত্যাশা আপনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং যে বিষয়ে আপনি হুমকি দিয়েছেন তাতে নিমন্ত্রিত হয়।

আর আপনার এবং তার শত্রু শয়তান তা করতে তাকে প্রলুব্ধ করেছে, যদিও সে আপনার দেয়া হুমকি সম্বন্ধে অবগত, সে আপনার ক্ষমা এবং মাফির আশা করে। তার উপর আপনার অনুগ্রহের বিবেচনায় সে আপনার এমন বান্দা যার এমনটি করা মানায় না। দেখুন, আমি এখানে আপনার সত্তার সামনে অবনত, সদাশয়হীন, মিনতিপূর্ণ, কাঁদো কাঁদো, ভীত, জঘন্যতম পাপসমূহ স্বীকার করছি যা আমি নিজের উপর বোঝা চাপিয়েছি, আর মস্ত বড় অপরাধগুলো যা আমি সংঘটন করেছি।

আপনার ক্ষমার আশ্রয় চেয়ে, আপনার ক্ষমায় আশ্রয় পাওয়ার জন্য নিজেকে নিয়ে, বিশ্বাস করে যে কোনো রক্ষাকারীই আমাকে আপনার কাছ থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোনো প্রতিরোধকারীই আপনার কাছ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

সেজন্য, আমাকে ঐ রকম রক্ষা করুন যা আপনি তার বেলায় করেন যে ভুল করে।

আমাকে ঐ ক্ষমা দিয়ে সাহায্য করুন যা আপনি তার বেলায় করেছেন যে আপনার দিকে হাত বাড়ায়।

আমার উপর ঐ ক্ষমা প্রদর্শন করুন যা আপনি তার জন্য অসম্ভব করেন নি যে আপনার কাছে তা প্রত্যাশা করে।

এদিনে আমাকেও একটি অংশ দান করুন যা দ্বারা আমি যেন আপনার কবুলিয়ত লাভ করতে পারি। আমাকে ঐ জিনিস ব্যতীত দূরে সরিয়ে দিয়েন না যা আপনার এবাদতকারী বান্দারা বয়ে নিয়ে যায়।

বিশেষত, যদিও তাদের মত পূর্বে আমি নেক আমল পাঠাতে পারিনি, যাইহোক, আমি আপনার একত্ববাদের দিকে অগ্রসর হয়েছি এবং আপনার বিরোধীদের অস্বীকার করেছি। আমি আপনার দিকেই অগ্রসর হয়েছি, আমি আপনার কাছে ঐ ফটক দিয়ে এসেছি যার মধ্য দিয়ে আপনি আসতে বলেছেন।

আমি আপনার কাছে ঐ জিনিস নিয়ে অগ্রসর হয়েছি, যা ছাড়া কেউ আপনার দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

উপরন্তু আমি একে প্রবল করেছি আপনার কাছে তওবা করার দ্বারা, আপনার সত্তার সামনে নিজকে হীন এবং নম্র করে, আপনার প্রতি ভাল মতামতের দ্বারা এবং আপনার কাছে যা আছে তাতে নির্ভর করে।

আমি আপনার কাছে প্রত্যাশা নিয়ে এটা সংযোজন করেছি, যে কেউ তা করেছে সে কখনও নিরাশ হয়নি।

আমি অবজ্ঞেয় হয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি,
সদাশয়তা পূর্ণতার সাথে,
দারিদ্রে,
অভাবী অবস্থায়,
ভীত হয়ে
এবং আশ্রয় চেয়ে।

উপরন্তু, আমি দোয়া করছি ভীত হয়ে, নম্রতার সাথে, নিরাপত্তা এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে, গর্বে স্ফীত হয়ে নয় অথবা আপনার কথার আনুগত্যে গর্বে স্ফীত হয়েও নয়, অথবা মধ্যস্থতাকারীদের সমন্বয়ের কারণে অহংকারীও হয়ে নয়। সর্বোপরি, আমি নগণ্যদের মাঝে নগণ্যতম, জঘন্যদের মধ্যেও অতুল্য এবং একটি পরমাণুর মত অথবা এমনকি এর চেয়েও নগণ্য। সেজন্য বলছি, হে প্রভু আপনি ত তিনি যিনি পাপীদেরকে শাস্তি দিতে তড়িঘড়ি করেন না, অথবা যাদেরকে অনুগ্রহের দ্বারা স্বস্তিতে রেখেছেন তাদের থেকে অনুগ্রহ উঠিয়ে নেন না। হে প্রভু, আপনি ক্ষমার দ্বারা ভুল সংঘটনকারীদেরকে ক্ষমা করেন, দোষীদেরকে সময় দিয়ে আনুকূল্য করে থাকেন। আমি স্বীকার করছি যে, আমি ভুল করেছি। আমি দোষ করেছি। আমি ত সে যে ক্রমান্বয়ে আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে চলতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি ত সে যে মুক্তভাবে আপনার অবাধ্য হয়েছি। আমি এমন

এক মানুষ যে আপনার সৃষ্টির সাথে দোষ করেছি, আপনার নজরে। আমি ত সে যে আপনার সৃষ্টিকে ভয় করেছিলাম এবং আপনার ব্যাপার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি ত সে যে আপনার ক্ষমতায় ভয় পাইনি এবং আপনার গোসসায় ভীত হইনি। আমি আমার নিজ আত্মার উপর অপরাধকারী। আমি আমার লক্ষ্যে নিজে জামানত আছি। আমি খুবই কম বিনয়ী এবং দুর্দশা সহ্য করছি।

তার উছিলায় যাকে আপনি আপনার সৃষ্টি থেকে পছন্দ করেছেন, যাকে আপনার নিজের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তার উছিলায় যাকে আপনি সৃষ্টির মধ্য হতে বাছাই করেছেন এবং যাকে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে পছন্দ করেছেন। তার উছিলায় যার আনুগত্য আপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, তার উছিলায় যাকে অমান্য করা মানে আপনি আপনাকে অমান্য করা হিসেবে গণ্য করেছেন, তার উছিলায় যার ভালবাসা আপনি নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, তার উছিলায় যার শত্রুতাকে আপনি নিজের সাথে বেঁধেছেন, আমার জীবনের এই দিনে আমাকে রক্ষা করুন। যেহেতু আপনি তাকে রক্ষা করেন যে নিজের পাপে অনুশোচনা করে আপনার কাছে কান্নাকাটি করে এবং যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমার দ্বারা আপনার আশ্রয় চায়। আমার সাথে ঐ রকম মোয়ামেলা করুন যেমন মোয়ামেলা আপনি তাদের প্রতি করেন যারা আপনাকে মান্য করে, যারা আপনার নিকটবর্তী এবং যারা আপনার দৃষ্টিতে উচ্চ স্তরের। আমাকে তা দ্বারা আচ্ছাদিত করুন যা দ্বারা আপনি তাকে আচ্ছাদিত করেন যে আপনার হুকুম মান্য করে, যারা শুধু আপনার জন্য সচেষ্ট হয়, এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনার মকবুলিয়াত অর্জন করতে চেষ্টা করে।

আপনার এবাদত করায় আপনার সীমা লংঘন এবং আপনার হুকুম অমান্য করার ক্ষেত্রে আমার অপরাধকে বিবেচনা করিয়েন না। তার মত হয়ে আমার কাছ থেকে আপনার আনুকূল্য তুলে নিয়ে বন্দী করবেন না যে আমাকে ঐ নেয়ামত দিতে অস্বীকার করে সে যার অধিকারী। যখন অনুগ্রহ নিজের উপর আনয়নের জন্য সে আপনার সাথে সমন্বয় করেনি। আমাকে অমান্যতার ঘুম থেকে, অপচয়ের তন্দ্রা থেকে এবং দু:খের মধ্যে ডুবে যাওয়া থেকে জাগিয়ে তুলুন।

আমাকে ঐ রকমভাবে রক্ষা করুন যেমন আপনি নামাজিদেরকে রক্ষা করে থাকেন, যার উছিলায় আপনি এবাদতকারীদের দ্বারা এবাদত করান, যা দ্বারা আপনি অলসদেরকে নিরাপদ করেন।

আমাকে তা হতে নিরাপদ রাখুন যা আমাকে আপনার কাছ হতে সরিয়ে নেবে। আপনি এবং আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশের মধ্যে যোগসূত্র করে দিন। আপনার কাছ থেকে আমি যা পাবার প্রত্যাশা করি তা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনার দিকে নেকভাবে অগ্রসর হওয়া আমার জন্য সহজ করে দিন। অনন্যতার জন্য প্রতিযোগিতা করে। আপনার হুকুম অনুসারে এবং সেভাবে আপনার মনসা পূরণ করে। তাদের সাথে সাথে আমাকেও ধ্বংস করবেন না যারা আপনার হুমকিকে হালকাভাবে নেয় এবং যাদেরকে আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমাকে তাদের সাথে নিশ্চিহ্ন করবেন না যারা নিজেদেরকে আপনার গোসসায় নিপতিত করেছে এবং আপনি যাদেরকে ধ্বংস করার অঙ্গীকার করেছেন। তাদের

সাথে সাথে আমাকেও বিলোপ করবেন না যারা আপনার নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং আপনি যাদেরকে বিলোপ করার অঙ্গীকার করেছেন। আমাকে পরীক্ষা করা থেকে রক্ষা করুন। আমাকে দুর্যোগের গ্রাস থেকে স্বাধীন করুন। আনুকূল্য উঠিয়ে নেয়ার দ্বারা আমাকে আটক করবেন না। আমার মধ্যে এবং শত্রুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেন যে আমাকে বিপথগামী করতে পারে; এমন আবেগ থেকেও যা আমাকে ধ্বংস করবে এবং ঐ দোষ থেকে যা আমার ভিতর প্রাধান্য পাবে। আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেয়েন না যেমন আপনি তার এবং তাদের কাছ থেকে সরে যান, যাদের প্রতি গোসসা প্রদর্শন করে আর মিলিত হন না। আমাকে আপনার কাছ থেকে হতাশ করবেন না যাতে আপনার দয়া অর্জনের হতাশা আমাকে অতিরিক্ত উন্মাদনা যোগাবে। আমাকে তা দিয়ে সহায়তা করবেন না যা বয়ে বেড়াবার মত শক্তি আমার নেই। যেন আমি আপনার অতিরিক্ত ভালবাসায় আমি মুঁচড়ে না যাই। আমাকে আপনার হাত ছাড়া করবেন না, তাকে পরিত্যাগ করার মত যার ভাল কিছুই নেই, আপনার কাছে যার প্রয়োজন নেই এবং যার জন্য কোনো অনুশোচনা নেই। তাকে প্রত্যাখ্যান করার মত আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না যে আপনার বিবেচনা থেকে পড়ে গেছে এবং যে আপনার করুনা বঞ্চিত। উপরন্তু আমাকে এমনভাবে ধরুন যারা ধ্বংসে পতিত হয়েছে তা থেকে যেন রক্ষা পেতে পারি, রক্ষা পেতে পারি যেন তাদের অবাধ্যতা থেকে যারা গোল্লায় গেছে, গর্বের ভুল থেকে এবং যারা গর্ব করে তাদের বিধি থেকে যেন রক্ষা পেতে পারি। আমাকে তা থেকে নিরাপত্তা দিন যা দ্বারা আপনি আপনার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, পুরুষ-মহিলা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বান্দা। আমাকে তার লক্ষ্যের দিকে পৌছিয়ে দিন যাকে আপনি আনুকূল্য দিয়েছেন, যার উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাকে এমনই কবুল করেছেন যে তাকে আপনি এক প্রশংসিত জীবন দান করেছেন এবং তার এক ভাগ্যবান মওত কবুল করেছেন। আমার গলে মিতাচারের বাঁধন পরিয়ে দিন যা থেকে ঐ সকল নেক আমল এবং অনুগ্রহ বেড়োবে। আমার দিলে এমন শিক্ষা দিন যাতে পাপীদের খারাবী এড়িয়ে চলা যায় এবং পাপের কলঙ্ক এড়িয়ে চলা যায়।

আপনি ছাড়া আমি যা অর্জন করতে পারব না তাতে আমাকে নিয়োজিত করবেন না। আমাকে সাময়িক অবহেলা করুন যাতে কেউ আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট না থাকে।

আমার দিল থেকে এই হীন দুনিয়ার ভালবাসা উপড়ে ফেলুন, যা আপনার কাছে যা আছে তা থেকে নিবৃত্ত রাখে, যা আপনার কাছে অগ্রসরের অর্জন থেকে আমাকে দূরে রাখে এবং আপনার দিকে অগ্রসরের কথা ভুলিয়ে দেয়।

নিভৃতে আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমার দিলকে শোভন করুন, দিনে এবং রাতে। আমাকে সংযম দান করুন যা আমাকে আপনার ভয়ের কাছে আনবে।

বড় পাপের মোহর থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিন।

অবাধ্যতার তাবু হতে বাঁচিয়ে আমাকে পবিত্রতা দান করুন।

আমার কাছ থেকে পাপের ময়লা দূর করে দিন।

আপনার নিরাপত্তার কোট দ্বারা আমাকে ঢেকে দিন।

আমাকে আপনার সবচেয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্যের পোষাক পরান।

আপনার মহত্ত্ব এবং সদাশয়তায় আমাকে শক্তিশালী করুন।

আপনার বদান্যতা এবং পথ নির্দেশিকার দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন। ভাল নিয়ত করতে আমাকে সাহায্য করুন, মনোরম কথা বলতে এবং প্রশংসনীয় কাজ করতে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার ক্ষমতা এবং শক্তির বদলে, আমাকে আমার ক্ষমতা এবং শক্তির উপর বিশ্বাস করবেন না। আমাকে ঐ দিন করুনা বঞ্চিত করবেন না যেদিন জেগে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব। আপনার বন্ধুদের সামনে আমাকে লজ্জা দিয়েন না।

আমি যেন আপনাকে স্মরণ করতে ভুলে না যাই। কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আমাকে পিছলিয়ে দিয়েন না, বরং এ থেকে আমাকে বিস্মরণ করুন। যখন অজ্ঞরা আপনার সাহায্যের বিষয় ভুলে যায়।

আমার জন্য যা বরাদ্দ করেছেন তার জন্য আপনার প্রশংসা করতে আমাকে উদ্দীপনা দিন এবং আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তা বিবেচনা করতে।

আপনার জন্য আমার ভালবাসাকে অন্যান্যদের ভালবাসার উপরে উঠান এবং আপনার জন্য আমার প্রশংসাকে অন্যান্য প্রশংসাকারীদের উপরে স্থান দিন।

আমাকে হতাশ করবেন না যখন আপনার কাছে আমার চাহিদা আছে। আপনার কাছে আমি যা পাঠিয়েছি (অবাধ্যতা) তার জন্য আমাকে ধ্বংস করবেন না।

আমার প্রতি আপনি ভ্রু কুঁচকিয়েন না যেমন আপনি তাদের প্রতি ভ্রু কুঁচকান যারা শত্রুতা করে, যেহেতু আমি সত্যিকারভাবে আপনার প্রতি অনুগত।

আমি জানি যে যুক্তি আপনার অনুকূলে। আপনার সত্তাই দয়া করার এবং সদাশয়তা প্রদর্শনের সবচেয়ে বেশি অধিকারী।

আপনি চান যে বান্দা আপনাকে ভয় করুক এবং আপনি ক্ষমা করার মালিক। আপনি শাস্তি দেয়ার চেয়ে বরং বেশি ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

আপনার সত্তা (বান্দার) দোষ প্রকাশ করার চেয়ে ঢেকে দেয়া বেশি পছন্দ করেন।

সেজন্য, আমার দ্বারা এক পবিত্র জীবন পরিচালনা করান যাতে আমি যা প্রত্যাশা করি তা অন্তর্ভূক্ত হবে এবং আমি যা ভালবাসি তা অর্জিত হবে, এরকমভাবে যে আপনি যা ঘৃণা করেন আমি যেন তা না করি এবং আপনি যা নিষেধ করেছেন তা যেন না ঘটাই।

আমার এমন মওত কবুল করেন যে আমার ডানপাশে নূর চলবে। আপনার সত্তায় আমাকে নম্র করুন। আপনার সৃষ্টিসমূহের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করুন। আমি যখন নিভৃতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমার অস্তিত্ব বিলীন করে দিন। আপনার বান্দাদের মাঝে আমাকে সম্মানিত করুন।

যে আমার কাছ থেকে মুক্ত তার কাছ থেকে আমাকে মুক্ত করুন। আমার চাহিদা এবং অভাব যেন আপনার কাছে বর্ধিত হয়।

আমাকে শত্রুর মুখোমুখি হতে, দুর্যোগ, সুনামহানি এবং দু:খ থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

আমার অঙ্গীকারের কথা বিবেচনা করে যা আপনার জ্ঞানে রয়েছে, আমাকে একটি পর্দা দ্বারা ঢেকে দিন যার (পর্দার) এমন ক্ষমতা আছে যে বন্দী করতে পারে, যদি কারোও ক্ষমাশীলতা না থাকে এবং যে একটি অপরাধের জন্য ধৃত হতে পারে। যদিও তার ধৈর্য্য না থাকে।

যখন আপনি কাউকে পরীক্ষায় অথবা দুর্দশায় ফেলেন, তখন আমাকে এ থেকে রক্ষা করুন— আমি আপনার হেফাজত কামনা করছি।

যেহেতু আপনি এই দুনিয়ায় আমাকে করুনা বঞ্চিত অবস্থায় রাখেননি, তখন এর পর আমাকে এই অবস্থায় রেখেন না। পরবর্তীতে আপনার উত্তরকালীন আনুকূল্যকে দ্বিগুণ বর্ধিত করে দিন, আপনার উত্তরকালীন অনুগ্রহসমূহকে নির্মল করে দিন।

আমাকে এমন চিন্তায় নিয়োজিত করবেন না যা আমার দিলকে শক্ত করে দিবে। আমাকে দুর্যোগে নিপতিত করবেন না যা আমার সম্মান ছিনিয়ে নেবে। আমার সাথে করুনা বঞ্চিত অবস্থার দ্বারা মোয়ামেলা করবেন না যা আমার মর্যাদা নস্যাৎ করে দেবে, অথচ এমন কোনো দোষের দ্বারা নয় যা দ্বারা আমার অবস্থা বিস্মৃত হবে। আমাকে আতঙ্কের দ্বারা মালামাল করবেন না যা দ্বারা আমি আশাহীন হই, অথবা ভয় দিয়েও নয় যা আমাকে অতিরিক্ত আতঙ্কগ্রস্ত করবে।

আপনার হুমকিতে আমার ভয় পয়দা করেন, আমার ভয় পয়দা করেন আমার জন্য আপনার কোনো রাস্তা না রাখতে এবং আপনার ভয় প্রদর্শনে, আমার দু:খ পয়দা করেন আপনার কালাম পড়ায়। আপনার এবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়া যেন আমার রাত্রকে অধিকার করে নেয়, আপনার প্রিয় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া যেন আমার একাকীত্বকে অধিকার করে নেয়, আপনার সাথে শান্তিপূর্ণ যোগাযোগ যেন আমার নি:সঙ্গতাকে অধিকার করে নেয়, আপনার কাছে আমার চাহিদা পেশ করে, আমার ওষ্ঠ হতে আপনার আগুন নিবারণ করার জন্য এবং আপনার শাস্তি হতে আমাকে রক্ষা করার জন্য কাকুতি করে, যাতে জাহান্নামের অধিবাসীরা পর্যুদস্ত হবে। আমার বিপথগামীতায় আমাকে অন্ধ করবেন না অথবা আমাকে আমার বিস্মরণে লটকিয়ে রাখবেন না, আমার মওত হওয়া পর্যন্ত। যারা ভর্ৎসনা তালাশ করে তাদের মত আমাকে ভর্ৎসনা করিয়েন না, অথবা তাদের উপর বর্তানো শাস্তির এক উদাহরণও নয় যারা সতর্কতা অবলম্বন করে, অথবা তাদের প্রলুব্ধতায় নয় যারা দালালি করে। তাদের মত আমাকে অবজ্ঞাপূর্ণ করবেন না যাদেরকে আপনি অবজ্ঞাপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে স্থান দিয়েন না। আমার নামকে পরিবর্তন করবেন না। আমার আদল পরিবর্তন করবেন না। আমাকে আপনার সৃষ্টিসমূহের হাসির খোরাক করবেন না, অথবা উপহাসের পাত্র (আপনার কাছে) বানাবেন না, অথবা আপনার এরকম ইচ্ছে রক্ষা করার কোনো কিছু, আপনার আনুগত্যে নিয়োজিত না করে অন্য কোথাও নিয়োজিত করবেন না। স্বজ্ঞাতভাবে আমাকে আপনার ক্ষমার শীতলতা অনুভব

করান, অনুভব করান আপনার ক্ষমার, আপনার স্বস্তির, আপনার সান্ত্বনার এবং আপনার অনুগ্রহের বাগানের মিষ্টতা। আপনার সীমাহীন সম্পদের দ্বারা, আমাকে তা থেকে স্বাধীনতা আস্বাদন করান যাতে আমি নিজকে নিয়োজিত করেছি, যাতে আপনি ভালবাসেন, ওতে সম্পৃক্ত করুন যা আমাকে আপনার কাছে এবং নিকটবর্তী করবে।

আমাকে আপনার তরফ থেকে পুরস্কার দিন। আমার ব্যবসায়কে লাভজনক করুন এবং আমার ফিরে আসাকে লোকসানহীন করুন।

আমাকে আপনার অবস্থানের উপর ভীত করুন এবং আপনার দিদার লাভের জন্য আগ্রহী করুন। আমার তওবাকে একাগ্র এবং গ্রহণীয় করুন, যা দ্বারা কোনো পাপকেই আপনি ক্ষমাহীন রাখবেন না, সগীরা গুণাহ্ও নয় এবং কবীরা গুণাহ্ও নয়, যা দ্বারা আপনি সকল অপরাধ অপসারিত করবেন, প্রকাশ্য অথবা গোপনীয়।

ঈমানদারগণের বিপক্ষে আমার গর্ব এবং অহংকারকে দূর করে দিন।

আমার দিলকে নম্র করে দিন।

আপনি নেককারের সাথে যেমন মোয়ামেলা করেন আমার সাথেও তেমন করুন।

আমাকে ধার্মিকদের ভূষণে আচ্ছাদিত করুন।

বিগত প্রজন্ম এবং অনাগত ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমার জবানকে সত্যবাদিতায় আবদ্ধ করুন।

আমাকে মনোমুগ্ধকর সমবয়সীদের মাঠে নিয়ে যান। আমার উপর আপনার অনুগ্রহের যথোপযুক্ততা নির্ধারণ করুন। আমাকে বার বার এর ফল ভোগ করার তৌফিক দিন।

আমার উভয় হাতকে আপনার নেয়ামত দ্বারা ভরে দিন।

আপনার চমৎকার পুরস্কারগুলোকে আমার দিকে ধাবিত করুন।

বেহেশতে আপনার সবচেয়ে পবিত্র বন্ধুর প্রতিবেশি করুন, যা আপনার পছন্দনীয় বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আপনার বন্ধুদের জন্য যোগান দেয়া আবাসস্থলে আমাকে আপনার চমৎকার পুরস্কার দ্বারা মূল্যায়ন করুন।

আমাকে আপনার নিকটবর্তী একটি বিশ্রামের স্থান দিন যাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি এবং একটি অবসর যাপনের স্থান দিন যাতে আমি নিশ্বাস নিতে পারি এবং আমার চোখগুলোকে শীতল করতে পারি।

আমার বড় বড় গুণাহসমূহের দ্বারা আমাকে মূল্যায়ন করবেন না।

আমাকে ঐ দিন ধ্বংস করবেন না যেদিন বিচারের জন্য গোপন কর্ম সমূহ প্রদর্শন করা হবে।

আমার কাছ থেকে আমার জন্য একটি সত্যের পথ নির্ধারণ করুন। আপনার দয়া হতে আমার জন্য পুরস্কারের অংশ বৃদ্ধি করে দিন। আপনার বদান্যতা হতে আমার জন্য কল্যাণকর অংশ সু-সজ্জিত করুন।

আপনার কাছে যা আছে তাতে আমার দিলকে নির্ভর করে দিন। আপনাকে যা সন্তুষ্ট করবে তা করতে আমার দিলকে মুক্ত করে দিন। আমাকে আপনি তাতে

নিয়োজিত করুন, আপনার পছন্দনীয় বান্দাদের যাতে নিয়োজিত করেছেন। আমার দিলকে আনুগত্যের দ্বারা রঞ্জিত করুন, যখন মনগুলো কলুষিত। আমাকে সম্পদ, সংযম, আরাম, নিরাপদ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করুন।

আমার সৎ কর্মগুলোকে ত্রুটিপূর্ণতা এবং আপনার অবাধ্যতার মধ্যে গণ্য করিয়েন না।

আপনার কাছ থেকে পরীক্ষা হিসেবে আমার একাকিত্বকে মন্দ চিন্তার দ্বারা নস্যাৎ করবেন না।

দুনিয়ার কারো কাছে ভিক্ষা করা হতে নিবৃত্ত করে আমার সম্মান বজায় রাখুন।

পাপীদের অধিকারে যা আছে তা পাবার জন্য অনুরোধ করা থেকে আমাকে নিবৃত্ত রাখুন।

আমাকে শত্রুদের সমর্থনকারী করবেন না, অথবা তাদের সাহায্যকারী করবেন না এবং আপনার কিতাবকে বাতিল করতে সহযোগীও করবেন না।

আমি যা জানিনা আমাকে এমনভাবে চালনা করুন, একটি পরিবেষ্টনের সাথে যা দ্বারা আমাকে হেফাজত করবেন।

আমার জন্য আপনার প্রতি তওবার, আপনার ক্ষমা, সদাশয়তা এবং আপনার সম্পদের দ্বারসমূহ খুলে দিন। বিশেষত আমি তাদের মধ্য হতে একজন যে আপনার কাছে ভিক্ষা চায়।

আমার জন্য প্রতিদান নির্ধারণ করুন, বিশেষত, আপনার সত্তাই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দাতা।

আপনার কবুলিয়ত অর্জনে আমার বাকী জীবনটুকু হজ্জ্ব এবং উমরাহ্ পালনে ব্যয় করার তৌফিক দিন, হে সারা দুনিয়ার মালিক।

আল্লাহ্ যেন খাঁটি এবং পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করেন। তাঁর উপর এবং তাঁদের উপর চিরকাল এবং সর্বদা শান্তি বর্ষিত হোক।

৪৮

بسم الله الرحمن الرحيم

কোরবানির উৎসবে এবং জুমার দিনে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আজ একটি অনুগ্রহপূর্ণ দিন এবং আপনার জমিনে মুসলমানরা একত্রিত হয়েছে, তাদের মত যারা ভিক্ষা চায়, তাদের মত যারা কোনো কিছু চাচ্ছে, তাদের মত যারা কোনো কিছু ভালবাসে এবং তাদের মত যাদের সব ভীতি আভির্ভূত। আর তাদের চাহিদার সম্মুখে আপনার সত্তা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেজন্য আপনার দয়াশীলতা এবং সদাশয়তার কারণে আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি আর আপনার জন্য এটা সহজ যে আমার অনুরোধ কবুল করবেন। আপনি হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে প্রভু, আমাদের রিজিকদাতা। কারণ সকল সার্বভৌমত্বের এবং প্রশংসার আপনিই অধিকারী— আপনি ছাড়া আর

কোনো মা'বুদ নেই, ক্ষমাশীল, বদান্যশীল, করুনাশীল, দয়াশীল, মহত্ত্ব ও গৌরবের মালিক, আকাশসমূহ এবং জমিনের স্রষ্টা। আমি প্রার্থনা করছি আমার অংশ দেয়ার জন্য, ভালাই অথবা নিরাপত্তার অথবা অনুগ্রহের অথবা পথ-নির্দেশের অথবা সদাশয়তার যা কিছু আপনি ঈমানদারগণের জন্য বণ্টন করেছেন, আপনার এবাদত করতে।

অথবা অন্য যে কোনো নেয়ামত যা আপনি নিজের কাছ থেকে তাদের উপর বরাদ্দ করেছেন।

অথবা যা দ্বারা এ দুনিয়া এবং পরের দুনিয়ার যে কোনো অনুগ্রহ করেছেন।

আর আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে প্রভু, আপনিই সকল সার্বভৌমত্ব এবং প্রশংসার অধিকারী— আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মদের এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন,

যে আপনার বান্দা,

আপনার রাসূল,

আপনার বন্ধু,

এবং আপনার সৃষ্টির মধ্য হতে পছন্দনীয় ব্যক্তি। এবং হযরত মুহাম্মদের বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন, যারা নেককার, পবিত্র, গুণী। এমন এক অনুগ্রহের দ্বারা তাঁদের অনুগ্রহ করুন যা আপনি ব্যতীত আর কেউ তার হিসাব রাখতে পারবে না, এমনকি আমাদের মধ্যে আপনার নেককার বান্দাগণও নয় যারা আপনার কাছে প্রার্থনা করে। আজ এই দিনে, হে বিশ্বের মালিক আমাদেরকে এবং তাদেরকে ক্ষমা করুন। বিশেষত সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

হে প্রভু, আজকের এই দিনে আমি আমার অনুরোধ আপনার কাছে করায় পছন্দ করেছি এবং আপনার সামনে আমার প্রয়োজন, আমার চাহিদা এবং আমার অভাব তুলে ধরেছি। বিশেষত, আমার নিজ কর্মের চেয়ে আপনার ক্ষমা এবং দয়ার প্রতি আমার অধিক আত্মবিশ্বাস রয়েছে। বিশেষত আমার পাপের চেয়ে আপনার ক্ষমা এবং দয়ার পরিমাণ অনেক বেশি।

সেজন্য মিনতি করছি যে, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমার প্রতিটি চাহিদা পূরণ করার ভার গ্রহণ করুন, কারণ এর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

এটা পুরা করা আপনার জন্য সহজ কারণ আপনার কাছে আমার চাহিদা আছে, আর আমার কাছে আপনার চাহিদা নেই।

মূলত আমি কখনোই আপনাকে ছাড়া কোনো ভাল জিনিস গ্রহণ করতে পারিনি।

আপনি ছাড়া আর কেউ কখনোও আমার কাছ থেকে মন্দ দূর করেনি।

এই দুনিয়া এবং পরবর্তী দুনিয়ার জন্য আমার জন্য ভালো এমন কোনো কিছুই আপনি ছাড়া আর কারো কাছেই প্রত্যাশা করিনি।

হে প্রভু, কেউ হয়ত তার পুরস্কার, দয়া এবং তার সাহায্য তালাশের আশায় কোনো সৃষ্টির কাছে যাওয়ার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি নিয়েছে— কিন্তু হে আমার প্রভু, আপনার ক্ষমা, সাহায্য, আপনার দয়া এবং প্রতিদানের তালাশে আমি আজ আপনার দিকে যাবার ইচ্ছা এবং প্রস্তুতি নিয়েছি।

হে প্রভু, অতপর, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। এই দিনে, আমার প্রত্যাশাকে নিরাশ করবেন না।

হে প্রভু, আপনি ত তিনি যার কাছ হতে কোনো অনুরোধই ফিরে আসে না এবং যার কাছে কোনো উদারতাই বিফল মনোরথ হয় নি। বিশেষত আমি অতীতে করা কোনো ভাল আমল নিয়ে আপনার সামনে আসিনি অথবা মধ্যস্থতার জন্য কোনো সৃষ্টির প্রতিও প্রত্যাশা করিনি। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর আহ্‌লে বাইয়্যিত-এর শাফায়াত রক্ষা করুন— তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

আমি এসেছি আমার কৃত পাপ এবং আমার আত্মার প্রতি কৃত অবিচারের কথা স্বীকার করতে।

আমি আপনার কাছে এসেছি আপনার কাছে মহা ক্ষমার প্রত্যাশা নিয়ে। যা দ্বারা আপনি অপরাধ মার্জনা করবেন। উপরন্তু, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহাপাপও আপনার দয়া ও ক্ষমার জন্য অশোভন নয়।

সেজন্য, হে প্রভু, আপনার দয়া অবাধ এবং আপনার ক্ষমা খুব মহান। হে মহান। হে মহান। হে বদান্যশীল। হে বদান্যশীল।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমাকে আবার আপনার ক্ষমা দ্বারা সাহায্য করুন।

আমার প্রতি আপনার ক্ষমাকে অবাধ করে দিন।

হে প্রভু, এই অবস্থাটির অধিকারী হল আপনার প্রতিনিধি এবং আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তির। আর এই স্থানটি উচ্চ স্তরের ঈমানদার ব্যক্তির, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে স্বতন্ত্র করেছেন।

লোকেরা তাকে এর মধ্যে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আপনি এই লিখে রেখেছেন। আপনার বিধান বদলাতে পারে না এবং আপনার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি পরিবর্তন হতে পারে না, আপনি যে রীতিতে এবং যেখানে তা করেছেন।

আপনার সৃষ্টিদেরকে ছাড়াই আপনি এটা ভালো করেই জানেন এবং যা আপনার ইচ্ছার জন্যই সম্ভব, আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তিগণ এবং প্রতিনিধিগণ পরাভূত, পরাজিত এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

তারা দেখে যে আপনার হুকুম পরিবর্তনীয়, আপনার কিতাব এবং আপনার দ্বারা দেয়া দায়িত্ব পরিত্যাজ্য, আপনার এবং আপনার নবীদের খাঁটি ব্যবস্থাদি হতে পিছলিয়ে যেয়ে।

হে প্রভু, আহলে বাইয়্যিতের শত্রুদের থেকে ক্ষমা সরিয়ে নিন। এবং তাদের (শত্রুদের) অনগামী এবং অনুসরণকারীদের থেকে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তার বংশধরদের উপর অনুগ্রহ বরাদ্দ করুন।

বিশেষত আপনিই প্রশংসা এবং গৌরবের মালিক— হযরত ইব্রাহীম আঃ

এবং তাঁর বংশধরদের মত আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ, আনুকূল্য, এবং নেয়ামতের মত। তাদেরকে স্বস্তি, আরাম, সহায়তা, ক্ষমতা এবং সমর্থন দিয়েছেন।

হে প্রভু, আমাকে একত্ববাদে বিশ্ববাসীদের, আপনার প্রতি এবং যারা আপনার নবী ও ইমাম তাদের প্রতি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আপনার নবী ও ইমামদের প্রতি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আপনার নবী ও ইমামদের আনুগত্য করা আপনি উপভোগ করেন। তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাদের দ্বারা এবং যাদের হাতের দ্বারা ঈমান অব্যাহত থাকে। আপনি এই মুনাজাতকে কবুল করুন, হে দুনিয়ার মালিক।

হে প্রভু, শুধু আপনার ক্ষমা ব্যতীত আর কিছুই আপনার গোসসাকে দূর করতে পারে না। আপনার ক্ষমা ব্যতীত আর কিছুই আপনার অসন্তুষ্টিকে দূর করতে পারে না। আপনার দয়া ব্যতীত আর কিছুই আমাকে আপনার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না।

কোনো কিছুই আমাকে আপনার সামনে কাকুতি-মিনতি করা থেকে ফিরাতে পারবে না।

হে প্রভু সেজন্য অনুরোধ করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আপনি আপনার ক্ষমতার দ্বারা আমাদেরকে স্বস্তি দিন, হে প্রভু, যার দ্বারা আপনি মৃতে প্রাণ সঞ্জার করেন এবং যার দ্বারা আপনি মৃত শহরগুলোকে জাগিয়ে দেন।

হে প্রভু, দু:খ দিয়ে আমাকে বধ করবেন না। যে পর্যন্ত না আপনি আমার অনুরোধ অনুমোদন করেন এবং আমি জানতে পারব যে আপনি আমার মুনাজাত কবুল করেছেন।

আমার জীবনের সায়াহ্নে আমাকে নিরাপদের স্বাদ আস্বাদন করান। আমার সামনে আমার শত্রুকে হাসতে দিয়েন না। আমার ওষ্ঠের উপর তাকে ক্ষমতা দিয়েন না। আমার উপর তার প্রাধান্য দিয়েন না। আমার প্রভু, যদি আপনি আমাকে সম্মানিত করেন, তবে কে আমাকে অপদস্ত করতে পারে?

যদি আপনি আমাকে অপদস্ত করেন, তবে কে আমাকে সম্মানিত করতে পারে?

যদি আপনি আমাকে মর্যাদা দেন, তবে কে আমাকে করুনা বঞ্চিত করতে পারে?

যদি আপনি আমাকে করুণা বঞ্চিত করেন, তবে কে আমাকে মর্যাদা দিতে পারে?

যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন, তবে কে আমাকে করুণা দেখাতে পারে?

যদি আপনি আমাকে ধ্বংস করেন, তবে কে আপনার বান্দার ব্যাপারে যুক্তি দেখাতে পারে, অথবা তার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে।

আমি নিশ্চিত করেই জানি যে আপনার কথার কোনো হেরফের হয় না এবং আপনার শাস্তি যে ব্যর্থতার ভয় করে। মূলত, অবিচারের আশ্রয় নেয়া দূর্বলতার পরিচালক, যখন এ থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে দূর্যোগের একটি চিহ্ন অথবা প্রতিশোধের (আপনার পক্ষ হতে) লক্ষ্যবস্তু করবেন না। আমাকে বিরাম দিন। আমার দু:খ দূর করুন এবং আমার অপরাধ মার্জনা করুন। পূর্ববর্তী দুর্যোগ আমার উপর দিয়ে আমাকে প্রভাবান্বিত করবেন না। আপনি আমার দূর্বলতা দেখছেন। আমার চাহিদার উৎস এবং অপদস্তুতা আপনার সম্মুখেই রয়েছে।

হে প্রভু, আপনার গোসসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজ আমি আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। সেজন্য দোয়া করছি যে, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আজ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। সেজন্য বলছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আশ্রয় দিন।

আমি আপনার শাস্তি হতে আপনার কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি। সেজন্য প্রার্থনা করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে নিরাপত্তা দিন।

সেজন্য আমি আপনার পথ-নির্দেশ কামনা করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমি আপনার সাহায্য চাচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে সাহায্য করুন। আমি আপনার ক্ষমা কামনা করছি হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমার উপর করুণা করুন। আমি আপনার কাছে জীবিকা চাচ্ছি, সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে জীবিকা দিন।

আমি সাহায্যের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে সহায়তা করুন। আমি আমার অতীতের গুণাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, সেজন্য হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি আপনার কাছে সংযম চাচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে রক্ষা করুন। মূলত যদি আপনি চান তাহলে আমি আর কখনোও ওতে ফিরে যাব না, যা আপনি অপছন্দ করেন।

হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু, হে বদান্যশীল, হে বদান্যশীল, হে মহত্ত্ব এবং গৌরবের অধিকারী, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন।

আমি যা চেয়েছি আমার জন্য সব অনুমোদন করুন, যার জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি এবং যা প্রত্যাশা করেছি।

এটা কবুল করতে এরাদা করুন।

এটা বরাদ্দ করুন।

এটার ব্যবস্থার জন্য আদেশ করুন।

এটা অনুমোদন করুন।

আমাকে সাহায্য করতে যা আপনি নির্ধারণ করেছেন তা দিন যা দ্বারা আমি ভাগ্যবান হতে পারি, আপনি কর্তৃক আমাকে তা দেয়ার দ্বারা।

আপনার করুনা এবং বদান্যতায় আমাকে আর বেশি দিন, আপনি যার অধিকারী। মূলত আপনি প্রাচুর্য এবং বদান্যতার অধিকারী। তাকে এবং তার অনুগ্রহকে পরবর্তী দুনিয়ার ভালাই-এর জন্য নিয়োজিত করুন, হে পরম দয়াময়।

৪৯

بسم الله الرحمن الرحيم

শত্রুদের বিশ্বাস ঘাতকতা এবং হিংস্রতা প্রতিহত করার আবেদন করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে আমার প্রভু, আমাকে আপনি রক্ষা করেছেন আর আমি তা অস্বীকার করেছি।

আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছেন আর আমার দিল শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আপনি আমাকে পর্যাপ্ত নেয়ামত দিয়েছেন আর আমি অমান্য করেছি।

সেজন্য, যখন আপনি আমাকে জ্ঞাত করেছেন, তাই আমি ক্ষমা চেয়েছি এবং আপনি ক্ষমা করেছেন। তখন আমি ভুল স্বীকার করেছি আর আপনি তা লুকিয়ে রেখেছেন। সেজন্য, হে আমার প্রভু, সকল প্রশংসাই আপনার জন্য। আমি ধ্বংসের উপত্যকায় নিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং ধ্বংসের গিরিখাতে প্রবিষ্ট হয়েছি, যার দ্বারা আমি আপনার গোসসায় পতিত হয়েছি এবং যার ভিতরে প্রবিষ্ট করে আমি নিজের উপরে আপনার পক্ষ হতে শাস্তি চাপিয়েছি।

আপনার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে এবং আপনার সাথে মধ্যস্থতার সুপারিশ এই জন্য যে আমি আপনার সাথে কখনোও কাউকে শরিক করিনি এবং আপনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ গ্রহণ করিনি।

মূলত, আমি দিলের সাথে আপনার সামনে অবনত।

আপনার কাছেই গুণাহ্গারের পলায়ন এবং আপনার কাছেই তার আশ্রয় যে তার ভাগ্যকে নষ্ট করেছে এবং অবশেষে আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ওঠেছে।

এভাবে শত্রু আমার বিপক্ষে তার তলোয়ার উত্তোলন করেছে, আমার জন্য তার ছুরির প্রান্তভাগ ধার করেছে, এর অগ্রভাগ আমার জন্য শান দিয়েছে, আমার জন্য তার সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ মিশিয়েছে, তার অনিক্ষিপ্ত তীর আমার প্রতি তাক করেছে, তার সতর্ক চোখ কখনো আমাকে দেখা থেকে বিরত হয় না। সে আমার অনিষ্ট করতে এরাদা করেছে এবং আমাকে এর সবচেয়ে তিক্ত পেয়ালা কাপ পান করাবার এরাদা করেছে। আমার দূর্বল অবস্থায় আপনি আমাকে দেখেছেন, এ সকল ভারি দূর্যোগ বয়ে নিতে। আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার প্রতিশোধ নিতে আমার অক্ষমতাকে সে তার শত্রুতার বান আমার দিকে তাক করেছে, তার শত্রুতার মাঝে আমার নি:সঙ্গতা যে আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং আমাকে দূর্দশায় পতিত করতে যে সুযোগের অপেক্ষা করছিল, যা আমি কখনও ভাবিনি।

তাই, আপনি আমাকে সাহায্য করতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং আপনার শক্তির দ্বারা আমাকে বেষ্টন করেছিলেন।

তখন আমার প্রতি তার তীক্ষ্ণতাকে ভোঁতা করে দিয়েছেন, সংখ্যাধিক্যের শক্তির পর তাকে একা করে দিয়েছেন। তার হাতের উপরে আমার হাতকে স্থাপন করেছেন এবং তার উপর ঝঞ্ঝাট উঠিয়েছেন, যা সে নিজেই প্রস্তুত করেছে।

এভাবে আপনি তাকে প্রতিহত করেছেন, তার বিড়বিড়ানিতে অসন্তুষ এবং ক্রোধ অশান্ত থাকে। মূলত সে তার হাত কামড়িয়েছিল এবং যখন তার শত্রুরা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তখন সে তার আঘাত করা বিরত রেখেছিল। অনেক বিশ্বাসঘাতক কপটতার সাথে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিল, আমাকে ফাঁদে ফেলতে টোপ ফেলেছিল। তল্লাশি করতে তার শ্যেন দৃষ্টি আমার প্রতি তাক করিয়েছিল এবং শিকারের প্রত্যাশায় একটি জানোয়ারের মত আমার জন্য ওত পেতে ছিল, সুযোগের অপেক্ষা করে। সে উৎফুল্লতায় আটখান হয়ে গিয়েছিল যখন সে আমার মর্ম বেদনার কথা বিবেচনা করেছিল।

তাই, হে আমার অনুগ্রহশীল এবং মর্যাদাবান প্রভু, আপনি তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার কল্পনার মন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আপনি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছিলেন এবং জাহান্নামের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

এভাবে, তার একগুঁয়েমীর পর সে তার ফাঁদে আটকা পড়েছিল, যাতে সে আমাকে দেখার প্রত্যাশা করেছিল এবং তার উপর যে দূর্যোগ ছিল তা আমার খুবই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। আপনার করুণায় তা আমার উপর বর্তায় নি।

আমার প্রতি তার গোসসার কারণে এক হিংসুক আমার উপর ভর করেছিল; আমার উপর তার ক্রোধ ঢালতে। তার জবানের তীক্ষ্ণতার দ্বারা আমার ক্ষতি সাধন করেছিল। আমার উপর অপবাদের কলঙ্ক নিক্ষেপ করেছিল। আমার সম্মানকে সে অপবাদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। সে আমার গলায় অপরাধের ঝুলি লাগিয়ে দিয়েছিল। যাতে সে নিজে নিয়োজিত ছিল। বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে আমাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল এবং আমাকে তার ছলনার বস্তু বানিয়েছিল।

হে আমার প্রভু, তাই আপনার দ্রুত জওয়াবের আস্থায় আমি আপনার কাছে মিনতি করেছি, আপনার কাছে অভিযোগ করেছি। এটা জেনে যে, যে আপনার নিরাপত্তার মধ্যে আশ্রয় নেয় সে কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে না। যে আপনার সাহায্যের দৃঢ় হাতলের নিচে আশ্রয় নেয় তার কোনো ভয় নেই। আর আপনি আপনার ক্ষমতায় তার হিংস্রতা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

আমার উপর থেকে অনেক মন্দ মেঘ দূর করে দিয়েছেন। আমার উপর অনুগ্রহের মেঘ হতে বারি বর্ষণ করেছেন। আমার কাছ দিয়ে ক্ষমার নদী প্রবাহিত করেছেন।

আপনি নিরাপত্তা দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেছেন। দুর্ঘটনায় অন্ধ চোখকে আপনি অপসারিত করেছেন। আপনি দূর্দশার পর্দাকে দূর করে দিয়েছেন। অনেক আশাকে আপনি সত্য করে দিয়েছেন। আপনি চাহিদাকে পূরণ করেছেন, তার পতিত হওয়া থেকে আপনি উঠিয়েছেন এবং বস্ত্রাদি দিয়েছেন, যা আপনি দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আপনি এর সবটুকুই করেছেন আপনার সাহায্য এবং সদাশয়তার অংশ থেকে। এ সবের মধ্য দিয়ে আমি আপনার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত রয়েছি।

আমার হীনমন্যতার কারণে আপনি আমার কাছ থেকে আপনার সদাশয়তা বিরত রাখেননি অথবা আপনার কাছে ঘৃণিত এমন কাজ সংঘটন করিনি।

আপনি যা করেন তার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। মূলত আপনিই অনুরোধ রক্ষা করেন এবং দান করেন। যদি অনুরোধ করা না হয় তাহলে আপনিই সাহায্য করা শুরু করে দেন। যখন আপনার বদান্যতা চাওয়া হয়েছিল আপনি তা অকার্যকর রাখেননি।

হে আমার প্রভু, আপনি সৎকর্ম, সদাশয়তা, দয়া এবং সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। তবুও আমি আপনার নিষেধকৃত কর্মে নিয়োজিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিনি, আমার সীমাকে অতিক্রম করে এবং আপনার হুমকির তোয়াক্কা না করে।

সেজন্য, সকল প্রশংসা আপনার জন্য, হে সর্বশক্তিমান, যিনি পরাভূত হতে পারেন না। হে ধৈর্য্যের অধিকারী যিনি কখনও তড়িঘড়ি করেন না। এই হল তার অবস্থা যে আপনার সীমাহীন সাহায্যের ব্যাপারে অবগত, যে অবাধ্যতার মাধ্যমে এগুলো পরিশোধ করে এবং এগুলো অপচয়ের দ্বারা সে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে।

সেজন্য, হে প্রভু, আমি হযরত মুহাম্মদের তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আনুগত্যের তরিক্বায় এবং হযরত ইমাম আলি আঃ এর উদ্ভাসিত ঈমানের মধ্য দিয়ে আপনার দিকে অগ্রসর হই।

আমাকে এরকম শত্রুদের চক্রান্ত থেকে আমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আমি তাদের মাধ্যমে আপনার কাছে দোয়া করছি।

মূলত আপনার কুদরতে এটা আপনার জন্য কোনো কঠিন নয়।

অথবা আপনার ক্ষমতায় এটা কঠিনও নয়।

সব কিছুর উপর আপনার ক্ষমতা বিদ্যমান।

সেজন্য, হে আমার আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা এবং আপনার চিরস্থায়ী করুনা দিন, যা আমি একটি মই হিসেবে ধরতে পারি। যা দ্বারা আমি যেন আপনার মকবুলিয়াতে আরোহণ করতে পারি এবং যা দ্বারা আমি আপনার শাস্তি হতে নিরাপদ হতে পারি, হে পরম দয়াময়।

بسم الله الرحمن الرحيم

৫০

ধার্মিকতার ভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে প্রভু, আমাকে আপনি পরিপূর্ণভাবে পয়দা করেছেন। যখন আমি অবুঝ ছিলাম তখন আমাকে লালন পালন করেছেন এবং আমার প্রয়োজনীয় শুশ্রুষা করেছেন।

হে প্রভু, আপনি আপনার কিতাব নাযিল করেছেন এবং যার দ্বারা আপনি আপনার বান্দার জন্য ভালাই দান করেছেন, তাতে আমি পেয়েছি যে, আপনি বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুণাহ্ মাফ করেন।"

মূলত অতীতে আমি যা করেছি সে ব্যাপারে আপনি অবগত এবং যা আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন।

আমার মর্যাদাহানি এ জন্যও যে যা আপনার নথিতে আমার বিপক্ষে রয়েছে। তাতে এমন কোনো সুযোগ ছিল না যে আপনার ক্ষমা প্রত্যাশা করতে পারি, যা সব বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। নিশ্চিতভাবে আমি আমার হাত দ্বারা ধ্বংস হওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে পারিনি।

যদি কারো এ ক্ষমতা থাকত যে সে তার স্রষ্টার কাছ থেকে পালাতে পারে, তবে আপনার কাছ থেকে পালাবার জন্য আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলাম।

আপনি এমন সত্তা যার কাছ থেকে কোনো কিছুই আড়াল থাকে না (জমিনেরও না আর আকাশেরও না) কিন্তু আপনি তা গণ্য করেন না। আর আপনি প্রতিদান দাতা হিসেবে যথেষ্ট এবং গণনাকারী হিসেবেও যথেষ্ট।

আমার প্রভু, মূলত আমি যদি পালাই আপনি আমার খোঁজ করবেন এবং আমি যদি দৌড়ে পালাই আপনি আমাকে আটক করে ফেলবেন।

সেজন্য, দেখুন আমি অপদস্ত ও লজ্জিত হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি।

যা আমি আপনার কাছে আশা করি (আমার কর্মের কারণে), যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন তবে তা হবে আপনার কাছ থেকে আমার প্রতি সঠিক বিচারের কাজ, হে প্রভু।

যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন, তখন আপনার ক্ষমা সব সময় আমার উপর বর্তাবে।

আপনি সব সময় আমাকে আপনার নিরাপত্তার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন।

সেজন্য, হে প্রভু, আপনার গুণান্বিত নামগুলোর দ্বারা এবং যা পর্দা ঢেকে দেয় সেই আপনার মহত্ত্বের উছিলায় প্রার্থনা করছি যে আমার অধৈর্য্য আত্মা এবং আমার ধ্বংস হওয়াতে করুণা প্রদর্শন করুন। আমার হাড়গুলো কাঁপছে যেগুলো আপনার সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারবে না। কিভাবে ওগুলো আপনার আগুনের তাপ সহ্য করবে। তারা আপনার বজ্রের আওয়াজ সহ্য করতে পারে না, তখন তারা কিভাবে আপনার গোসসাকে সহ্য করবে।

সেজন্য আমার উপর করুণা করুন, হে প্রভু। আমি একজন হীন এবং অযোগ্য মানুষ।

আমার শাস্তি এমন নয় যে আপনার সার্বভৌমত্বে তা একটি পরমাণুর ওজন বাড়িয়ে দেবে।

আমার শাস্তি যদি আপনার সার্বভৌমত্বকে বাড়িয়ে দিত, মূলত তখন তা সহ্য করার জন্য আপনার কাছে দোয়া করতাম এবং আমার জন্য যা নিয়োজিত করতেন তাই পছন্দ করতাম।

কিন্তু হে প্রভু, আপনার কর্তৃত্ব এতই বিশাল অথবা আপনার সার্বভৌমত্ব এতই টেকসই যে আপনার অনুগতদের কার্য দ্বারা তা বৃদ্ধিও হয় না অথবা পাপীদের অবাধ্যতার দ্বারা তার লয়ও হয় না।

সেজন্য, হে পরম দয়াময়, আমার উপর করুণা করুন।

হে গৌরব এবং মহত্ত্বের অধিকারী, আমাকে ক্ষমা করুন।

আমার তওবা কবুল করুন।

বিশেষত, আপনার সত্তাই তওবা কবুলকারী, সবচেয়ে বদান্যশীল।

بسم الله الرحمن الرحيم

৫১

বিনয় ও নম্র অবস্থায় তাঁর একটি মুনাজাত।

হে আমার আল্লাহ্, আমি আপনার প্রশংসা করছি। আমার উপর সদাশয় হওয়ার জন্য, আমাকে সাহায্য করার জন্য, আমাকে দেয়া আপনার প্রচুর নেয়ামতের জন্য, আপনি দয়া করে আমাকে কিছু অপূর্ব জিনিস দেয়ার জন্য এবং আপনার অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে অনুগ্রাহান্বিত করার জন্যই আপনিই প্রশংসার যোগ্য।

মূলত আপনি আমার যে মঙ্গল করেছেন আমি তার পর্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না।

এটা ছিল আমার উপর আপনার দয়া এবং আমার উপর আপনার আনুকূল্যের যথাযথ ব্যবস্থা, তা না হলে হয়তবা আমি আমার ভাগ্যকে বরণ করে নিতাম অথবা আমার দিলের সংশোধন হত।

কিন্তু আপনি আমার কল্যাণ করার মনস্থ করেছিলেন। আমার সকল কাজে আমাকে সাহায্য করেছিলেন এবং আমার কাছ থেকে দুর্যোগের তিক্ততা দূর করে দিয়েছেন। আর আমার কাছ থেকে এক ভয়াবহ কবরকে (কবরের জীবন) দূর করেছেন।

আমার প্রভু, এভাবে আপনি আমার কাছ থেকে অনেক তিক্ত দুর্যোগ সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, যা দ্বারা আপনি আমার চোখ শীতল করেছেন।

আপনার কাছ থেকে আমি বড় বড় নেয়ামতের অধিকারী হয়েছি।

আপনি ত তিনি যিনি আমার অসহায়ত্বে আমার প্রার্থনার জওয়াব দিয়েছেন, যখন আমি ভুল করেছি তখন আমার ভুল ক্ষমা করেছেন এবং আমার জন্য আমার শত্রুদের কাছ থেকে আমার হক্ব আদায় করেছেন।

যখন আমি আপনার কাছে কোনো কিছু চেয়েছি কখনো আপনাকে ব্যয়কুণ্ঠ হিসেবে পাইনি অথবা যখন আপনার কাছে কোনো কিছুর চাওয়ার মনস্থ করেছি তখন খিটখিটে মেজাজি হিসেবে পাইনি।

উপরন্তু, আমি আপনাকে সব সময় আমার দোয়া শ্রবণকারী এবং আমার অনুরোধ অনুমোদনকারী হিসেবে দেখতে পেয়েছি।

আমার প্রতিটি অবস্থায় এবং আমার জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে আমি আপনার উপযুক্ত আনুকূল্য পেয়েছি।

সেজন্য আমার বিশ্বাস এই যে, আপনি প্রশংসিত এবং আমার প্রতি আপনার দয়া ব্যাপক।

আমার বিবেক, আমার জবান এবং আমার যুক্তি আপনার প্রশংসা করছে— এমন এক প্রশংসা যা আনুগত্য এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এমন এক প্রশংসা যা আপনার কবুলিয়তকে আমার জন্য নিয়োজিত করবে।

সেজন্য হে আমার রক্ষক, যখন রাস্তাসমূহ আমাকে বিভ্রান্ত করে তখন আপনি আমাকে আপনার গোসসা থেকে রেহাই দিন।

হে আমার গুণাহ্ মাফ করনেওয়ালা, যদি আপনি আমার নগ্নতা না ঢেকে দিতেন, আমি করুণা বঞ্চিত হতাম।

হে আমার সাহায্যের দ্বারা সমর্থনকারী, যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করতেন, আমি পরাভূত হতাম।

হে প্রভু, আপনি ত তিনি যার সামনে রাজা বাদশাহগণ নম্রতার জোয়াল উঠিয়ে নিয়েছে এবং যার গোসসাকে তারা ভয় করেছে।

হে এবাদত কবুলকারী।

হে সুন্দর নামসমূহের অধিকারী।

আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি ওজর দাঁড় করাবার উপযুক্ত নিষ্পাপ নই অথবা ক্ষতিপূরণ করার জন্য তেমন সামর্থ্যবান নই।

পালানোর কোনো সুযোগ নেই যাতে আমি আপনার কাছ থেকে দৌড়ে পালাতে পারি। আমার ভুলের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমি আমার গুণাহের জন্য আপনার কাছে তওবা করছি যা আমাকে অক্ষম করে দিয়েছে ও আমাকে অবরুদ্ধ করেছে। আর এভাবে আমাকে ধ্বংস করেছে। হে প্রভু, অনুশোচনা করে আমি আপনার কাছে এসেছি। সেজন্য মিনতি করছি, আমার তওবা কবুল করুন।

আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করছি আমাকে আশ্রয় দিন। এই প্রত্যাশা করছি যে, আমাকে দু:খিত করবেন না। ভিক্ষা চাচ্ছি যে, আমাকে নিরাশ করবেন না। আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়ে প্রার্থনা করছি যে, আমাকে পরিত্যাগ করবেন না। প্রার্থনা করছি যে, আমাকে আশাহত করবেন না। হে প্রভু, আমি আপনার কাছে কান্না-কাটি করি দু:খে, অবনত অবস্থায়, আতঙ্কিত অবস্থায়, ভয়ে এবং দারিদ্রতার সময়।

অসহায়ত্বে আমি আপনার দিকে ঘুরেছি। আমি আপনার কাছে অভিযোগ দায়ের করছি, হে প্রভু, আমার দিল এতই দূর্বল যে আপনি আপনার বন্ধুদের জন্য যে অঙ্গীকার করেছেন তা হতে তৎপর হতে পারে না এবং আপনার শত্রুদের যে হুমকি প্রদান করেছেন তা এড়িয়ে যেতে পারে না। আমি আমার উদ্বিগ্নতাসমূহের এবং আশংকাসমূহের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করছি। আমার আল্লাহ্, আমার গোপন ইচ্ছার জন্য আপনি আমাকে করুনা বঞ্চিত করেন নি। আমি বিপথে চালিত হওয়ার জন্য আপনি আমাকে ধ্বংস করেন নি। আমি মিনতি করেছি আর আপনি জওয়াব দিয়েছেন, যদিও আপনার ডাকে সাড়া দিতে আমি ধীরগতিতে ছিলাম। আমার চাহিদা উপযোগী সবকিছুই আমি আপনার কাছে চেয়েছি। আমি যেখানেই ছিলাম না কেন, আমি আপনার সম্মুখে আমার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি আপনার পাশে আর কাউকেই স্থান দেই না, অথবা আপনি ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু আশাও করি না। আমি প্রস্তুত! আমি আপনার আহ্বানে প্রস্তুত! যে কেউ আপনার কাছে অভিযোগ দায়ের করে না কেন আপনি তা শোনেন, যে আপনাকে বিশ্বাস করে তার পাশে দাঁড়ান, যে আপনার কাছে নিরাপত্তা চায় তাকে আপনি নিষ্কৃতি দেন এবং যে আপনার আশ্রয় চায় তার কাছ থেকে আপনি খারাবি দূর করে দেন। সেজন্য, আমার কৃতজ্ঞতার উছিলায় পরবর্তী দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার ভালাই হতে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আপনি আমার যে সমস্ত গুণাহের কথা জানেন সেগুলো ক্ষমা করে দিন।

যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেন। আমি স্বীকার করছি যে আমি অবিবেচক, অপরাধী, অপব্যয়ী, পাপী, দোষী। আমার দিনের লাভের জন্য আনুগত্য করতে চাই।

যদি আপনি আমাকে মাফ করেন। মূলত, আপনি পরম দয়াময়।

৫২

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্‌র কাছে জরুরি বিষয়ের আবেদন করে তাঁর একটি মুনাজাত।

হে আল্লাহ্, কোনো কিছুই আপনার কাছে গোপন থাকে না, জমিনেরও না অথবা আসমানেরও না। হে আমার আল্লাহ্, আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা কিভাবে আপনার থেকে আড়ালে থাকতে পারে?

আপনি যা তৈয়ার করেছেন কিভাবে আপনার কাছে তার হিসাব না থাকতে পারে?

আপনি যা নিয়ন্ত্রণ করেন তা কিভাবে আপনার কাছে গরহাজির থাকতে পারে?

যার নিজের কোনো জীবন নেই এবং আপনার নেয়ামত দ্বারা বেঁচে থাকে, কিভাবে সে পালাতে পারে? যার কোনো রাস্তা নেই এবং আপনার রাজত্বে বেঁচে থাকে, কিভাবে সে আপনার কাছ থেকে পালাতে পারে?

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি!

আপনার সৃষ্টিকূলের মধ্যে যে আপনাকে বেশি চিনে সে আপনাকে অধিক ভয় করে এবং তাদের মধ্যে সেই বেশি এবাদতকারী যে আপনার সবচেয়ে বেশি অনুগত। আপনার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য সে যাকে আপনি রিজিক দিয়েছেন আর সে আপনাকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করে।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যে আপনাকে ছেড়ে অন্য কারো সাথে মিলিত হয় সে আপনার কর্তৃত্বের কমতি করতে পারবে না। আর সে আপনার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অথবা যে আপনার নিধানকে অপছন্দ করে সে আপনার বাণীর পাশে কিছু সংযোজন করতে পারবে না।

অথবা যে আপনার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে সে আপনার কাছ থেকে পালাতে পারবে না।

অথবা যে তাঁকে (হযরত মুহাম্মদ) ছাড়া অন্য কাউকে সম্মান করে আপনাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

অথবা যে আপনার সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অপছন্দ করে দুনিয়াতে চিরকালের জন্য বাস করতে পারবে না।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি! আপনার মর্যাদা কত বেশি। আপনার সার্বভৌমত্ব কত শক্তিশালী।

আপনার ক্ষমতা কত মজবুত। আপনার আদেশ কত ফলপ্রশু।

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি! আপনি সবার জন্য মৃত্যুর বিধান রেখেছেন, যে আপনার প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্য এবং যে আপনাকে অস্বীকার করে তার জন্যও। প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং আপনার কাছে ফিরে

যেতে হবে। তাই আপনি মহিমান্বিত। আপনি সম্মানিত। আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই। আপনি একক, আপনার কোনো শরিক নেই।

আমি আপনার উপর ঈমান এনেছি, বিশেষত আপনার রাসূলদের উপর, আপনার কিতাব গ্রহণ করেছি, আপনার পাশে অন্য কোনো বস্তুর এবাদত করাকে আমি অস্বীকার করেছি এবং তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি যে আপনি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করে।

হে প্রভু, আমার গুণাহ্ বিবেচনা করে এবং আমার ভুল স্বীকার করেও আমার কাজ কর্মের জন্য সকালে জেগে উঠি এবং সারাদিন মেহনত করি।

আমার নিজের বিরুদ্ধে চলার জন্য আমি লজ্জিত। আমার আমলসমূহ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার অপকর্ম আমাকে অকার্যকর করে দিয়েছে। আমার যৌনবাসনা আমাকে ছিনতাই করেছে।

সে জন্য, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে আমার প্রভু। তার মত অতিদূর প্রত্যাশায় পৌছতে যার দিল ভোঁতা, তার ধমনীর নিস্তেজতার কারণে, যার দেহ অচেতন, তার উপর অনুগ্রহের প্রাচূর্যতার জন্য যার হৃদয় মোহরকৃত এবং সে যা করছে তার সম্বন্ধে সে খুব সামান্যই চিন্তা করে।

তার মত আমি ভিক্ষা করছি যার কাছে আশা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, যার কামবাসনা মলিন হয়ে গিয়েছে, যার কাছে দুনিয়া অপাংক্তেয় হয়ে গেছে এবং যে মৃত্যুর ছায়ার নিচে।

তার মত আমি ভিক্ষা করছি যার গুণাহ্ অগনিত এবং যে তার ভুল স্বীকার করেছে।

তার মত আমি ভিক্ষা করছি আপনি ছাড়া আর কোনো মালিক নেই এবং যে আপনার সাথে কাউকে শরিক করে না।

আপনার কাছ থেকে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই।

আপনার কাছ থেকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো পালানোর সুযোগ আমার নেই।

হে প্রভু, আপনার কাছে ভিক্ষা করছি, আপনার হক্বের দ্বারা যা সকল সৃষ্টির জন্য বাধ্যগত, আপনার মহান নামসমূহের দ্বারা যা দ্বারা আপনার নবীকে বলেছেন আপনাকে স্মরণ করতে, আপনার গৌরবময় সত্তার মর্যাদার দ্বারা যা ধ্বংস হবে না, পরিবর্তন হবে না, বদল হতে পারে না এবং মৃত্যু হতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আপনার এবাদতে নিয়োজিত করে সকল চাহিদার উর্ধ্বে রাখুন।

আপনাকে ভয় করার মাধ্যমে আমার দিলকে দুনিয়া থেকে হটিয়ে দিন।

আপনার সদাশয়তায় আপনি আমাকে আপনার দয়ার প্রাচুর্য হতে প্রতিদান দিন। সেজন্য, আমি আপনার কাছে ধাবিত হয়েছি। আমি আপনাকে ভয় করি। সংশোধনের জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। আপনার কাছেই আমি আশ্রয়ের জন্য পলায়ন করি। আপনার কাছে আমি আস্থা রাখি এবং আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনার কাছেই আমি এঁটে আছি। আপনার উপর আমি নির্ভর করি। আপনার দয়া ও সদাশয়তার উপর আমি নির্ভর করছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

৫৩

অবনত দিলে সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর একটি মুনাজাত।

আমার প্রভু, আমার গুণাহ্সমূহ আমাকে স্তব্ধ করে ফেলেছে। আমার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তাই কোনো কিছু প্রদান করার জন্য আমার কোনো সুযোগ নেই। আমি এমন একজন যে দুর্দশায় বন্দী। আমি আমার আমলে জামানত রয়েছি।। আমি অপরাধের দিকে ছুটে চলেছি। আমি আমার সঠিক ধারা থেকে নর্দমায় গিয়ে পৌঁছেছি। আমি এমন একজন যে যাত্রিদলের পিছনে পড়ে রয়েছি।

মূলত আমি নিজেকে লজ্জাকর পাপীর অবস্থায় রেখেছি। দুর্ভাগ্যের অবস্থায়। আপনার যা বিরুদ্ধ শক্তি এবং যা আপনার অঙ্গীকার থেকে পিছলে যায়। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি! আপনার বিপক্ষে আমি কি অপরাধই না করেছি। আমি নিজেকে কি ধোঁকাই না দিয়েছি।

আমার প্রভু, আমার অবনত চেহারা এবং আমার পা ফস্কে যাওয়ার উপর করুনা করুন। আপনার ক্ষমার দ্বারা আমার অজ্ঞতার উপর এবং আপনার মহত্ত্বের দ্বারা আমার অপকর্মের উপর করুণা করুন। যেহেতু আমি আমার গুণাহ্ এবং ভুল স্বীকার করছি। ধ্বংস হওয়ার জন্য আমি আমার এই হাত ও কপালকে প্রতিশোধের জন্য প্রদান করেছি। করুনা প্রদর্শন করুন আমার বয়সের উপর, আমার দিনসমূহের লক্ষ্যের উপর, মৃত্যুর দিকে আমার ধাবিত হওয়া এবং আমার দূর্বল চিত্তের উপর, আমার দারিদ্রতা এবং উৎসের নগণ্যতার উপর!

আমার প্রভু, আমার উপর করুণা করুন যখন দুনিয়া থেকে আমার পদচিহ্ন উধাও হয়ে যাবে, যখন সৃষ্টিসমূহের কাছে আমার স্মৃতি মুছে যায় এবং যখন আমি হারিয়ে যাই (সবার মধ্য হতে)!

আমার প্রভু, আমার অবয়ব এবং অবস্থা পরিবর্তন কালে আমার উপর করুনা প্রদর্শন করুন যখন আমার দেহের লয় হবে এবং আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ খসে পড়বে ও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করবে। এ আমার কাজের অসতর্কতা, যেকাজ আমার জন্য প্রয়োজনীয়।

আমার প্রভু, আমার পুনরুত্থান এবং কবর থেকে উঠায় আমার উপর করুণা করুন। ঐ দিন আপনার বন্ধুদের সাথে আমার জায়গা করে দিন, আপনার বন্ধুদের সাথে আমাকে প্রবেশ করান এবং আপনার প্রতিবেশিদের সাথে আমার বাসস্থান করুন। হে দুনিয়ার মালিক!

بسم الله الرحمن الرحيم

৫৪

উদ্বিগ্নতা দূর করার জন্য তাঁর একটি মুনাজাত।

হে উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতা দূর করনেওয়ালা! হে এই দুনিয়া এবং পরবর্তী দুনিয়ার করুণাশীল এবং দয়াশীল, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমার উদ্বিগ্নতাকে অদৃশ্য করে দিন এবং আমার বিষন্নতাকে দূর করে দিন। হে এক! হে একক! হে চিরন্তন!

হে আপনি যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি; আপনার মত আর কেউ নেই। আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে পবিত্র করুন। আমার দুর্দশা দূর করুন (কুরশির ভাষণ এবং পবিত্র কোরআনের শেষ তিনটি অধ্যায় পড়ে নিন) ঃ

হে প্রভু, আমি তার মতই আপনার কাছে ভিক্ষা করছি যার চাহিদা সংকল্পে পরিণত হয়েছে. যার শক্তি বিলীন হয়ে গেছে এবং যার গুণাহ্ অগনিত।

আমি তার মত আপনার কাছে আবেদন করছি যে তার চাহিদা প্রকাশ করার জন্য কোনো বন্ধু পায় না, যার নিস্তেজতায় কেউ শক্তি যোগায় না, আপনি ব্যতীত যার গুণাহ্ কেউ ক্ষমা করে না, হে গৌরব এবং মহত্ত্বের মালিক!

আমি আপনার কাছে এমন কাজ চাচ্ছি যার উছিলায় আপনি আমাকে ভালবাসেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু করে দেবেন। আমি আপনার কাছে নিশ্চয়তা চাচ্ছি, যার কারণে আপনি তাকে সাহায্য করেন যে পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট। যা দ্বারা সে আপনার হুকুমের দিকে ধাবমান হয়।

হে প্রভু, হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের উপর অনুগ্রহ করুন। আমাকে সততার মধ্যে মৃত্যু বরণ করার তৌফিক দিন।

দুনিয়া হতে আমার মোহ দূর করে দিন। আপনার সাথে সাক্ষাতে আমাকে উৎসাহী করতে আপনার কাছে যা মওজুত রয়েছে তা ভালবাসতে দিন। একাগ্রতার সাথে আপনার উপর নির্ভর করতে আমাকে করুণা করুন। আমি আপনার কাছে অতীতের ভাল আমলের একটি নথি চাচ্ছি। অতীতের মন্দ কাজ হতে আপনি আমাকে আপনার নিরাপত্তায় নিয়ে নিন।

আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি ঐ ভয়ের যেমন ধার্মিকগণ আপনাকে করে থাকে, একই এবাদত যেমন নম্র-ভদ্রতা করে থাকে, যাদের মত নিশ্চয়তা যারা আপনার উপর নির্ভর করে এবং আপনার প্রতি ঈমানদারগণের যে বিশ্বাস।

হে প্রভু, আপনার কাছে অনুরোধের ক্ষেত্রে আমার একাগ্রতাকে এমন করে দিন যেমন আপনার বন্ধুরা তাদের অনুরোধের ক্ষেত্রে একাগ্রতা দেখায়। আপনার প্রতি আমার ভয় এমন করে দিন যেমন আপনার বন্ধুদের ছিল। আপনার কবুলিয়তের জন্য আমাকে এমন কাজে নিয়োজিত করুন যা দ্বারা আমি যেন আপনার দ্বীনের কোনো এবাদত করতেই ভুল না করি, আপনার বান্দাদের কারো ভয়ের মাধ্যমে।

হে প্রভু, সেজন্য আমার অনুরোধ হল আপনি তাতে আমার একাগ্রতা বৃদ্ধি করে দিন।

এতে আমার জন্য সুযোগ করে দিন।

এর দ্বারা আমার যুক্তি শিক্ষা দিন।

এর দ্বারা আমার দেহ সুস্থ রাখুন।

হে প্রভু, অনেক লোকই আছে যাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোনো আশা ও বিশ্বাসের বস্তু আছে, তারাও সকালে ঘুম থেকে জাগে।

কিন্তু আমি যে সকালে ঘুম থেকে জাগি, আমার বিশ্বাসে এবং সকল কাজের আশায় শুধুই আপনি রয়েছেন।

সেজন্য, ফলাফল হিসেবে আমার জন্য সেরা ফলাফলের আদেশ করুন।

আপনার বদান্যতায় আমাকে বিপথগামীর প্রবণতা হতে রক্ষা করুন, হে পরম দয়াময়।

আল্লাহ্ যেন তার নবী পরিবারের পবিত্র সদস্য এবং আমাদের শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ সঃ ক অনুগ্রহ করেন। ❐

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

মুহাম্মদ মাঈনউদ্দিন'র জন্ম জানুয়ারিতে। নিবাস নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মিজমিজিতে। গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার মধ্যনগর গ্রামে। পিতা মুহাম্মদ শফিউদ্দিন এবং মাতা মোসাম্মৎ লুৎফুন নেসা। সাত ভাই বোনের মধ্যে ষষ্ঠ। অনুবাদকের অনূদিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

গুন্টার গ্রাস এর
মাই সেঞ্চুরি
এ পি জে আবদুল কালাম এর
ইন্ডিয়া ২০২০
ওরহান পামুক এর
মাই নেইম ইজ রেড